জুলাই ২০২১ □ ২০ টাকা □ ৬৮ পাতা □ ১

কর্মক্ষেত্র-র পরিপূরক পত্রিকা

পেশাপ্রবেশ

চাকরির পরীক্ষায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী

ডব্লু বি সি এস প্রিলিমিনারি

পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নোত্তর

SAVE LAKSHADWEEP

ডব্লু বি সি এস

মেন পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নোত্তর

রাজ্য পুলিশে ৮৬৩২ কনস্টেবল

নিয়োগ-পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নোত্তর

বাংলা ব্যাকরণ • অর্থনীতির হালচাল • ভারতের ইতিহাস • ভারতের ভূগোল

*

সপ্তদশ বর্ষ সপ্তম সংখ্যা জুলাই ২০২১ শ্রাবণ ১৪২৮

সূ চি প ত্র

প্রধান সম্পাদক: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
সম্পাদক: মহাশ্বেতা সমাজদার

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, নবমুদ্রণ প্রাঃ লিঃ, ব্লক-সিপি, প্লট নম্বর-৪, সেক্টর ফাইভ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।

দাম ২০ টাকা

PESHAPROBESH
A Monthly on Career and Competition
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Telephone: 2283 2320, 2290 0008
Fax: 2287 6448
E-mail: swarnakshar.prakasani@gmail.com
Website: www.swarnakshar.in

*

সম্পাদকীয়

কোভিড এবং দফায় দফায় দীর্ঘ লকডাউনের জেরে জীবিকার দফারফা, ছোট ব্যবসার প্রাণান্ত, সাধারণ মানুষ নাজেহাল। কাজের বাজার কবে চাঙ্গা হবে জানা নেই, অর্থনীতি কবে সেরে উঠবে বিশেষজ্ঞরাও সে বিষয়ে অন্ধকারে, এর মধ্যে জ্বালানির দাম বৃদ্ধির হাত ধরে জিনিসপত্রের দামও লাগাতার চড়ছে। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো একা অতিমারিতে রেহাই নেই, ছাঁটাই হয়েছে দোসর। তাও আবার খোদ সরকারি ক্ষেত্রে।

সম্প্রতি জানা গেল, এই অতিমারির মধ্যেই রেল পরিষেবায় সরাসরি ১২ হাজারেরও বেশি পদ কমানোর নির্দেশ দিয়েছে রেল বোর্ড। দেশ জুড়ে রেলের মোট ১৮টি জোনেই এই নির্দেশ কার্যকর হবে। এমনকী, কোন জোনে কত পদ কমাতে হবে তারও লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কমার্শিয়াল, পার্সোনেল, কর্মী বিষয়কের মতো একাধিক দপ্তর থেকে কর্মী কমানো হবে। কারণ, সরকার ও রেলকর্তাদের মনে হয়েছে, এই সব বিভাগেই অফিসারের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন বিভাগে কর্মীর সংখ্যা বাড়তি।

এই খবর সত্যি হলে রেলে ব্যাপক মাত্রায় কর্মী সঙ্কোচন এক প্রকার নিশ্চিত। রেলকর্তাদের ধারণা, কিছু পদ কমিয়ে দিলেও রেল পরিচালনায় সামগ্রিক ভাবে কোনও প্রভাব পড়বে না। হয়তো পড়বে না। কিন্তু একটা নৈতিক প্রশ্ন তো থেকেই যাচ্ছে। যে-সরকার নতুন কর্মদিবস সৃষ্টি করতে কার্যত ব্যর্থ, তারাই কী ভাবে ও কেন কাজের বাজারে কর্মীর জোগান বাড়িয়ে চলেছে? যে-বাজার ধারাবাহিক ভাবে মন্দাগ্রস্ত ও চাহিদাহীন, সেখানে নতুন পাশ করা ছেলেমেয়ে, চাকরি যাওয়া বেকার যুবক-যুবতীদের ভিড় বাড়িয়ে চললে আখেরে সরকারের উপরই একসময় চাপ বাড়তে থাকবে। দারিদ্রসীমার নীচে চলে যাওয়া মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির মতো ভয়ানক দুর্লক্ষণ দেখা দিচ্ছে যে-দেশে, সেখানে সরকারের পর পর হঠকারী পদক্ষেপ, কখনও নির্বাক নিষ্ক্রিয়তা অর্থনীতির পক্ষে অশনি সংকেত। সন্দেহ হয়, আদৌ কি বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে চলছে এই কেন্দ্রীয় সরকার?

এরই মধ্যে আশার খবর, পশ্চিমবঙ্গে আগামী বছর মার্চের মধ্যে ৩০ হাজারেরও বেশি শিক্ষক নিয়োগের সরকারি প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। নিয়োগ অনেক দিন ধরেই নানা কারণে মুলতবি ছিল। এবার তা বাস্তবায়িত হবে। তবে নিয়োগে স্বচ্ছতা থাকা যেমন জরুরি, তেমনই তা নিয়মিত ও ধারাবাহিক হতে হবে। এ ব্যাপারে স্পষ্ট সরকারি নীতি থাকা খুব প্রয়োজন।

*

পাঠকের চিঠি

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানরা

সম্প্রতি, কোভিড অতিমারীর আবহে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাস্ত করে বিশ্বের অন্যতম রাজনৈতিক শক্তিধর দেশ— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন জো বাইডেন। প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূতা উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে কমলা হ্যারিস-ও এসেছেন খবরের শিরোনামে। বিশ্বের অন্যতম আলোচিত রাজনৈতিক পদাধিকারীদের সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরা হল—

১। মার্টিন ভ্যান ব্যুরেন-ই একমাত্র মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান, যাঁর মাতৃভাষা ইংরেজি ছিল না। তিনি ওলন্দাজ বা ডাচ ভাষায় কথা বলতেন।

২। হোয়াইট হাউস ইন্টার্ন বা সেবিকা— মনিকা লিউয়িনস্কি-র সঙ্গে কেচ্ছাঘটিত কারণে জড়িয়ে পড়েন মার্কিন দেশের ৪২তম রাষ্ট্রপতি উইলিয়ম জেফারসন ওরফে বিল ক্লিন্টন।

৩।৩৫তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন ফিটজেরাল্ড কেনেডিকে গুলি করে হত্যা করে লী হার্ভে ওসওয়াল্ড। কেনেডি পত্নী জ্যাকুলিন, মার্কিন ধনকুবের অ্যারিস্টটল ওনাসিস-কে বিবাহ করেন।

৪। ২৫তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম ম্যাককিনলি নিহত হন লিওন সোলগোসেজ নামক এক মানসিক ভারসাম্যহীন নৈরাজ্যবাদীর গুলিতে।

৫। ২০তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেমস গারফিল্ড নিহত হন চার্লস জে গুইত্যো নামক এক আইনজীবীর গুলিতে।

৬। ত্রয়োদশ মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিলার্ড ফিলমোর, পেশায় ছিলেন কৃষিজীবী ও দর্জি। তাঁর স্ত্রী এবং শিক্ষিকা অ্যাবিগেইল ফিলমোর, হোয়াইট হাউসে সর্বপ্রথম পাঠাগার স্থাপন করেন।

৭। মার্কিন রাষ্ট্রপতি হিসেবে ওয়ারেন জি হার্ডিং-এর (২৯তম) নির্বাচনের সময়েই (১৯২১) সর্বপ্রথম আমেরিকাতে মহিলাদের ভোটদানের অধিকার চালু হয়।

৮। ২৩তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন হ্যারিসনের সময়েই শিকাগো ধর্ম মহাসভাতে বক্তা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। হ্যারিসনের আমলেই প্রথম মার্কিন রণতরী ইউ এস এস টেক্সাস নির্মিত হয়। হ্যারিসনের স্ত্রী ক্যারোলিন ল্যাভিনিয়া হ্যারিসন সর্বপ্রথম হোয়াইট হাউসে বৈদ্যুতিক বাতির প্রচলন করেন।

৯। সর্বপ্রথম মার্কিন রাষ্ট্রপতি হিসেবে ডোয়াইট ডেভিড আইজেনহাওয়ার-এর (৩৪তম) শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানই দূরদর্শনে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

১০। প্রথম মার্কিন ফার্স্ট লেডি স্ত্রী হিসেবে হোয়াইট হাউসেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দশম প্রেসিডেন্ট জন টাইলার-এর স্ত্রী লেটিশিয়া ক্রিস্টিয়ান টাইলার।

১১। ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন তৃতীয় মার্কিন রাষ্ট্রপতি থমাস জেফারসন। ফ্রান্সের কাছ থেকে তাঁর কেনা জমির স্বত্ব 'লুইসিয়ানা পারচেজ' নামে খ্যাত।

১২। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবিধানিক আইন বিষয়টি পড়াতেন ৪৪তম প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।

১৩। ৩৮তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ড প্রথম জীবনে ফুটবল খেলোয়াড় এবং প্রশিক্ষক ছিলেন।

১৪। হোয়াইট হাউসে প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে টেলিফোন ও টাইপ রাইটার নিয়ে আসেন ১৯তম রাষ্ট্রপতি রাদারফোর্ড হায়েস।

১৫। একাদশতম মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেমস পোলক-এর উদ্যোগে টেক্সাস মার্কিন মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশ্য, এর জন্য মেক্সিকোর সঙ্গে যুদ্ধ লাগে আমেরিকার। জেমস পোলক-ই প্রথম প্রেসিডেন্ট, যাঁর আলোকচিত্র তোলা হয়।

১৬। মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদ ছাড়ার পর একমাত্র উইলিয়াম ট্যাফ্ট-ই (২৭তম) ওই দেশের প্রধান বিচারপতি হন।

১৭। প্রথম মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে হোয়াইট হাউসে বাস করেন জন কুইন্সি অ্যাডামস (ষষ্ঠ)।

১৮। একমাত্র চলচ্চিত্র তারকা হিসেবে ৪০তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন রোনাল্ড রেগন। তিনি জেন ওয়াইম্যান নামক এক অভিনেত্রীকে বিবাহও করেন।

১৯। দাস প্রথা-র বিরুদ্ধে আব্রাহাম লিংকনের প্রধান সহযোগী ইউলিসিস এস গ্রান্ট আমেরিকার অষ্টাদশ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর খাদ্যনালীর ক্যান্সারে প্রয়াত হন।

২০। 'এয়ারফোর্স ওয়ান' চলচ্চিত্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতির ভূমিকাতে অভিনয় করেছিলেন হ্যারিসন ফোর্ড। তিনিই 'ইন্ডিয়ানা জোনস' অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ এবং 'স্টার ওয়রস' চলচ্চিত্রে দস্যু হান সোলো-র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

কৌশিক রায়
সহশিক্ষক (ইংরেজি), আবেশকুড়ি উচ্চ মাদ্রাসা (উঃ মাঃ)
সবরণদিঘি, গঙ্গারামপুর, জেলা: দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন-৭৩৩ ১২৪

খবরের পাতা

*

১ মে - ৩১ মে

আন্তর্জাতিক

ফের উত্তপ্ত গাজা, নিহত ২৬০

ইজরায়েল অধিকৃত গাজা ভূখণ্ড এবং জেরুসালেমের একাংশে প্যালেস্তাইনি জঙ্গিদের হামলাকে কেন্দ্র করে ফের ছড়াল উত্তেজনা। ১১ মে থেকে ২১ মে পর্যন্ত হামাস ও ইজরায়েলি সেনার দফায় দফায় সংঘর্ষে উত্তপ্ত ছিল গোটা ভূখণ্ড। এক সেনা-সহ ইজরায়েলে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। উলটো দিকে, ইজরায়েলি সেনার প্রত্যাঘাতে গাজায় মারা গিয়েছেন কমপক্ষে ২৪৮ জন, যার মধ্যে ৬৬টি শিশু।

গত ১১ মে হঠাৎই প্যালেস্তাইনি হামাস জঙ্গিরা ইজরায়েলের ভূখণ্ড লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালায়। শুধু জেরুসালেম নয়, আশকেলন, আশদদ-সহ একাধিক শহরকে নিশানা করে অন্তত ১,৬০০ রকেট উড়ে আসে বলে জানায় ইজরায়েল সরকার। জবাব দেয় ইজরায়েলি সেনাও। হামাস জঙ্গিগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত গাজা প্রশাসনের দাবি, ৬০০ ইজরায়েলি রকেট ছুটে এসেছে এদিকেও। গাজায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয় তাতে। মৃতের সংখ্যা বাড়া ছাড়াও গুঁড়িয়ে যায় প্রায় ১৬ হাজার বাড়ি। আতঙ্কিত বাসিন্দারা রাতারাতি বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। প্রায় ৭২ হাজার মানুষ ভিটে-ছাড়া হন।

অন্যদিকে, ইজরায়েলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম। হামাসের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র ভোঁতা হয়ে যায় ইজরায়েলি সেনার হাতে থাকা 'আয়রন ডোম' প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সামনে। স্বল্প পাল্লার রকেট হামলা ঠেকাতে এক দশক আগে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। এই প্রযুক্তিতে র‍্যাডারের মাধ্যমে যে-কোনও দিক থেকে উড়ে আসা ক্ষেপণাস্ত্র চিহ্নিত করে তাকে ধ্বংস করে ফেলা যায়। ইজরায়েল সরকার বরং জানায়, তাদের আক্রমণে অন্তত ১০ জন প্রথম সারির

হামাস নেতার মৃত্যু হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হামাস-নেতা ইয়াহিয়েহ সিনওয়ারের গাজার বাসস্থান তারা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।

ইজরায়েল সরকারের মতে, ২০১৪ সালের যুদ্ধের পর এত বড় হামলা আর হয়নি। হামাস এই হামলার দায় স্বীকার করে জানিয়েছে, ইজরায়েলি দমনপীড়নের জবাব দিতেই রকেট হামলা চালায় তারা। ইজরায়েলের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেন, হামলা প্রথমে হামাস-ই চালায়, তাই তাঁদের কিছু করার নেই। যতদিন দরকার, ততদিন অভিযান চলবে। তবে গাজার সাধারণ মানুষের ক্ষতি যতটা সম্ভব কম হয়, সেই দিকে নজর রাখা হবে।

এই পরিস্থিতিতে গাজায় শান্তি ফেরাতে উদ্যোগী হয় আমেরিকা। ২০ মে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ার বেশির ভাগ দেশই সংঘর্ষ-বিরতির পক্ষে সওয়াল করে। নেতানিয়াহু প্রশাসনও অবশেষে আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। ২১ মে স্থানীয় সময় রাত দু'টো থেকে গাজায় সংঘর্ষ বিরতিতে সহমত হয় ইজরায়েল সরকার ও হামাস। বাইডেন এক বিবৃতিতে জানান, শান্তিপূর্ণ ভাবে বাঁচার অধিকার দু'দেশের মানুষেরই রয়েছে। শান্তি প্রক্রিয়ায় বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসাও করেন তিনি।

নেপালে অব্যাহত রাজনৈতিক অস্থিরতা

রাজনৈতিক টানাপড়েন অব্যাহত নেপালে। কে পি শর্মা ওলি ফের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর যে-সুস্থিতি প্রত্যাশা করা গিয়েছিল, অচিরেই তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হল। ২২ মে নেপালি সংসদ ভেঙে দিলেন প্রেসিডেন্ট বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারী। নভেম্বরে অন্তর্বর্তী নির্বাচন।

গত ১০ মে ওলির সরকার আস্থাভোটে পরাজিত হয়। প্রেসিডেন্ট বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারী সংবিধানের ৭৬(২) ধারায় সরকার গড়ার দাবি জানানোর জন্য সব দলকে ১৩ মে রাত ন'টা পর্যন্ত সময় দেন। পুষ্পকমল দহাল ওরফে প্রচণ্ডের নেতৃত্বে মাওবাদী সেন্টার চেয়েছিল ওলি যাতে আর ক্ষমতায় না ফেরেন। ফলে তারা নেপালি কংগ্রেসের নেতা শেরবাহাদুর দেউবাকে সমর্থন করে।

গরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য ২৭১ আসনের নেপালি সংসদে ১৩৬ জন সাংসদের সমর্থন দরকার ছিল দেউবা-র। সংসদে মাওবাদী সেন্টার (৪৯ জন) ও নেপালি কংগ্রেসের (৬১ জন) মিলিত সাংসদসংখ্যা ১১০। এর সঙ্গে তরাইয়ে মদেশীয় সম্প্রদায়ের দল জনতা সমাজবাদী পার্টির ৩২ জন সাংসদ দেউবাকে সমর্থন জানাবেন বলে মনে করা হচ্ছিল। ফলে দেউবা সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারবেন, এমনটাই নিশ্চিত ছিল।

বাস্তবে দেখা গেল, জনতা সমাজবাদী পার্টির দুই চেয়ারম্যানের অন্যতম মহন্ত ঠাকুর ১৫ জন সাংসদ নিয়ে ওলির পাশে দাঁড়ান। অন্য দিকে, অতীতে দলবিরোধী কাজের জন্য সাসপেন্ড হওয়া নেতা মাধবকুমার নেপাল ও ঝালানাথ খানালের শাস্তি রদ করে দলে তাঁর বিরুদ্ধতাকারী ২৮ সাংসদকে নিজের পক্ষে এনে ফেলেন ওলি। ওই ২৮ সাংসদ গণইস্তফা দিয়ে ওলির সরকারকে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই সিদ্ধান্ত থেকে

সরে আসেন তাঁরা।

শেষ পর্যন্ত ১৩ মে রাত ন'টায় রাষ্ট্রপতির নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার ঘণ্টা দুয়েক আগে নেপালি কংগ্রেস জানিয়ে দেয়, দেউবা সরকার গড়ার দাবি জানাতে যাচ্ছেন না। অতঃপর সংবিধানের ৭৬(৩) ধারায় বৃহত্তম দলের নেতা হিসেবে ওলিকে ফের সরকার গড়ার নির্দেশ দেন রাষ্ট্রপতি।

১৪ মে রাষ্ট্রপতির বাসভবন শীতল নিবাসে দুপুর আড়াইটেয় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শপথ নেন ওলি।

নিয়ম অনুযায়ী এক মাসের মধ্যে সংসদে আস্থাভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু তিনি প্রয়োজনীয় সমর্থন জুটিয়ে উঠতে পারবেন না, বুঝতে পেরেই রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দেন। ২২ মে সেই পথেই হাঁটলেন রাষ্ট্রপতি।

ভারত মহাসাগরে আছড়ে পড়ল চিনা রকেটের অংশ

মহাকাশে পাড়ি দেওয়া চিনা রকেট 'লং মার্চ ৫বি' থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ১৮ টন ওজনের একটি অংশ ৯ মে ভারতীয় সময় সকাল ৮টা নাগাদ মলদ্বীপের অদূরে ভারত মহাসাগরে আছড়ে পড়ল।

মহাকাশে নিজস্ব স্পেস স্টেশন বানাতে চায় চিন। তার একটি মডিউল পরীক্ষামূলক ভাবে মহাকাশে, নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছে দিতেই 'লং মার্চ ৫বি'-কে মহাকাশে পাঠায় তারা। গত ২৯ এপ্রিল চিনের হায়নান দ্বীপ থেকে যাত্রা শুরু করেছিল রকেটটি। কিন্তু মডিউলটিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছে দেওয়ার পর প্রায় ১০০ ফুট লম্বা একটি অংশ রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পৃথিবীর ১০৬ মাইল থেকে ২৩১ মাইলের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে ওই অংশটি। সেটি পৃথিবীতে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

চিন দাবি করেছিল, পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার আগেই পুড়ে ছাই হবে রকেটের বিচ্ছিন্ন অংশের সিংহভাগ। তবে বিশেষজ্ঞেরা প্রথম থেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছিলেন, রকেটের বিচ্ছিন্ন অংশের পুরোটাই পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ, লং মার্চ ৫বি-র ওই অংশটি আয়তনে বিশাল। নাসা-ও নিশ্চিত করে, পৃথিবীর মাটিতেই পড়তে চলেছে চিনা রকেটের বিচ্ছিন্ন অংশ। কিন্তু ভূগোলকের কোন প্রান্তে তা আছড়ে পড়বে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেননি বিশেষজ্ঞরা।

শেষ পর্যন্ত ৯ মে সকালে চিনের তরফে জানানো হয়, মলদ্বীপের কাছে ভেঙে পড়েছে রকেটের অংশটি। তবে এই প্রথম নয়, গত বছরও একটি চিনা রকেটের অংশ পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলবর্তী দেশ আইভরি কোস্টের একটি গ্রামে আছড়ে পড়েছিল। বহু ঘরবাড়ির ক্ষতি হলেও প্রাণহানি ঘটেনি। এবারও ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা ছিল, তবে রকেটের ভাঙা অংশ সমুদ্রে পড়ায় বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। যদিও বারবার এ ধরনের ঘটনা ঘটায় বেজিংয়ের দায়িত্বজ্ঞানহীন মনোভাবকেই দায়ী করা হচ্ছে।

কাবুলে গাড়িবোমা বিস্ফোরণে নিহত ৫৮

স্কুল থেকে ফেরার পথে গাড়িবোমা বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সাত-আট জন ছাত্রী-সহ মোট ৫৮ জনের দেহ। আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের ঘটনা।

৯ মে সন্ধেয় কাবুলের দস্ত-এ-বাবচি অঞ্চলে সৈয়দ উল শুহাদা স্কুলের সামনে বিস্ফোরণটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, স্কুলের প্রবেশদ্বারের সামনেই রাখা ছিল গাড়িটি। সদ্য ছুটি হওয়ায় স্কুলের সামনে তখন ছাত্রীদের ভিড় ছিল। সেই সময়ই বিস্ফোরণ ঘটে। কালবিলম্ব না করে অকুস্থলে ছুটে যান সাধারণ মানুষ ও উদ্ধারকারীরা। আহত ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। বিস্ফোরণে অন্তত ১৫০ জন আহত হন। এঁদের বেশিরভাগই ছাত্রী। স্থানীয় এক সাংবাদমাধ্যমে সম্প্রচারিত ভিডিওয় দেখা যায়, রক্তে ভেসে যাওয়া রাস্তায় পোড়া বই, ব্যাগ ইত্যাদি ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। নিহতদের শনাক্তকরণে উদ্যোগী হয় প্রশাসনও।

উল্লেখ্য, গত এপ্রিলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা সরানো হবে বলে ঘোষণা করেছে। সেই ঘোষণার কয়েক দিনের মধ্যেই কাবুলে ফের বিস্ফোরণে উদ্বিগ্ন আফগান প্রশাসন।

কিউবার পথে গ্রেপ্তার মেহুল চোক্সী

অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা থেকে কিউবায় পালানোর পথে ২৬ মে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের ছোট্ট দেশ ডোমিনিকা থেকে আটক করা হল পি এন বি ঋণ কেলেঙ্কারিতে অন্যতম অভিযুক্ত মেহুল চোক্সীকে।

ভারতে পি এন বি কাণ্ড প্রকাশ্যে আসার আগেই ২০১৮ সালে দেশ ছেড়ে অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডায় পালিয়েছিলেন ৬২ বছরের এই শিল্পপতি। ব্যবসায়িক সূত্রে সেখানকার নাগরিকত্ব নেন তিনি। সেখান থেকেই প্রত্যর্পণ মামলার বিরোধিতা করে লড়ছিলেন। কিন্তু গত ২৩ মে থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ মিলছে না বলে জানিয়েছিলেন মেহুলের এক আত্মীয়।

মেহুলের খোঁজে প্রথমে তল্লাশি শুরু করে 'রয়্যাল পুলিশ ফোর্স অব অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা'। আন্তর্জাতিক পুলিশ সংগঠন ও ইন্টারপোলেরও সাহায্য নেওয়া হয়। জারি করা হয় 'ইয়েলো নোটিস'। মেহুলের ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয় ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশগুলিতে।

ডোমিনিকার প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি ছোট নৌকা করে অ্যান্টিগা থেকে ডোমিনিকা পৌঁছন মেহুল। এর পর তাঁর পরিকল্পনা ছিল কিউবা পালানোর। কিন্তু তার আগেই ডোমিনিকার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। সি বি আই সূত্রের খবর, এর ফলে মেহুলের ভারতে প্রত্যর্পণ আরও সহজ হবে। কারণ আদালতে তাঁরা সহজেই প্রমাণ করতে পারবেন যে, মেহুল পালানোর চেষ্টা করছিলেন।

জা তী য়

কেরলে বাম, অসমে বি জে পি, তামিলনাড়ুতে ডি এম কে

পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ২ মে ফল ঘোষিত হল কেরল, অসম এবং তামিলনাড়ুর বিধানসভার নির্বাচনেরও। কেরলে ইতিহাস গড়ে ক্ষমতা ধরে রাখল বামেরা। অসমে শাসকদল বি জে পি-র উপরই আস্থা রাখল রাজ্যবাসী। তবে তামিলনাড়ুতে পরিবর্তন হল। ক্ষমতাসীন এ আই এ ডি এম কে-কে পর্যুদস্ত করে রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরল স্ট্যালিনের ডি এম কে।

কেরল

পাঁচ বছর অন্তর শাসকের পরিবর্তন ঘটানো কেরলের রাজনৈতিক রেওয়াজ। কিন্তু এবারই দীর্ঘকালের সেই রেওয়াজ ভাঙল। দক্ষিণী এই রাজ্যে পর পর দু'বার ক্ষমতায় ফিরল বামেরা। ফলাফলে প্রকাশ, ১৪০টি আসনের মধ্যে লেফট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এল ডি এফ) ৯৯টি এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউ ডি এফ) ৪১টি আসন জিতেছে। ভোটের ফলে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের প্রতিক্রিয়া, এই জয় কেরলের মানুষের। আমরা মানুষের উপর বিশ্বাস রাখি। তাঁরাও আমাদের বিশ্বাস করেছেন।'

উল্লেখ্য, পাঁচ বছর আগে এল ডি এফ ক্ষমতায় এসেছিল ৯১টি আসন জিতে, এবার তার চেয়ে আসন বাড়িয়েছে তারা। অন্য দিকে, মাত্রই দু'বছর আগে লোকসভা নির্বাচনে কেরলে ২০টির মধ্যে ১৯টি আসনেই জিতেছিল কংগ্রেস। মাত্র ১টি আসন গিয়েছিল সি পি এমের দখলে। সেই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ ডি এফ জোট গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রাপ্ত আসনের চেয়ে ৬টি আসন কম পেয়েছে এবার।

১৯ মে দ্বিতীয় দফায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন পিনারাই বিজয়ন। রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।

অসম

জাতীয় নাগরিকত্ব আইন নিয়ে সবচেয়ে বেশি জলঘোলা হয় অসমে, কারণ এন আর সি-র কারণে সেখানে বহু মানুষের নাম নাগরিকত্ব রেজিস্টার থেকে বাদ পড়ে। ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হয় হাজার হাজার অসমবাসীকে।

মনে করা হচ্ছিল, এই ঘটনা প্রভাব ফেলবে সে রাজ্যের শাসকদল বিজেপি-র ভোটের ফলাফলে। বাস্তবে দেখা গেল উলটো ছবি। বি জে পি জোট বনাম কংগ্রেস-এ আই ইউ ডি এফ জোটের লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল বিজেপি-ই। এই প্রথম কোনও অকংগ্রেসি সরকার অসমে পর পর দু'বার ক্ষমতাসীন এল।

ফলাফলে প্রকাশ, ১২৬ আসনের বিধানসভা নির্বাচনে বি জে পি জিতেছে ৭৫টি আসন এবং কংগ্রেস-এ আই ইউ ডি এফের মহাজোট জিতেছে ৫০টি আসন।

এবারের নির্বাচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল চা-বাগানের ভোট। শ্রমিকদের দিনমজুরি প্রতিশ্রুতি মতো না বাড়ালেও, বি জে পি নেতৃত্বাধীন সরকার সব বাগানে পাকা রাস্তা ও প্রচুর স্কুল তৈরি করেছে, গর্ভবতী মহিলাদের টাকা, শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে আট হাজার টাকা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। পাশাপাশি, অতিমারির সময় রাজ্যে বি জে পি-সরকারের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাজ ও পরিকল্পনাও সকলের নজর কাড়ে। মনে করা হচ্ছে এরই সুফল নির্বাচনে পেয়েছে বি জে পি। রাজ্যে বি জে পি-র বিশ্বাসযোগ্য 'মুখ' হয়ে ওঠেন অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অন্য দিকে, তরুণ গগৈয়ের পর দ্বিতীয় কোনও জননেতাকে সামনের সারিতে তুলে আনতে ব্যর্থ হয় কংগ্রেস।

১০ মে রাজ্যের পঞ্চদশ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিন গুয়াহাটির শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল জগদীশ মুখী। গত বার বি জে পি-র সর্বানন্দ সোনোয়াল মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এবার দলের ৬০ জন বিধায়কের মধ্যে ৪২ জনই হিমন্তের প্রতি তাঁদের আস্থা জানান।

তামিলনাড়ু

গত লোকসভা ভোটেই দেখা গিয়েছিল তামিলনাড়ুতে প্রায় মুছে গিয়েছে ক্ষমতাসীন এ ডি এম কে দলটি। জয়ললিতা-পরবর্তী জমানায় দলের বেহাল দশা প্রকট হয়ে গেল এবারের বিধানসভা নির্বাচনে। সাংগঠনিক দুর্বলতার পাশাপাশি দশ বছরের শাসনে তৈরি হওয়া মানুষের অসন্তোষও এরাপ্পাড়ি কে পলানিস্বামীর নেতৃত্বাধীন এ ডি এম কে দলের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। সেইসঙ্গে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বি জে পি-চালিত এন ডি এ জোটে তাদের শরিক হওয়াকেও অনুমোদন করেননি রাজ্যের জনগণ। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে জয়ললিতার মৃত্যুর পর অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত এ ডি এম কে-র যুযুধান দুই নেতা, ও পনিরসেলভম এবং এ কে পলানিস্বামী বি জে পি-র মধ্যস্থতাতেই ফের প্রকাশ্যে একজোট হন। যদিও দ্বন্দ্ব মেটেনি। এই অবস্থায় রাজ্যে নতুন শক্তি হিসেবে উত্থান ঘটল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম করুণানিধির পুত্র মুথুভেল করুণানিধি স্ট্যালিনের। তাঁর নেতৃত্বে ফের ক্ষমতার গদিতে বসল ডি এম কে।

ফলাফলে প্রকাশ, ২৩৪ আসনের বিধানসভায় ডি এম কে নেতৃত্বাধীন সেকুলার প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স পেয়েছে ১৫৯টি আসন এবং এ ডি এম কে-র নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোট পেয়েছে ৭৫টি আসন।

৭ মে রাজ্যের অষ্টম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন মুথুভেল করুণানিধি স্ট্যালিন। এদিন রাজভবনে রাজ্যপাল বনোয়ারিলাল পুরোহিত তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।

উল্লেখ্য, সাতের দশকে জরুরি অবস্থার সময় রাজনীতিতে প্রবেশ স্ট্যালিনের। যখন তিনি বছর কুড়ির যুবক। পরবর্তী কালে ছ'বারের বিধায়ক স্ট্যালিন চেন্নাইয়ের মেয়র, উপমুখ্যমন্ত্রী ইত্যাদি নানা পদ সামলেছেন।

গুজরাতে আছড়ে পড়ল টাউটে, মৃত ৪৬

কেরল, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, গোয়া এবং দমন ও দিউকে কাঁপিয়ে অবশেষে ১৭ মে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ গুজরাতের ভাবনগরের কাছে স্থলভূমিতে ১৮৫ কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়ল আরব সাগরের উপরে ঘনীভূত সামুদ্রিক ঝড় টাউটে। আগাম প্রস্তুতি সত্ত্বেও প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যু হল কমপক্ষে ৪৬ জনের।

এদিন 'অতি প্রবল' ঘূর্ণিঝড় টাউটে গুজরাতের স্থলভূমিতে পৌঁছনোর পর তিন ঘণ্টা লাগে সেটি দুর্বল হয়ে বিলীন হয়ে যেতে। সেই সময়ের মধ্যেই কার্যত লন্ডভন্ড হয়ে যায় গুজরাতের ১২টি জেলা। তার মধ্যে সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে সব চেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেখানে ১৩ জন মারা গিয়েছেন।

ঝড়ের প্রকোপে নোঙর ছিঁড়ে দিশাহীন ভেসে বেড়ানোর পরে ডুবে গিয়েছিল বোম্বে হাইয়ের তৈলকূপে তেল উত্তোলনে নিয়োজিত একটি বেসরকারি সংস্থার বার্জ 'পাপা ৩০৫'। ১৪৫ জনকে উদ্ধার করেন তটরক্ষীরা। বাকি ৭৫ জনকে নিয়ে তলিয়ে যায় বিশালকায় জলযানটি। তাঁদেরই ২২টি দেহ পরে ভেসে ওঠে।

প্রবল ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচাতে নিচু এলাকার গ্রামগুলি থেকে প্রায় দু'লক্ষ লোককে আগেই অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল প্রশাসন। উদ্ধারকাজের জন্য আগে থেকেই

মোতায়েন ছিল সেনা। তবে ঘূর্ণিঝড় স্থলভূমিতে ঢোকার আগেই বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনায় কর্নাটকের সমুদ্র তীরবর্তী জেলাগুলিতে ৮ জন, মহারাষ্ট্রের কোঙ্কণে ৬ জন এবং দিউয়ে ৪ জনের মৃত্যু হয়।

কার্যত দেশের পশ্চিম তটভূমির গোটাটাই লন্ডভন্ড হয়ে যায় টাউটের হামলায়। আকাশপথে গুজরাত ও দিউয়ের কিছু অংশে ক্ষয়ক্ষতি ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুজরাতের ক্ষয়ক্ষতির জন্য সে রাজ্যের সরকারকে প্রাথমিক ও তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসেবে হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেন তিনি। গুজরাত-সহ সব রাজ্যে টাউটের প্রকোপে মৃতদের পরিবারের জন্য ২ লক্ষ টাকা করে এককালীন সাহায্যের কথাও ঘোষণা করেন।

কোভিডে মৃত সুন্দরলাল বহুগুণা
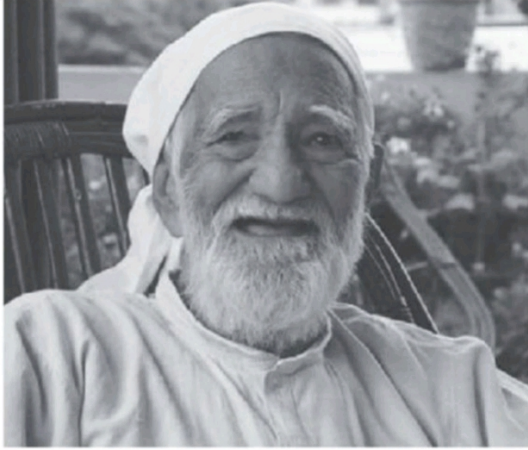
কোভিড কেড়ে নিল গান্ধীবাদী জননেতা ও পরিবেশ কর্মী সুন্দরলাল বহুগুণাকে। হৃষীকেশের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেসে (এইমস) ২১ মে দুপুর ১২টা বেজে ৫ মিনিটে প্রয়াত হন 'হিমালয়পুত্র'। তাঁর নেতৃত্বে 'চিপকো' আন্দোলন এ দেশে এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও পরিবেশ সচেতনতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।

৮ মে এইমস-এ ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। বিকেলে হৃষীকেশের পূর্ণানন্দ ঘাটে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সুন্দরলাল বহুগুণার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

তীর্থযাত্রা ও পর্যটন সুগম করার নামে হিমালয়ের স্পর্শকাতর পরিবেশকে ধ্বংসের দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে সর্বদা সরব ছিলেন বহুগুণা। কখনও গঙ্গা দূষণের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে, কখনও উত্তরাখণ্ডে ডিনামাইটে পাহাড় গুঁড়িয়ে রাস্তা তৈরির প্রতিবাদে, যত্রতত্র হোটেল গড়ে তোলার প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। তিনি ছিলেন এ দেশের প্রথম পরিবেশবাদী। তবে তাঁকে প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছিল চিপকো আন্দোলন।

১৯৭৪ সালে অলকানন্দার দুই ধারে কয়েকশো বছরের জঙ্গল কেটে ফেলার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গৌরা দেবীর নেতৃত্বে মহিলারা জোট বাঁধেন। তৎকালীন উত্তরপ্রদেশে সরকারের চোখরাঙানির মুখে সেই আন্দোলনের রাশ নিজের হাতে তুলে নেন সুন্দরলাল। ছড়িয়ে পড়ে 'চিপকো'-র ডাক। হিন্দি ভাষায় 'চিপকো' শব্দের অর্থ জড়িয়ে ধরা। প্রশাসনের লোক যখন গাছ কাটতে হাজির হয়, মহিলারা তখন গাছগুলিকে জাপটে ধরেন যাতে সেগুলির উপর অস্ত্র শানাতে না পারে তারা। ভারতের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে চিপকো-র কথা। দুনিয়া জুড়ে পরিবেশকর্মীরা সরব হয়ে ওঠেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮০ সালে ১৫ বছরের জন্য গাছ কাটার সিদ্ধান্ত রদ করে দেন। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৩ অবধি হিমালয় অঞ্চলে পায়ে হেঁটে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে চিপকো আন্দোলনের পক্ষে জনসমর্থন গড়ে তোলার কাজ করেন বহুগুণা।

পরবর্তী কালে ভাগীরথীর উপর তেহরি বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলনও আলোড়ন ফেলে। গাড়োয়ালের তেহরি জেলার যে-অখ্যাত গ্রামে তাঁর জন্ম, তেহরি বাঁধের জলাধার নির্মাণের ফলে সেটি মুছে যায়। আরও অনেক গ্রামেরও একই পরিণতি হয়েছিল। এরপরই গ্রামের মানুষ প্রতিরোধে নামেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন সুন্দরলাল। ১৯৯৫-এ প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিংহ রায়ের আমলে একটানা ৪৫ দিন এবং এইচ ডি দেবেগৌড়ার সময়ে রাজঘাটে ৭৪ দিন অনশন করেন তিনি। ২০০১ সালে তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়।

দীর্ঘ জীবনে সুন্দরলাল বহুগুণা বহু সম্মানে ভূষিত। পেয়েছেন পদ্মশ্রী (১৯৮১), রাইট লাইভলিহুড অ্যাওয়ার্ড (১৯৮৭), আই আই টি রুরকি-র সাম্মানিক ডক্টরেট (১৯৮৯), পদ্মবিভূষণ (২০০৯)।

শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্তব্য করেছেন, 'তাঁর মৃত্যু দেশের কাছে বিরাট ক্ষতি'।

নতুন সি বি আই প্রধান সুবোধকুমার জয়সওয়াল

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার শীর্ষ পদে বসতে চলেছেন সুবোধকুমার জয়সওয়াল। স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত ভাবমূর্তির জন্য পরিচিত সুবোধকুমার এর আগে 'র'-এ কাজ করেছেন। মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনারও ছিলেন।

২৫ মে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটি মহারাষ্ট্র ক্যাডারের আই পি এস সুবোধকুমার জয়সওয়ালকে সি বি আই ডিরেক্টর পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। জয়সওয়াল এখন সি আই এস এফ-এর ডি জি। প্রায় ন'বছর তিনি গুপ্তচর সংস্থা 'র' (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং)-এ কাজ করেছেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো)-তেও কাজ করেছেন। সেই সুবাদে গোয়েন্দা ও গুপ্তচর বাহিনীতে জনপ্রিয় এই অফিসার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালেরও আস্থাভাজন।

অতীতে মহারাষ্ট্রের ডি জি এবং মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনার ছিলেন সুবোধকুমার। তেলগি কেলেঙ্কারির তদন্তের জন্যও এক সময় খ্যাতি ছড়িয়েছিল তাঁর। মহারাষ্ট্র এ টি এসের প্রধান হিসেবেও বহু সন্ত্রাস দমন অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দেশের প্রধান বিচারপতি এন ভি রমণা এবং লোকসভার বিরোধী দলের নেতা অধীর চৌধুরীকে নিয়ে গঠিত কমিটি তিন জনের নাম বাছাই করেছিল। জয়সওয়াল ছাড়াও এই তালিকায় নাম ছিল এস এস বি-র প্রধান কুমার রাজেশ চন্দ্র এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিশেষ সচিব (অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা) ভি এস কে কৌমুদীর। তবে তিন জনের মধ্যে ১৯৮৫ ব্যাচের জয়সওয়ালই প্রবীণতম। তাই নিয়ম মোতাবেক তাঁর নামই বেছে নেওয়া হয়।

অ র্থ নী তি

বেকারত্বের হার চার মাসে সর্বোচ্চ

অতিমারির প্রথম ঢেউয়ের জেরে ভাঙা অর্থনীতিই এখনও পর্যন্ত সামাল দেওয়া যায়নি, তার মধ্যেই দ্বিতীয় ঢেউয়ে যথেষ্টই কোণঠাসা কাজের বাজার। একটি সমীক্ষার হিসেবে এপ্রিলে বেকারত্বের হার বিগত চার মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিভিন্ন রাজ্যে নতুন করে আর্থিক কর্মকাণ্ডে কড়াকড়ি আরোপিত হওয়ায় এখনই পরিস্থিতি শুধরোনোর আশাও কমছে।

৩ মে উপদেষ্টা সংস্থা সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সি এম আই ই)-র একটি সমীক্ষায় জানানো হয়েছে, এপ্রিলে বেকারত্বের হার পৌঁছে গিয়েছে চার মাসের সর্বোচ্চ অঙ্কে (৭.৯৭ শতাংশ)। শুধু তা-ই নয়, গত মাসে দেশে মার্চের তুলনায় কাজ হারিয়েছেন ৭৫ লক্ষ বেশি কর্মী। সারা দেশেই যখন বিভিন্ন রাজ্যে আংশিক লকডাউন করতে হচ্ছে, সেখানে আগামী কয়েক মাসে বেকারত্বের ছবিটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা দেখা জরুরি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ।

শহরে ইতিমধ্যেই এপ্রিলে বেকারত্বের হার ছুঁয়েছে ৯.৭৮ শতাংশ, গ্রামে ৭.১৩ শতাংশ। সি এম আই ই-র প্রধান মহেশ ব্যাসের মতে, এই অবস্থায় আগামী দিনগুলিতে চাকরির বাজার যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার সম্ভাবনা।

রেকর্ড উচ্চতায় পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি

এপ্রিলে পাইকারি বাজারের মূল্য সূচক আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বাড়ল ১০.৪৯ শতাংশ। এর আগে কখনও পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার এত উপরে ওঠেনি।

১৭ মে কেন্দ্রের প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, খাদ্যপণ্য, অশোধিত তেল এবং তৈরি পণ্যের দাম বৃদ্ধিই এর কারণ। সেইসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের হুঁশিয়ারি, দেশে যে ভাবে তেলের দাম বাড়ছে তাতে খাদ্যপণ্য এবং কল-কারখানায় তৈরি পণ্য আরও দামি হবে। এর জেরে আগামী দিনে মূল্যবৃদ্ধির হার আরও চড়তে পারে। যার চাপে খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধিও ফের বিপজ্জনক উচ্চতায় পৌঁছতে পারে।

তবে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যানে দাবি করা হয়েছে, গত বছরের এপ্রিলে পাইকারি মূল্যসূচক ছিল (-)১.৫৭ শতাংশ। ফলে নিচু ভিতের উপরে দাঁড়িয়ে তুলনা করার কারণে এবার এতখানি বেশি দেখাচ্ছে মূল্যবৃদ্ধির হার। এপ্রিলে খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধির হার কিছুটা কমে ৪.২৯ শতাংশ হয়েছে।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এদিনই স্টেট ব্যাঙ্কের একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, এই হার বিভ্রান্তিমূলক। জিনিসপত্রের দামের ঠিক ছবিটা উঠে আসেনি ওই পরিসংখ্যানে। আসলে পেট্রল-ডিজেল, চিকিৎসা সামগ্রী, অনলাইন পণ্য কেনার খরচ বিপুল বেড়েছে, যা এই হার দেখে বোঝা যাচ্ছে না। এগুলোই আগামী দিনে খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধিকে ঠেলে উপরে তুলবে। সমীক্ষা বলছে, জ্বালানি, চিকিৎসার মতো অত্যাবশ্যক পণ্যের খরচ এতটাই বেড়েছে যে, অত্যাবশ্যক পণ্য নয়, এমন জিনিসপত্রের খরচ বাঁচাচ্ছেন মানুষ। ফলে এক দিকে সেগুলির চাহিদা মার খাচ্ছে, অন্য দিকে খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হার কম দেখাচ্ছে। অর্থনীতির পক্ষে যা সুখকর নয়।

সূচকের উত্থানে নতুন রেকর্ড শেয়ার বাজারে

ভারতে দৈনিক করোনা সংক্রমণে হ্রাস, শিল্প-বাণিজ্য সংস্থাগুলির ভালো আর্থিক ফল, বিশ্ব অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত— মূলত এই তিনের প্রভাবে ফের চাঙ্গা হচ্ছে শেয়ার বাজার।

২৪ মে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে (বি এস ই) নথিভুক্ত সংস্থাগুলির বাজারে ছাড়া মোট শেয়ারের মূল্য ৩ লক্ষ কোটি ডলারের গণ্ডি পার করেছিল। ২৬ মে সেই অঙ্কই আরও বাড়ল। ২৪ মে লেনদেনের শেষে ভারতীয় মুদ্রায় ওই অঙ্ক ছিল ২,১৮,৯৪,২০২.৩০ কোটি টাকা। দু'দিনের ব্যবধানে সেটাই বেড়ে হয়েছে ২,১৯,৯৩,২৫৪.১৫ কোটি টাকা। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, গত ১৬ ডিসেম্বর মোট শেয়ার মূল্য ছিল ২.৫ লক্ষ কোটি ডলার।

উল্লেখ্য, এদিন সেনসেক্স ফের ৫১ হাজারের সীমা পার করেছে। বি এস ই-র দেওয়া তথ্য অনুসারে, ২০০২ সালের মার্চে ওই শেয়ার বাজারটিতে নথিভুক্ত সংস্থাগুলির মোট শেয়ার মূল্যের পরিমাণ ছিল ১২,৫০০ কোটি ডলার। তিন বছরের মধ্যে তা ৫০,০০০ কোটিতে পৌঁছয়। আবার ২.৫ লক্ষ কোটি ডলার থেকে তা ৩ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছতে

সময় নিয়েছে মাত্র ১৫৯টি লেনদেনের দিন।

বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা, ভারতীয় অর্থনীতির শ্লথ গতি শুরু হয়েছে বছর তিনেক আগেই। সেই সময়েও মাথা তুলছিল শেয়ার সূচক। কিন্তু তা হচ্ছিল মূলত বড় সংস্থাগুলির শেয়ারের উপর নির্ভর করে। ছোট-মাঝারি সংস্থাগুলির অবদান ছিল না। কিন্তু বছরখানেক ধরে ওই সংস্থাগুলির শেয়ারেও পুঁজি ঢালছেন লগ্নিকারীরা। সেই সঙ্গে বড় সংস্থাগুলি তো আছেই। সব মিলিয়েই বাড়ছে নথিভুক্ত সংস্থাগুলির শেয়ার-মূল্য।

৪০ বছরে প্রথম সঙ্কোচন জি ডি পি-র

করোনার ধাক্কায় যে অর্থনীতিতে ধস নামবে, সেই আশঙ্কা ছিলই। আশঙ্কা সত্যি করে গত অর্থবর্ষে (২০২০-২১) ভারতের জি ডি পি সঙ্কুচিত হয়েছে ৭.৩ শতাংশ। চার দশকে এই প্রথম দেশের অর্থনীতি এতখানি সঙ্কুচিত হল।

শেষবার অর্থনীতি ৫.২ শতাংশ সঙ্কুচিত হয়েছিল ১৯৭৯-৮০ সালে। তবে এই হার কেন্দ্রের ৮ শতাংশের পূর্বাভাসের চেয়ে কম।

৩১ মে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রক জানিয়েছে, কারখানার উৎপাদন কমেছে ৭.২ শতাংশ, ৮.৬ শতাংশ সঙ্কোচন হয়েছে নির্মাণ ক্ষেত্রেও।

করোনা অতিমারির মোকাবিলায় গত বছর ২৫ মার্চ শুরু হওয়া লকডাউনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আর্থিক কর্মকাণ্ড। যার জেরে ২০২০-২১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) জি ডি পি কমেছিল ২৪.৪ শতাংশ। তার পরের ত্রৈমাসিকে সঙ্কোচনের হার ছিল ৭.৪ শতাংশ। উৎসবের মরসুমে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়ে অক্টোবর-ডিসেম্বরে তা বেড়েছিল ০.৫ শতাংশ। এদিন কেন্দ্র জানিয়েছে, অর্থবর্ষের শেষ তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) অতিমারি পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হওয়ায় এবং কারখানার উৎপাদন, নির্মাণ ক্ষেত্র, বিক্রি আগের জায়গায় ফেরায় ১.৬ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। তার ফলেই যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, গোটা অর্থবর্ষের সঙ্কোচন তার তুলনায় কম। তবে ওই তিন মাসে বৃদ্ধির মুখ দেখেনি ব্যবসা, হোটেল, পরিবহণ।

তবে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, জানুয়ারি-মার্চে যে-বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড চালু হয়েছিল, তা ধাক্কা খেয়েছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে। ফলে ২০২১-২২ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে আবারও জি ডি পি সঙ্কোচনের আশঙ্কা ঘনিয়েছে। তাঁদের মতে, সংখ্যার হিসেবে হয়তো তা গত বছরের ২৪.৪ শতাংশের চেয়ে কম হবে বা খুব সামান্য বৃদ্ধিও হতে পারে। কিন্তু তাকে অর্থনীতির ছন্দে ফেরা বলা যাবে না। কারণ, পুরো হিসেবই হবে সেই সময়ে তলানিতে থাকা জি ডি পি-র সঙ্গে তুলনা করে।

প শ্চি ম ব ঙ্গ

তৃতীয় বার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

২ মে প্রকাশিত হল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভোটের ফলাফল। পরিবর্তন নয়, জনতা রায় দিল

প্রত্যাবর্তনের পক্ষেই। তৃতীয় বারের জন্য রাজ্যে ক্ষমতায় এল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে রাজ্যের প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে উঠে এল ভারতীয় জনতা পার্টিই। সি পি এম বা কংগ্রেস— কেউই বিধানসভায় নিজেদের কোনও প্রতিনিধিকে পাঠাতে পারল না।

নির্বাচনের ফলাফল অনুসারে, রাজ্য বিধানসভার ২৯১টি আসনের (৩টি আসনে পুনর্নির্বাচন হবে) মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ২১৩টি আসন, বি জে পি পেয়েছে ৭৭টি আসন। একটি আসন পেয়েছে সংযুক্ত মোর্চা। সি পি এম, কংগ্রেসের মতো মোর্চার বড় শরিকরা একটিও আসন না পেলেও নতুন দল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট ১টি আসন নিয়ে বিধানসভায় কোনওক্রমে তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম রাজ্যের আইনসভায় নেই কংগ্রেস কিংবা বামপন্থীদের কোনও প্রতিনিধি। পাশাপাশি, এবারের নির্বাচনের আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী হিসেবে পরাজয়। দক্ষিণ কলকাতায় নিজের অভ্যস্ত কেন্দ্র ভবানীপুর ছেড়ে এবার তিনি নন্দীগ্রাম থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। সামান্য ভোটের ব্যবধানে তিনি পরাজিত হন তাঁর দলেরই প্রাক্তন নেতা ও বি জে পি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে।

শতকরা হিসেবে তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট ৪৭.৯৪ শতাংশ, বি জে পি-র ৩৮.১৩ শতাংশ।

বস্তুত, এ বারের ভোট শুরু থেকেই ছিল উত্তেজনায় টানটান। আট দফার দীর্ঘ ভোটপর্ব চলাকালীন নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ, জগৎপ্রকাশ নড্ডা প্রমুখ বি জে পি-র শীর্ষ স্তরের নেতারা এ রাজ্যে একাধিক সভা ও রোড শো করেন। তাঁদের স্লোগান ছিল, কেন্দ্রের শাসক দল এ রাজ্যেও সরকার গড়লে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার হবে বাংলায়। তাতে বাংলা 'সোনার বাংলা' হয়ে উঠবে। প্রত্যেক সভাতেই চোখে পড়ার মতো ভিড় হয়। যা থেকে অনুমান করে বি জে পি-র শীর্ষনেতারা প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, দু'শোর বেশি আসন পেয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় আসছে কেন্দ্রের শাসক দল। অন্য দিকে তৃণমূল কংগ্রেস পালটা স্লোগান দেয়, 'খেলা হবে'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এবং ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর বলে দেন, তৃণমূল-ই দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে জিতবে। ভোট পর্বের শেষ দিনেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন ২০০ আসনের গণ্ডি পার

করবে তাঁর দল। ফলাফলে দেখা গেল, তাঁর দাবিই মিলেছে। মিলেছে অবশ্য বেশির ভাগ সংস্থার বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফলও।

নির্বাচনের ফল প্রকাশের সন্ধ্যায় দৃশ্যতই আপ্লুত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি বলেছিলাম ডবল সেঞ্চুরি করব। বাংলার জয় হয়েছে। বাংলা সারা ভারতকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।'

উল্লেখ্য, ২০১১ সালে বাম শাসনের অবসান ঘটানোর ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ১৮৫টি আসন। ২০১৬ সালের ভোটে বাম-কংগ্রেসের জোটকে হারিয়ে ২১১ আসনে জিতেছিল তৃণমূল। এবার সেই সংখ্যাও ছাড়িয়ে গিয়েছে শাসক দল।

অন্য দিকে, বি জে পি ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটে পেয়েছিল মাত্র ৩টি আসন। কিন্তু ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তারা পশ্চিমবঙ্গে ১৮টি আসন পেয়ে রাজ্য-রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। কারণ ১৮টি লোকসভা আসনের নিরিখে বি জে পি এগিয়ে ছিল ১২১টি বিধানসভা কেন্দ্রে। ভারতীয় জনতা পার্টির এই ফলাফল শাসক শিবিরেও ভাঙন ধরায়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বি জে পি-তে যোগ দেন একাধিক প্রভাবশালী নেতা। যদিও তাঁদের বেশির ভাগই নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন।

৫ মে তৃতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দশ বছর আগে প্রথম বার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ নিয়েছিলেন রাজভবনের লনে। দ্বিতীয় বার অনুষ্ঠান হয়েছিল রেড রোডে। কিন্তু এবার কোভিড পরিস্থিতির কারণে রাজভবনের থ্রোন রুমে হাতে-গোনা জনাকয়েক অতিথির উপস্থিতিতে সংক্ষিপ্ত এক অনুষ্ঠানে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। প্রথা ও নির্ঘণ্ট মেনে এদিন সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে শপথ নেন মুখ্যমন্ত্রী। শপথ গ্রহণের পর তিনি সরাসরি চলে আসেন রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ভবন নবান্নে। কলকাতা পুলিশের তরফে তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।

১০ মে শপথ নেন নতুন সরকারের মন্ত্রীরা। কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে রাজভবনে একই সঙ্গে শপথবাক্য পাঠ করেন তাঁরা। মাত্র ৬ মিনিটে শপথ নেন ৪৪ জন মন্ত্রী।

পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এবারে মন্ত্রিসভায় ২০ শতাংশ নতুন মুখ। সব অংশের প্রতিনিধিদের রেখেই এই মন্ত্রিসভা তৈরি করা হয়েছে।' মন্ত্রিসভায় মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ৪ সংখ্যালঘু, ৪ তফসিলি এবং ৪ তফসিলি জনজাতি প্রতিনিধি থাকার বিষয়টিকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এক নজরে মন্ত্রিসভা

পূর্ণমন্ত্রী

- **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়:** স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক, কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, ভূমি-ভূমি সংস্কার ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, তথ্য ও সংস্কৃতি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন
- **সুব্রত মুখোপাধ্যায়:** পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং শিল্প পুনর্গঠন
- **পার্থ চট্টোপাধ্যায়:** শিল্প, বাণিজ্য, বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি, পরিষদীয়
- **অমিত মিত্র:** অর্থ, পরিকল্পনা এবং পরিসংখ্যান
- **সাধন পাণ্ডে:** ক্রেতা সুরক্ষা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি
- **জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক:** বন, অপ্রচলিত ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি
- **বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা:** সুন্দরবন উন্নয়ন
- **মানস রঞ্জন ভুঁইয়া:** জলসম্পদ উন্নয়ন
- **সৌমেন কুমার মহাপাত্র:** সেচ ও জলপথ
- **মলয় ঘটক:** আইন ও পূর্ত
- **অরূপ বিশ্বাস:** বিদ্যুৎ, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ
- **উজ্জ্বল বিশ্বাস:** কারা
- **অরূপ রায়:** সমবায়
- **রথীন ঘোষ:** খাদ্য ও গণবণ্টন
- **ফিরহাদ হাকিম:** পরিবহণ ও আবাসন
- **চন্দ্রনাথ সিংহ:** ক্ষুদ্র-ছোট-মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র
- **শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়:** কৃষি
- **ব্রাত্য বসু:** স্কুলশিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা
- **পুলক রায়:** জনস্বাস্থ্য
- **শশী পাঁজা:** নারী এবং শিশু উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ
- **মহম্মদ গোলাম রব্বানি:** সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা
- **বিপ্লব মিত্র:** কৃষি বিপণন
- **জাভেদ আহমেদ খান:** বিপর্যয় মোকাবিলা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা
- **স্বপন দেবনাথ:** প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন
- **সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী:** গণশিক্ষা ও গ্রন্থাগার

স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী

- **বেচারাম মান্না:** শ্রম
- **সুব্রত সাহা:** খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যান পালন
- **হুমায়ুন কবীর:** কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মদক্ষতা উন্নয়ন
- **অখিল গিরি:** মৎস্য
- **চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য:** পুর ও নগরোন্নয়ন
- **রত্না দে নাগ:** পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জৈব প্রযুক্তি
- **সন্ধ্যারানি টুডু:** পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন
- **বুলুচিক বরাইক:** অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন
- **সুজিত বসু:** দমকল
- **ইন্দ্রনীল সেন:** পর্যটন

প্রতিমন্ত্রী

- **দিলীপ মণ্ডল:** পরিবহণ
- **আখরুজ্জামান:** বিদ্যুৎ
- **শিউলি সাহা:** পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন
- **শ্রীকান্ত মাহাতো:** ক্ষুদ্র-ছোট-মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র
- **সাবিনা ইয়াসমিন:** সেচ, জলপথ পরিবহণ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন
- **বীরবাহা হাঁসদা:** বন
- **জ্যোৎস্না মাণ্ডি:** খাদ্য ও গণবণ্টন
- **পরেশচন্দ্র অধিকারী:** স্কুলশিক্ষা
- **মনোজ তিওয়ারি:** ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ

রাজ্যে আংশিক লকডাউন

সরাসরি লকডাউনের কথা না বলেও কার্যত লকডাউনের পথেই হাঁটল রাজ্য সরকার। ১৬ মে ভোর ছ'টা থেকে ৩০ মে পর্যন্ত স্বাভাবিক জনজীবনের উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর থাকবে বলে জানাল প্রশাসন।

গত বছর আনুষ্ঠানিক লকডাউনে যেসব গতিবিধিতে নিয়ন্ত্রণ ছিল, এবারও প্রায় তেমনই নিয়ন্ত্রণ-বিধি কার্যকর করা হচ্ছে। এই নিয়ন্ত্রণ-বিধি অমান্য করলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিপর্যয় মোকাবিলা আইন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় আইনত পদক্ষেপ করতে পারে প্রশাসন। ১৫ মে রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'যাতে সব মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে, প্রাণহানি এবং সংক্রমণ কমে, সে সব বিবেচনার পরে রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

রাজ্যে কোভিডে দৈনিক সংক্রমণ ২০ হাজার পেরিয়ে গিয়েছে, মৃতের সংখ্যা বাড়ছে, হাসপাতালে বেড বাড়ন্ত, অক্সিজেনের চাহিদা ছাপিয়ে যাচ্ছে জোগানকে— এই অবস্থায় জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছিল, এখনই কড়া পদক্ষেপ করা না হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। কার্যত সেই পরামর্শ মেনেই ১৫ মে রাজ্য সরকার জানায়, রাজ্যের মধ্যে বাস, ট্রেন, মেট্রো, ফেরি পরিষেবা বন্ধ থাকবে। জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্যই কেবল বেসরকারি গাড়ি, ট্যাক্সি, অটো, রিকশা চালু থাকবে। বিমানবন্দর ও রেল স্টেশনে যাতায়াত করা ব্যক্তিদের কাছে বৈধ টিকিট বা অন্য কোনও নথি থাকলে তবেই তাঁদের ছাড় দেওয়া হবে। শুধুমাত্র সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত আনাজের বাজার, ফল, দুধ, রুটি, মাংস, ডিমের দোকান, মুদিখানা ইত্যাদি খোলা থাকবে। স্কুল, কলেজ, পলিটেকনিক, আই আই টি, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং অন্য সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। বন্ধ থাকবে সব সরকারি এবং বেসরকারি অফিস এবং প্রতিষ্ঠানও। তবে, জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কার্যালয়গুলি এর আওতার বাইরে থাকবে। ওষুধ এবং চশমার দোকান নির্ধারিত সময় অনুযায়ী খোলা থাকবে। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, ধর্মীয় সব ধরনের জমায়েত এ ক'দিন বন্ধ। চা-বাগানে প্রতি শিফটে ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে কাজ করা যাবে। চটকলেও প্রতি শিফটে ৩০ শতাংশ কাজ করবেন। সব পণ্যের অনলাইন এবং হোম ডেলিভারি চালু থাকবে।

ইয়াসের তাণ্ডবে তছনছ উপকূলবর্তী অঞ্চল

এক বছর আগের আমপানের স্মৃতি উসকে দিয়ে ২৬ মে রাজ্যে আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় ইয়াস। কিন্তু কলকাতা থেকে প্রায় ২২০ কিলোমিটার দূরে আছড়ে পড়ায় বাংলায় তার প্রভাব আমপানের থেকে অনেক কম পড়েছে। প্রবল জলোচ্ছ্বাস, ঝড় ও বৃষ্টির ত্রিফলায় বিদ্ধ পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনার উপকূলবর্তী বহু এলাকা।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ইয়াস অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় হিসেবে ওড়িশার বালেশ্বর থেকে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে আছড়ে পড়ে। সর্বোচ্চ গতি ('গ্যাস্টিং' অর্থাৎ যে-সর্বোচ্চ

গতির স্থায়িত্ব স্বল্প সময়ের) ছিল ঘণ্টায় ১৫৫ কিলোমিটার। সঙ্গে ছিল অতিপ্রবল বৃষ্টি। প্রায় তিন ঘণ্টা তাণ্ডব চালিয়ে ক্রমশ ঝাড়খণ্ডের দিকে সরে যায় ঘূর্ণিঝড়টি। স্থলভূমিতে প্রবেশের পরেই সেটির শক্তি ক্ষয় হতে শুরু করে।

এদ্দিন ভোর ৫টা থেকে বেলা ১১-১২টা পর্যন্ত জেলায় প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ের দাপট চলে। জোয়ার এবং পূর্ণিমার কটালের সময় ঝড় বিধ্বংসী রূপ নেয়। পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী এলাকায় ঝড়বৃষ্টিতে যত না ক্ষতি হয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে। জোয়ারের সূচনা থেকেই সমুদ্রে প্রবল জলোচ্ছ্বাস শুরু হয়। সমুদ্রের বাঁধ এবং নদীবাঁধ টপকে জল ঢুকে পড়ে বহু গ্রামে। মন্দারমণির কালিন্দী গ্রামে মাছের ভেড়িতে কর্মরত এক প্রৌঢ় জলের স্রোতে পড়ে মারা যান। ভরা কটাল চলাকালীন ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ৭-১৪ ফুট পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাসের সাক্ষী থেকেছে দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর।

তছনছ হয়ে গিয়েছে দিঘা। ভেঙেছে মেরিন ড্রাইভ রোড। অমরাবতী পার্ক, মেরিন অ্যাকোয়ারিয়াম, থানাতেও কোমর-সমান জল জমে। মন্দারমণিতে ভেঙে পড়ে বহু হোটেল। হলদিয়া বন্দরের কাজ বন্ধ ছিল। বন্দরে জলস্তরের উচ্চতা বেড়ে হয় ৮.২ মিটার। হলদিয়ায় হুগলি নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় কুকড়াহাটি। একই অবস্থা হয় তাজপুরের জলধা গ্রামেরও।

সাগরে কপিলমুনির আশ্রম ডুবে যায় জলে। ফ্রেজারগঞ্জ এলাকায় ভেসে যায় সমুদ্রের ধারের দোকানপাট। কাকদ্বীপে মুড়িগঙ্গার নদীর বাঁধ, তমলুকে রূপনারায়ণ নদের বাঁধ, মৌসুনি দ্বীপ অঞ্চলে অধিকাংশ বাঁধ ভাঙে। বস্তুত, সমুদ্রের জলে ভেসে যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর, কাকদ্বীপ, বকখালি, জি-প্লট, মথুরাপুর, গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং, কুলপি-সহ সুন্দরবন অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং ডায়মন্ড হারবার। উত্তর ২৪ পরগনায় সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ এবং মিনাখাঁ ব্লক।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, দুর্যোগে কৃষি, ঘরবাড়ির বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হলেও বড় সংখ্যায় প্রাণনাশ ঠেকানো গিয়েছে। তাঁর কথায়, 'ইয়াসের জেরে এক কোটি মানুষ প্রভাবিত। তিন লক্ষের মতো বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। ১৫,০৪,৫০৬ জনকে নিরাপদ জায়গায় সরানো হয়েছে। ১৪ হাজার ত্রাণ শিবির চলছে। ১৩৪টি বাঁধ ভেঙেছে। চাল, ১০ লক্ষ ত্রিপল, পোশাক, ১০ কোটি টাকার ত্রাণ পাঠানো হয়েছে। চাযের জমিতে নোনা জল ঢুকে ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। ক্ষতি হয়েছে মৎস্য, উদ্যানপালন, প্রাণিসম্পদেরও। দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়ার এক অংশে প্রবল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।'

নারদ-কাণ্ডে গ্রেপ্তার চার হেভিওয়েট, পরে জামিন

নারদ-কাণ্ডে ১৭ মে রাজ্যের দুই মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র এবং কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করল সি বি আই। তার পর চার জনকেই আলাদা ভাবে নিয়ে যাওয়া হয় নিজাম প্যালেসে সি বি আই দপ্তরে। সন্ধ্যায় সকলেই জামিনে মুক্তি পান। রাতে জামিনের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। পরবর্তী কালে গৃহবন্দিত্বের নির্দেশ দেওয়া হয়। নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী রইল রাজ্য।

১৭ মে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে সি বি আইয়ের চারটি আলাদা দল সংশ্লিষ্ট চার জনের বাড়িতে পৌঁছয়। তাঁদেরকে নিজাম প্যালেসে সি বি আইয়ের দপ্তরে নিয়ে এসে গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় সই করানো হয়। সি বি আই তাদের বিবৃতিতে জানায়, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১৭-র ১৬ এপ্রিল নারদ কেলেঙ্কারির মামলা দায়ের করা হয়। এই স্টিং অপারেশনে জনপ্রতিনিধিরা 'ঘুষ' নিতে গিয়ে ক্যামেরায় ধরা পড়ে যান। তদন্ত শেষ হওয়ার পর চার্জশিট পেশ করে আইনি প্রক্রিয়া শুরুর জন্য অনুমোদন বা 'প্রসিকিউশন স্যাংশন' চাওয়া হয়। গত ৭ মে

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল চার জনের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার অনুমোদন দেন।

এদিকে, নেতাদের গ্রেপ্তারির খবর ছড়িয়ে পড়তে নিজাম প্যালেসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তৃণমূল সমর্থকরা। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে যান নিজাম প্যালেসে। সি*বি আইয়ের ডি আই জি অখিলেশ সিংহের ঘরে যান তিনি, দাবি করেন, তাঁকেও গ্রেপ্তার করতে হবে। চাপে পড়ে যান সি বি আই কর্তারা। ধৃত নেতাদের আদালতে পেশ করে ভার্চুয়াল শুনানি শেষ না-হওয়া পর্যন্ত, একটানা প্রায় ৬ ঘণ্টা নিজাম প্যালেসেই ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সন্ধ্যায় নিম্ন আদালতের বিচারক অনুপম মুখোপাধ্যায় ধৃতদের বয়স, শারীরিক অবস্থা ও কোভিড পরিস্থিতি বিচার করে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকার বন্ডে জামিন দেন।

কিন্তু রাত আরও গড়াতেই গোটা ঘটনায় নাটকীয় মোড় আসে। দিল্লি থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে কলকাতা হাইকোর্টে, নিম্ন আদালতের জামিনের সিদ্ধান্ত বাতিল করার আর্জি জানায় সি বি আই। রাত ১০টা ৪০ নাগাদ সি বি আইয়ের আবেদন গ্রহণ করেন কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দল। নিম্ন আদালতের জামিনের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়ে চার নেতাকে দু'দিনের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন তিনি। রাতেই চার জনকে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

শেষ পর্যন্ত ২১ মে জেল থেকে মুক্তি পান রাজ্যের চার হেভিওয়েট নেতা। কিন্তু তাঁদের গৃহবন্দি থাকার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। যদিও এই রায় নিয়ে বেঞ্চের দুই বিচারপতির মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় চার অভিযুক্তকে জামিন দেওয়ার পক্ষে মত দেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ, অভিযুক্তেরা বয়স্ক, তদুপরি তাঁদের কেউ মন্ত্রী, কেউ বিধায়ক, কেউ প্রাক্তন মেয়র। জামিনে ছাড়া পেলে তাঁদের পালানোর আশঙ্কা নেই। অভিযুক্তরা মুক্তি পেলে প্রমাণ নষ্ট করতে পারেন বলে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা যে-আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন সে বিষয়ে তাঁর যুক্তি, নারদ-কাণ্ড ২০১৪ সালের ব্যাপার। প্রমাণ লোপাট করার থাকলে এত দিনে অভিযুক্তেরা তা করে ফেলতেন। অভিযুক্তেরা যে তদন্তে সহযোগিতা করেছেন, তদন্তকারী সংস্থাও তা অস্বীকার করেনি।

অন্য দিকে, কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দল যুক্তি দেন, জন-উন্মত্ততার জেরে তদন্তকারী সংস্থা তদন্তের কাজে বাধা পেলে বিচারে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। তবে অভিযুক্তদের অসুস্থতা ও বয়স বিচার করে তিনি জেলের বদলে তাঁদের গৃহে বন্দি রাখার পক্ষপাতী বলে জানান।

দুই বিচারপতির মতপার্থক্যের ফলে এদিনই পাঁচ সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ গঠন করে হাইকোর্ট। সদস্যরা হলেন— ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দল, বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি হরিশ টন্ডন, বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৮ মে পাঁচ বিচারপতির বৃহত্তর বেঞ্চ চার নেতা-মন্ত্রীর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করে। অবশ্য কিছু শর্তও আরোপ করে আদালত, যার অন্যতম হল, নারদ মামলা নিয়ে ওই চার জন প্রকাশ্যে বা সংবাদমাধ্যমে কোনও মতামত বা বক্তব্য রাখতে পারবেন না। তবে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা, সি বি আইয়ের কাজে বাধাদান এবং নিম্ন আদালতকে প্রভাবিত করার অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার অন্য অংশটি এখনও পাঁচ সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারাধীন। সেই মামলার রায়ের উপর এই অন্তর্বর্তী জামিন নির্ভর করছে বলেও এদিন জানিয়ে দিয়েছে হাই কোর্ট।

এদিন শুনানির শুরুতেই ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দল জানান, আদালত চার জনকেই অন্তর্বর্তী জামিন দিতে রাজি। বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, ২০১৭ সালে তদন্ত শুরু হয়েছে। সাধারণত, তদন্তের স্বার্থেই গ্রেপ্তার করা হয়। তাহলে এখন গ্রেপ্তার কেন? অতিমারি পরিস্থিতিতে জনস্বার্থে কাজ করার সময় ধৃতদের গৃহবন্দি করে রাখা হবে কেন?

এক নজরে নারদা-কাণ্ড

● **২০১৪:** লোকসভা ভোটের ঠিক আগে তিন মাস ধরে (ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল) 'স্টিং অপারেশন' করেন ছদ্মবেশী সাংবাদিক ম্যাথু স্যামুয়েল।

● **২০১৬:** রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে ১৩ মার্চ নারদ-এর ওয়েবসাইটে প্রথম সম্প্রচারিত হয় 'ঘুষ হিসেবে' বিভিন্ন প্রভাবশালী নেতা-মন্ত্রীর টাকা নেওয়ার ভিডিও।

● **২০১৭:** একটি জনস্বার্থ মামলার সূত্রে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিশিথা মাত্রের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে তদন্ত শুরু করে সি বি আই ও ই ডি।

● **২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯:** নারদ-কাণ্ডে পুলিশকর্তা এস এম এইচ মির্জাকে গ্রেপ্তার করে সি বি আই। ৬৫ দিন পরে জামিন মঞ্জুর হয় তাঁর।

● **১৭ মে, ২০২১:** নারদ-তদন্তের সূত্রে দুই মন্ত্রী, এক বিধায়ক এবং কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র সি বি আইয়ের হাতে গ্রেপ্তার।

খে লা ধু লো

করোনায় স্থগিত আই পি এল

অবশেষে কোভিডের কাছে মাথা নত করতেই হল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে। তাদের তৈরি করা বিলাসবহুল, অত্যাধুনিক জৈব সুরক্ষিত বলয় ভেদ করে থাবা বসাল করোনা। মোট ১৯ জন ক্রিকেটার আক্রান্ত। আর তার জেরেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ।

দেশজুড়ে করোনা পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতির মধ্যেও কেন আই পি এল চলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল নানা মহলে। যে-ছ'টি শহরে খেলা হচ্ছিল, সেই মুম্বই, দিল্লি, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, কলকাতা এবং আহমেদাবাদে কোভিড পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর রূপ নেয় দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়। মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি, হাসপাতালে জায়গা নেই, অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যুর মতো ভুরি ভুরি ঘটনা। এই পরিস্থিতিতে যাবতীয় সমালোচনা সত্ত্বেও বোর্ড শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছে আই পি এল চালিয়ে যাওয়ার। শুধুমাত্র মুম্বইয়ের বাকি আই পি এল ম্যাচগুলি অন্যত্র স্থানান্তরিত করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখছিলেন কর্তৃপক্ষ।

তারই মধ্যে প্রথমে কলকাতা, তার পর চেন্নাই, ক্রমশ দিল্লি ও হায়দরাবাদের দলের ক্রিকেটাররা আক্রান্ত হতে থাকেন করোনায়। একের পর এক ১৯ ক্রিকেটার। এঁদের মধ্যে অন্যতম ঋদ্ধিমান সাহা, অমিত মিশ্র, লক্ষ্মীপতি বালাজি, বরুণ চক্রবর্তী, নীতীশ রানা, অক্ষর পটেল, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ট্যালেন্ট স্কাউট কিরণ মোরে, চেন্নাই সুপার কিংসের কোচ মাইকেল হাসি। ৩ মে কলকাতা নাইট রাইডার্সের দুই ক্রিকেটার বরুণ চক্রবর্তী এবং সন্দীপ ওয়ারিয়রের কোভিড আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

এরপর খেলা বন্ধ রাখা ছাড়া উপায় ছিল না বোর্ডের। ৪ মে আই পি এল অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

সেরি আ জিতল ইন্টার মিলান

ইতালির সেরা ফুটবল প্রতিযোগিতা সেরি আ জিতল ইন্টার মিলান। এই নিয়ে ১৯ বার এই খেতাব জিতল তারা। ২০১০-১১ সালে শেষ বার সেরি আ লিগ জিতেছিল ইন্টার মিলান। তার পর থেকে টানা ন'বার এই খেতাব নিজেদের দখলে রেখেছিল জুভেন্তাস।

২৩ মে প্রতিযোগিতার শেষে লিগ টেবিলে প্রথম চারে রয়েছে যথাক্রমে ইন্টার মিলান, মিলান, আটলান্টা ও জুভেন্তাস। আগামী চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সরাসরি গ্রুপ পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে এই চার ক্লাব।

৩৮ ম্যাচ খেলে ইন্টার মিলান ৯১ পয়েন্ট (জয় ২৮টিতে, হার ৩টিতে, ড্র ৭টিতে) নিয়ে শীর্ষস্থানে শেষ করে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মিলান সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে সংগ্রহ করেছে ৭৯ পয়েন্ট (জয় ২৪টিতে, হার ৭টিতে, ড্র ৭টিতে)। সমসংখ্যক ম্যাচে ৭৮ পয়েন্ট নিয়ে গোলপার্থক্যের বিচারে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে আটলান্টা ও জুভেন্তাস (জয় ২৩টিতে, হার ৬টিতে, ড্র ৯টিতে)।

২৯টি গোল করে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পাশাপাশি, ১৩১টি ম্যাচ খেলে গোলের সেঞ্চুরি করে নজির গড়লেন রোনাল্ডো, যা জুভেন্তাসে দ্রুততম। এখানেই শেষ নয়। একমাত্র ফুটবলার হিসেবে তিনটি আলাদা ক্লাব (ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ ও জুভেন্তাস) ও জাতীয় দলের হয়ে খেলে শততম গোলের মালিকও হলেন 'সি আর সেভেন'।

ই পি এল জিতল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জিতল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। এই নিয়ে সপ্তম বার এই খেতাব ঘরে তুলল দলটি।

২৩ মে প্রতিযোগিতার শেষে দেখা যায়, লিগ টেবিলে প্রথম চারে রয়েছে যথাক্রমে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, লিভারপুল ও চেলসি। আগামী চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সরাসরি গ্রুপ পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে এই

চার ক্লাব। স্বপ্নভঙ্গ হল লেস্টার সিটি (পঞ্চম স্থান) ও আর্সেনালের (অষ্টম স্থান)। ২৫ বছর পর এই প্রথম ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার বাইরে থাকবে তারা।

৩৮ ম্যাচ খেলে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৮৬ পয়েন্ট (জয় ২৭টিতে, হার ৬টিতে, ড্র ৫টিতে) নিয়ে শীর্ষস্থানে শেষ করে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে সংগ্রহ করেছে ৭৪ পয়েন্ট (জয় ২১টিতে, হার ৬টিতে, ড্র ১১টিতে)। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ৬৯ পয়েন্ট ও ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে প্রতিযোগিতার তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে লিভারপুল (জয় ২০টিতে, হার ৯টিতে, ড্র ৯টিতে) ও চেলসি (জয় ১৯টিতে, হার ৯টিতে, ড্র ১০টিতে)। ২৩টি গোল করে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন টটেনহ্যাম হটস্পারের হ্যারি কেন।

লা লিগা জয় আতলেটিকো মাদ্রিদের

স্পেনের লা লিগা ফুটবল প্রতিযোগিতা জিতল আতলেটিকো দে মাদ্রিদ। ২৩ মে প্রতিযোগিতার শেষে লিগ টেবিলে প্রথম চারে রয়েছে যথাক্রমে আতলেটিকো দে মাদ্রিদ, রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা ও সেভিয়া। আগামী চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সরাসরি গ্রুপ পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে এই চার ক্লাব।

৩৮ ম্যাচ খেলে আতলেটিকো মাদ্রিদ ৮৬ পয়েন্ট (জয় ২৬টিতে, হার ৪টিতে, ড্র ৮টিতে) নিয়ে শীর্ষ স্থানে শেষ করে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদ সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে সংগ্রহ করেছে ৮৪ পয়েন্ট (জয় ২৫টিতে, হার ৪টিতে, ড্র ৯টিতে)। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ৭৯ পয়েন্ট ও ৭৭ পয়েন্ট নিয়ে প্রতিযোগিতার তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে বার্সেলোনা (জয় ২৪টিতে, হার ৭টিতে, ড্র ৭টিতে) ও সেভিয়া (জয় ২৪টিতে, হার ৯টিতে, ড্র ৫টিতে)। ৩০টি গোল করে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন বার্সেলোনার লিওনেল মেসি।

টানা ন'বার বুন্দেশলিগা জয় বায়ার্নের

উপর্যুপরি টানা ন'বার জার্মানির বুন্দেশলিগা ফুটবল প্রতিযোগিতা জিতল বায়ার্ন মিউনিখ। ২০১২-১৩ সাল থেকে টানা এই লিগ তাদের দখলে। ২২ মে প্রতিযোগিতার শেষে লিগ টেবিলে প্রথম চারে রয়েছে যথাক্রমে বায়ার্ন মিউনিখ, আর বি লাইপজিগ, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ও ভি এফ এল উল্ফসবার্গ। আগামী চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সরাসরি গ্রুপ পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে এই চার ক্লাব।

৩৪ ম্যাচ খেলে বায়ার্ন মিউনিখ ৭৮ পয়েন্ট (জয় ২৪টিতে, হার ৪টিতে, ড্র ৬টিতে) নিয়ে শীর্ষ স্থানে শেষ করে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা লাইপজিগ সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে সংগ্রহ করেছে ৬৫ পয়েন্ট (জয় ১৯টিতে, হার ৭টিতে, ড্র ৮টিতে)। সমসংখ্যক ম্যাচে ৬৪ পয়েন্ট ও ৬১ পয়েন্ট নিয়ে

প্রতিযোগিতার তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড (জয় ২০টিতে, হার ১০টিতে, ড্র ৪টিতে) ও উল্ফসবার্গ (জয় ১৭টিতে, হার ৭টিতে, ড্র ১০টিতে)।

৪১টি গোল করে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন রবার্ট লেয়নডস্কি। পাশাপাশি তিনি ৪৯ বছর আগে গড়া গার্ড মুলারের এক মরসুমে করা ৪০ গোলের নজিরও ভেঙে দিয়েছেন। ১৯৭১-৭২ মরসুমে ৪০টি গোল করেছিলেন কিংবদন্তি গার্ড মুলার। ২২ মে এফ সি আউসবার্গের বিরুদ্ধে ম্যাচের ৯০ মিনিটে গোল করে মুলারকে অতিক্রম করে নয়া নজির গড়েন লেয়নডস্কি। ১৬ মাস পরে প্রথম বার স্টেডিয়ামে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া আড়াইশো জন দর্শক সাক্ষী থাকলেন এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতল চেলসি

২০১২ সালের পর দ্বিতীয় বার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স জিতল চেলসি। লিভারপুল (৬টি), ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড (৩টি) ও নটিংহ্যাম ফরেস্টের (২টি) পর চেলসি চতুর্থ ইংলিশ টিম হিসেবে একাধিক বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতল। ২৯ মে প্রতিযোগিতার ফাইনালে ১-০ গোলে চেলসি হারাল ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে।

ম্যাচের ৪২ মিনিটের মাথায় কাই হ্যাভার্ৎজের গোলে চেলসি এগিয়ে যায়। ম্যাঞ্চেস্টার সিটি আর সেই গোল শোধ করতে পারেনি। মাত্র ২১ বছর ৩৫২ দিন বয়সি হ্যাভার্ৎজ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে গোল করার ক্ষেত্রে তৃতীয় কনিষ্ঠতম।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে অবশেষে যন্ত্রণা ভুললেন চেলসি ম্যানেজার টোমাস টুহল। কিন্তু ম্যাঞ্চেস্টার সিটি-কে প্রথম বার ইউরো সেরা করার আশা পূরণ হল না পেপ গুয়ার্দিওলার। গত মরসুমে প্যারিস সাঁ জারমাঁ-কে ফাইনালে তুলেও খেতাব অধরা থেকে গিয়েছিল টুহলের কাছে। পর্তুগালের লিসবনে বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে হেরেছিলেন তিনি। এবার তাঁর নিখুঁত রণনীতির দৌলতে যোগ্য দল হিসেবেই ইউরোপ সেরার মুকুট দখল করল চেলসি।

খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার সুশীল কুমার

খুনের অভিযোগে প্রায় তিন সপ্তাহ গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর ২২ মে গ্রেপ্তার হলেন ভারতের বিশিষ্ট কুস্তিগির সুশীল কুমার। এদিন দিল্লি পুলিশের

একটি বিশেষ দল পাঞ্জাব থেকে গ্রেপ্তার করে সুশীল ও তাঁর এক সঙ্গীকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, মোবাইলে সুশীল কথা বলার সময় তাঁর অবস্থান চিহ্নিত করে ফেলা হয়। তার পরে পাঞ্জাবের ভাতিন্দা জেলা থেকে সঙ্গী সমেত গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। দিল্লি পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ (খুন), ৩৬৫ (অপহরণ) ধারা-সহ অস্ত্র আইন, ফৌজদারি ষড়যন্ত্র, অতিমারির সময় নিয়মভঙ্গের মতো বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করেছে সুশীল ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে।

সুশীলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, গত ৪ মে রাতে দিল্লির ছত্রশাল স্টেডিয়ামে ২৩ বছরের তরুণ কুস্তিগির সাগর ধনখড়কে খুনের ঘটনায় প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। দিল্লি পুলিশের কনস্টেবলের পুত্র সাগর তাঁর তিন বন্ধুকে নিয়ে থাকছিলেন মডেল টাউন এলাকায় সুশীলের স্ত্রীর নামে কেনা ফ্ল্যাটে। এপ্রিল মাসে তিনি ভাড়া দিতে পারেননি বলে জানা যাচ্ছে। ৪ মে রাতে সেখান থেকে তাঁদের তুলে নিয়ে এসে ছত্রশাল স্টেডিয়ামে মারধর করা হয়, যে-ঘটনায় দলবল নিয়ে সুশীল পুরোভাগে ছিলেন বলে অভিযোগ।

বেজিং ও লন্ডন অলিম্পিক্সে পর পর দু'বার কুস্তিতে ব্রোঞ্জ ও রুপো জিতেছিলেন সুশীল কুমার। ২০২১ সালে লন্ডন অলিম্পিক্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকা বহনের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। গ্রেপ্তার হওয়ার পর এদিন আদালত তাঁকে ছ'দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

করোনায় প্রয়াত সোনাজয়ী রবিন্দর সিংহ

করোনা ভাইরাস কেড়ে নিল ১৯৮০ সালে মস্কো অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী ভারতীয় হকি দলের সদস্য রবিন্দর পাল সিংহকে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

গত ২৪ এপ্রিল মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর প্রাক্তন এই জাতীয় খেলোয়াড়কে ভর্তি করা হয়েছিল লখনউয়ের হাসপাতালে। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, করোনা সংক্রমণ থেকে সেরে উঠেছিলেন রবিন্দর। তাঁকে কোভিড ওয়ার্ড থেকে স্থানান্তরিতও করা হয়েছিল। রিপোর্টও নেগেটিভ আসে। কিন্তু ফের তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। ৮ মে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

উত্তরপ্রদেশের সীতাপুরে জন্ম ও বেড়ে ওঠা রবিন্দর পাল সিংহের। জাতীয় দলে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত দাপটের সঙ্গে খেলেছেন। ভারতের হয়ে দু'টি অলিম্পিক্স (মস্কো এবং ১৯৮৪ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস) ছাড়াও করাচিতে ১৯৮০ ও ১৯৮৩ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, ১৯৮৩ সালে হংকংয়ে দশ দেশীয় সিলভার জুবিলি কাপ, ১৯৮২ সালে মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ এবং একই বছর করাচিতে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে জাতীয় দলের হয়ে খেলেছিলেন তিনি। ১৯৭৯ সালে জুনিয়র বিশ্বকাপেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। এদিন তাঁর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করা হয় হকি ইন্ডিয়ার তরফে।

বি জ্ঞা ন

মঙ্গলে উড়ল হেলিকপ্টার
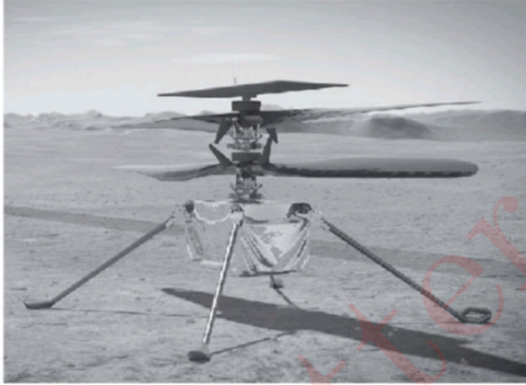
মঙ্গলগ্রহে এবার উড়ল হেলিকপ্টার। মঙ্গলের মাটিতে বসেই তার শব্দ রেকর্ড করে ও ভিডিও তুলে পাঠাল নাসার রোভার 'পার্সিভিয়ার‍্যান্স'। পৃথিবীতে বসে প্রতিবেশী গ্রহে হেলিকপ্টার 'ইনজেনুইটি'-র ডানা ঘোরার শব্দ শুনলেন নাসার বিজ্ঞানীরা।

চাঁদে বাতাস নেই। সেখানে ওড়া বা শব্দ সৃষ্টি সম্ভব নয়। কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে অনেক অল্প হলেও লাল গ্রহে বাতাস আছে। তাতে ভর করেই উড়তে পেরেছে 'ইনজেনুইটি'। আর সেই বাতাসে ভেসেই তার ডানার শব্দ পৌঁছেছে ৮০ মিটার দূরের রোভারে, তার সুপারক্যাম-এ।

তিন মিনিটের এই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দূরে পর্দার ডান দিকে 'ইনজেনুইটি' খাড়া উঠে গেল বেশ খানিকটা। তার পরে সেই উচ্চতায় থেকেই, বাঁদিকে উড়ে এসে ফের ডান দিকের সেই কোনায় খাড়া নেমে এল মাটিতে। এটি ছিল তার চতুর্থ উড়ান। উড়েছে মোট ২৬২ মিটার।

মঙ্গলের বাতাস পৃথিবীর বাতাসের তুলনায় ১ শতাংশ ঘন। ফলে মাত্র ১.৮ কেজি ওজনের হেলিকপ্টারটিকে ওড়ানোর জন্যও এর ছ'টি ডানাকে পৃথিবীর যে-কোনও ড্রোন বা হেলিকপ্টারের চেয়ে অনেক বেশি জোরে ঘোরাতে হয়, মিনিটে প্রায় ২,৪০০ পাক। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলকে বোঝার ক্ষেত্রে সেই ডানা ঘোরার শব্দকেই 'সোনার খনি' বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। মঙ্গলের বাতাসে ৯৬ শতাংশই কার্বন-ডাই-অক্সাইড, যা তীক্ষ্ণ শব্দ শুষে নেয়। ফলে রেকর্ড হয়েছে কম কম্পাঙ্কের শব্দ। তার উপরে পৃথিবীতে শব্দ যেখানে সেকেন্ডে ৩৪০ মিটার যায়, শীতল আবহাওয়ার কারণে (মাইনাস ৬৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস) মঙ্গলে শব্দের গতি মিনিটে ২৪০ মিটার প্রতি সেকেন্ড। তা সত্ত্বেও ইনজেনুইটির যাওয়া ও ফেরার সময়ের শব্দ মিলে 'ডপলার এফেক্ট'-ও বেশ স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে।

মঙ্গলে অবতরণ চিনের রোভারের
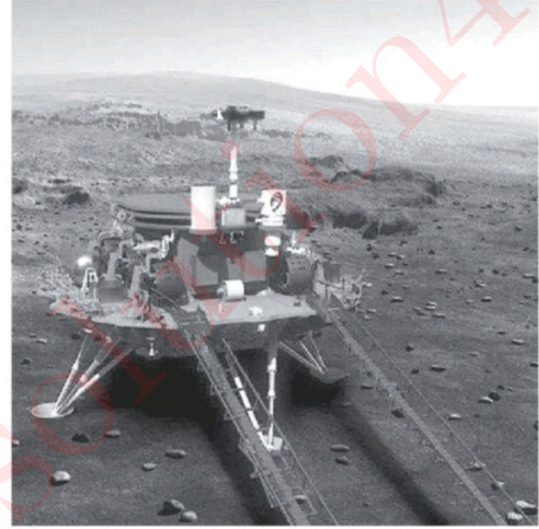
সাত মিনিটের রুদ্ধশ্বাস পর্ব পেরিয়ে মঙ্গল গ্রহে পা রাখল চিনের রোভার 'চুরং'। তিন মাস ধরে লাল গ্রহের ভৌগোলিক তথ্য জোগাড় করবে এটি। সংগ্রহ করবে পাথর এবং তা বিশ্লেষণ করে তথ্য পাঠাবে পৃথিবীতে।

অরবিটার, ল্যান্ডার ও রোভারকে নিয়ে চিনের রকেট তিয়ানওয়েন-১ রওনা দিয়েছিল গত বছরের জুলাইয়ে। সেটি মঙ্গলের কক্ষপথে পৌঁছয় এ বছর ফেব্রুয়ারিতে। ১৪ মে শুরু হয় অবতরণ-পর্ব। নামার শেষ সাত মিনিট বিজ্ঞানীদের কাছেও চরম উত্তেজনার মুহূর্ত। কারণ, এই পর্বে রেডিও তরঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে বার্তা বিনিময়ের চেয়েও দ্রুত নামতে থাকে ল্যান্ডার। ফলে তাৎক্ষণিক ভাবে এটির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের সুযোগ থাকে খুবই সীমিত। চিনের ন্যাশনাল স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (সি এন এস এ)-এর সূত্র উদ্ধৃত করে সরকারি সংবাদসংস্থা জিনহুয়া ও টিভি চ্যানেল সি সি টি ভি জানিয়েছে, ল্যান্ডারটি প্যারাশুটে ভর করে রোভার চুরং-কে নিয়ে একেবারে নির্ধারিত জায়গায় অক্ষত নেমেছে। রোভার চুরংয়ের ছ'টি চাকা। সৌরশক্তিতে চলা ২৪০ কিলোগ্রামের গাড়িটি এখন মঙ্গলের উত্তর অংশে লাভা-প্রান্তর 'ইউটোপিয়া প্ল্যানিটিয়া'-তে কাজ শুরু করেছে।

কে কী বললেন

দেশ, যুব সম্প্রদায়, শ্রমিক, কৃষক, শিল্প, কৃষি, অর্থনীতি বাঁচাতে গেলে সবাইকে একত্র হতে হবে। সব মুখ্যমন্ত্রী একজোট হোন। কোনও রাজ্যকে হয়রান করা হলে সবাই মিলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আমি নেতৃত্ব চাই না। এটা যৌথ পরিবার। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করব।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ*

দেশের কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা রাকেশ টিকায়েতের সঙ্গে বৈঠকের পর ঐক্যবদ্ধ বিরোধী মঞ্চের পক্ষে সওয়াল করে

দেশে টিকা নেই। জিডিপি সবথেকে কম। কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা সবথেকে বেশি। সরকারের প্রতিক্রিয়া কী? প্রধানমন্ত্রী কাঁদছেন।

রাহুল গান্ধী, *কংগ্রেস সাংসদ*

অতিমারি পরিস্থিতি সামলাতে সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে

সরকার বিশ্বজুড়ে এমন গর্ব করে কৃতিত্বের প্রচার করল, যেন ভারত পুরো বিশ্বকে বাঁচাবে! আর সেই স্কিৎজোফ্রেনিয়ার ফল সকলেই দেখছে। হাজার হাজার মানুষের প্রাণ বিপন্ন।

অমর্ত্য সেন, *নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ*

করোনা রুখতে কেন্দ্রের আত্মপ্রচারের সমালোচনা করে

প্রাথমিকভাবে দেশের ৩০ কোটি মানুষের জন্য ৬০ কোটি ডোজের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়ার আগেই ৪৫ বছর উর্ধ্বে এবং তার কিছুদিনের মধ্যে ১৮ বছর উর্ধ্বে টিকাকরণ শুরু করল কেন্দ্র। অথচ কেন্দ্র ভালো করেই জানে আমাদের হাতে এই পরিমাণ টিকা নেই।

সুরেশ যাদব, *সিরাম ইনস্টিটিউটের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর*

পর্যাপ্ত প্রতিষেধক হাতে নেই জেনেও কেন্দ্র বিভিন্ন বয়সের মানুষের টিকাকরণ শুরু করে দেওয়ায়

আমেরিকার সঙ্গে এই বিষয়ে (পরমাণু চুক্তি) আলোচনায় আমাদের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান মিলেছে। কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা বাকি। তা মিটলেই চুক্তির অগ্রগতি সম্পর্কে জানাতে পারব।

হাসান রৌহানি, *ইরানের প্রেসিডেন্ট*

পরমাণু চুক্তি নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে বোঝাপড়া অনেকটা এগিয়েছে বলে দাবি করে
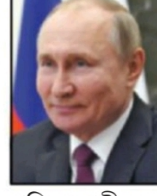
আমি জানি ভারত ও চিনের মধ্যে কিছু সমস্যা রয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে নানা সমস্যা থাকে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ও চিনা প্রেসিডেন্টের দৃষ্টিভঙ্গিও আমি জানি। তাঁরা খুবই দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন ও একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই দুই নেতা যে-কোনও সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারবেন বলেই আমি মনে করি। তবে এই অঞ্চলের বাইরের কোনও শক্তির এই বিষয়ে নাক গলানো উচিত নয়।

ভ্লাদিমির পুতিন, *রুশ প্রেসিডেন্ট*

ভারত-চিন সমস্যার মধ্যে তৃতীয় শক্তি আমেরিকার হস্তক্ষেপকে ইঙ্গিত করে

আমি জানি, কিছু দেশ কেন শিশু ও কিশোরদের টিকাকরণের আওতায় আনতে চাইছে। কিন্তু সময়ের দাবি মেনে আমি চাইব, ধনী দেশগুলি যেন সেই টিকা আপাতত কোভ্যাক্স (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু-এর ভ্যাক্সিন কর্মসূচি)-এ দান করে। এতে বিশ্বেরই কল্যাণ।

তেদ্রস অ্যাডানম ঘেব্রেইয়েসুস, *হু-এর প্রধান*

ইজরায়েলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য আমরা দায়বদ্ধ। এই অবস্থান থেকে আমেরিকা আদপেই সরছে না। তবে একই সঙ্গে আমাদের এটাও অবস্থান যে— ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনকে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে যতক্ষণ না বহির্বিশ্ব মান্যতা দিচ্ছে ততক্ষণ ওই অঞ্চলে শান্তি ফেরানো সম্ভব নয়।

জো বাইডেন, *মার্কিন প্রেসিডেন্ট*

ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সমস্যা নিরসনে দুই রাষ্ট্র নীতির পক্ষে সরব হয়ে

বিরুদ্ধ মত দমনের তাড়নায় রাষ্ট্রের মনে সংবিধান স্বীকৃত প্রতিবাদের অধিকার এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মধ্যেকার সীমারেখা যেন কিছুটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। এই মানসিকতা যদি প্রাধান্য পায়, তা হবে গণতন্ত্রের পক্ষে দুঃখের দিন।

দিল্লি হাইকোর্ট

উত্তর-পূর্ব দিল্লির হিংসার ঘটনায় ধৃত তিন ছাত্র-ছাত্রী নাতাশা নারওয়াল, দেবাঙ্গনা কলিতা এবং আসিফ ইকবাল তানহা-র জামিনের আবেদনের শুনানিতে

সংবাদ নিবন্ধ

স্বৈরাচার* হাজির লাক্ষাদ্বীপে

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়
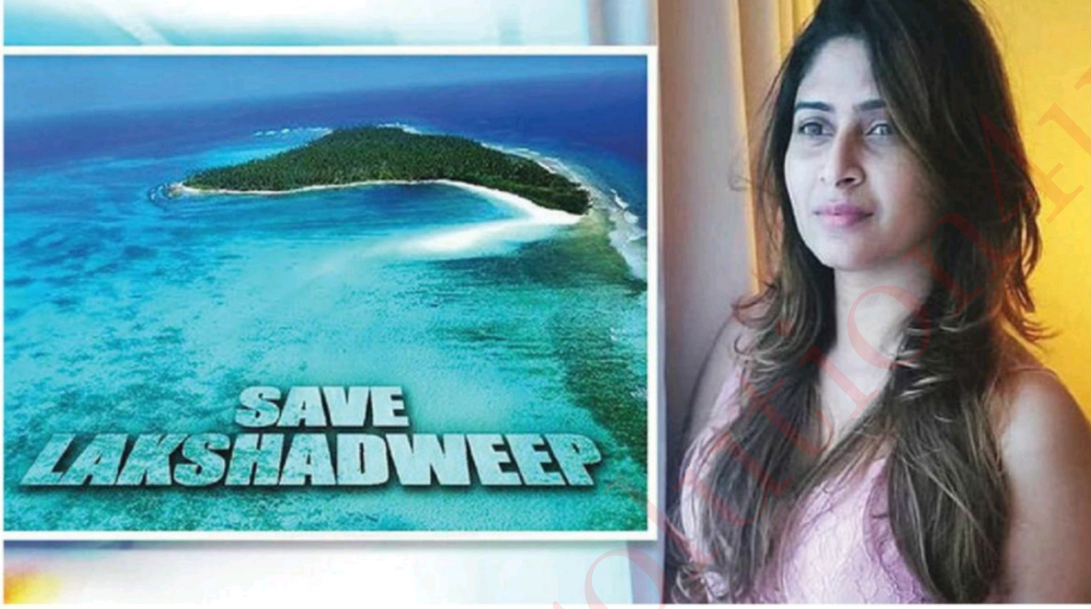
ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে স্বৈরাচারী শাসন কী ভাবে সংগঠিত সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করে নাগরিক-দুর্ভোগকে চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে যেতে পারে, তার এক আদর্শ দৃষ্টান্ত বর্তমানের লাক্ষাদ্বীপ। ভারত মহাসাগরের বুকে ৩৬টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত ভারতের এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটি। তার মধ্যেও আবার মাত্র দশটিতে লোকবসতি আছে। ৩৬টি দ্বীপের মোট আয়তন ৩২ বর্গকিলোমিটার। দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড়টি, অ্যানড্রট আইল্যান্ড প্রস্থে খুব বেশি হলে ১ কিলোমিটার মাত্র। এমন একটি অঞ্চলে লোকসংখ্যা ৬৫ হাজার, যারা হাসপাতাল থেকে উৎসব— প্রায় সব কিছুর জন্যই নিকটবর্তী মূল স্থলভূমি কেরলের উপর নির্ভরশীল। এখানে অপরাধ বলতে গেলে হয় না। যে দু'চারটি ছোটখাটো কারাগার আছে, তা মূলত ফাঁকা থাকে। এক দশকে এই দ্বীপপুঞ্জে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৬.২৩ শতাংশ, যা জাতীয় পরিসংখ্যান ১৭.৭০ শতাংশের ঢের নীচে।

আরবসাগরের মধ্যে এই নিরিবিলি জনপদ ১৯৫৬ সালে ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তকমা পেলেও, মধ্য-২০২১ পর্যন্তও ছিল প্রায় জন-মনোযোগের আড়ালে। খবরের কাগজের শিরোনাম হয়ে ওঠার মতো ঘটনা ছিল প্রায় বিরল। কিন্তু সেই ভূখণ্ডই সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক খবরদারিতে হতচকিত। ধীরে ধীরে বিরুদ্ধ স্বরও উঠে আসছে। প্রতিবেশী কেরলের মানুষকেও দ্বীপবাসীর পাশে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে।

সংবাদ মাধ্যম থেকে যতটা জানা যাচ্ছে, তা হল, শান্তিপ্রিয় লাক্ষাদ্বীপের সুখের ঘরে যিনি আগুন লাগিয়েছেন তিনি নরেন্দ্র মোদী গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে সে রাজ্যের গৃহমন্ত্রী ছিলেন, বর্তমানে লাক্ষাদ্বীপের প্রশাসক প্রফুল খোড়া পটেল। অতীতে লাক্ষাদ্বীপের প্রশাসক পদে নির্বাচিত হতেন কোনও আমলা স্তরের ব্যক্তিত্ব। এ যাবৎ তাই হয়ে এসেছে। এই প্রথম কোনও পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদের হাতে দ্বীপের প্রশাসনিক ক্ষমতা তুলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২০-র ৫ ডিসেম্বর পটেল দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন, আর বছর ঘুরতে না ঘুরতে চলে এসেছেন বিতর্কের কেন্দ্রে।

কোন সে বিতর্ক যা নিয়ে ফুটছে লাক্ষাদ্বীপ?

প্রশাসক প্রফুল পটেল লাক্ষাদ্বীপের আইনি ও প্রশাসনিক সংস্কারে মেতে উঠেছেন, মূলত এটাই স্থানীয় মানুষের ক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দু। এই দ্বীপরাজ্যের খোলনলচে বদলে ফেলার যে-কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে যেসব গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তার নেপথ্যে গূঢ় উদ্দেশ্যের আভাস পাচ্ছেন স্থানীয় মানুষ। ফলে ক্রমশ অশান্ত হয়ে উঠছে পরিস্থিতি।

সম্প্রতি একটি নতুন দপ্তর তৈরি করেছেন পটেল, তার নাম 'লাক্ষাদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি'। প্রশ্ন উঠছে, মাত্র ৩২ বর্গকিলোমিটার যে-দ্বীপরাজ্যের আয়তন, সেখানে নতুন করে কোন পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য একটা পৃথক দপ্তর গড়ে তুলতে হল? জনসংখ্যা কম হলেও লাক্ষাদ্বীপে জনঘনত্ব বেশ বেশি। এই প্রান্তিক দ্বীপভূমিতে নির্বিচারে শত-সহস্র গাছ কেটে, মানুষের বসতির উপর

বুলডোজার চালিয়ে রাস্তাঘাট এবং নতুন ভবন নির্মাণ হঠাৎ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল কেন? জমির মালিকানা নীতিতে বদল এবং প্রয়োজনে পেশীশক্তির জেরে উচ্ছেদের আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে থাকা দ্বীপবাসীর সংশয়ে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে প্রশাসক পটেলের আরও বেশ কিছু কীর্তি, যার মধ্যে একনায়কোচিত বাড়াবাড়ি খুঁজে পাচ্ছেন অনেকেই।

সম্প্রতি তাঁর পেশ করা 'অ্যান্টি-সোশাল অ্যাক্টিভিটিজ রেগুলেশন বিল, ২০২১'-এর মধ্যে সেই স্বৈরতান্ত্রিক স্বরটি খুব স্পষ্ট। নাম শুনে গুন্ডাদমন আইন বলে মনে হলেও, এই আইনের বলে রাজ্য প্রশাসন ইচ্ছে করলে যে-কাউকে ১ বছর পর্যন্ত আটকে রাখতে পারে, সেই আটকে রাখার খবর প্রকাশ্যে না এনে চেপেও রাখতে পারে। যে-রাজ্যে জেলখানাগুলি ফাঁকা থাকে, সেখানে গুন্ডাদমন আইনের একটাই তাৎপর্য হতে পারে, তা হল, প্রশাসনের বিরুদ্ধতাকে দমন করা। এ ধারণা নতুন কিছু নয়, বরং যে-কোনও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অনেকে যুক্তি দিচ্ছেন, আরবসাগরের মধ্যে দ্বীপের অবস্থানটাই এমন যে, দ্বীপবাসীরা ইচ্ছে হলেই দ্বীপ ত্যাগ করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে তাদের এমন অগণতান্ত্রিক সাজার মধ্যে ঠেলে দেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তা হল, লগ্নিকারী পুঁজিপতিদের মসৃণ প্রবেশ ও ঢালাও ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়া। তার কিছু লক্ষণ ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে মত তাঁদের।

এই বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য, লাক্ষাদ্বীপ থেকে জনপরিবাহী এবং পণ্যপরিবাহী জাহাজগুলি মূলত কেরলের কোঝিকোড় বন্দরের উপবন্দর বেপুর এবং কোচি বন্দরের মাধ্যমে দেশের স্থলভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। তাঁদের সংশয়, দ্বীপরাজ্যের বর্তমান প্রশাসক এই যোগসূত্রটিকে ম্যাঙ্গালোর বন্দর কেন্দ্রিক করে তুলতে চাইছেন, কারণ শাসকঘনিষ্ঠ কর্পোরেট পুঁজিপতিদের একাংশ বাণিজ্যিক কৌশলগত কারণে সেটাই চান।

অথচ নিকটবর্তী ভূখণ্ড হিসেবে প্রতিবেশী রাজ্য কেরলের সঙ্গে লাক্ষাদ্বীপের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। কথিত আছে লাক্ষাদ্বীপের আদি অধিবাসীরা ছিলেন কেরলেরই লোক। একটি ডুবে যাওয়া জাহাজের খোঁজে তাঁরা এই দ্বীপে এসেছিলেন। জাহাজটি ছিল রাজা শেরামন পেরুমলের। অষ্টম এবং নবম শতকের মধ্যবর্তী কোনও এক সময়ে রাজত্ব চালানো এই রাজা ছিলেন শেরা বংশের শেষ নৃপতি। ইসলাম ধর্ম নিয়ে তিনি মক্কায় গিয়েছিলেন। বস্তুত, লাক্ষাদ্বীপের বর্তমান অধিবাসীদের বড় অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। শান্তিকামী সুফি ধর্মাচরণে বিশ্বাসী। ঘটনা হল, পটেলের 'সংস্কারযজ্ঞে' রীতিমতো আঘাত লাগছে তাঁদের বিশ্বাস ও জীবনযাপনেও।

পটেলের আনা 'লাক্ষাদ্বীপ অ্যানিম্যাল প্রিজারভেশন অ্যান্ড রেগুলেশন' আইনটি নিয়ে এই কারণেই বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। বিরুদ্ধবাদীদের মতে, বি জে পি-শাসিত রাজ্যগুলিতে চালু গো-হত্যাবিরোধী আইনের সঙ্গে কার্যত কোনও অমিল নেই লক্ষদ্বীপের নয়া প্রাণী-সংরক্ষণ আইনের। এই আইন মোতাবেক প্রাণীহত্যার জন্য লাইসেন্স থাকতেই হবে এবং খুব সম্ভবত গো-হত্যার জন্য সেই লাইসেন্স মঞ্জুর করা হবে না বলেই অনুমান। দ্বীপবাসীরা কৃষিকাজ, দুগ্ধ এবং মাংসের জন্য গরুর উপর নির্ভরশীল। একই কথা প্রযোজ্য মদ্য সম্পর্কেও। দ্বীপবাসীরা মুখ্যত ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ায় মদ্যপান করেন না। কেবল একটি দ্বীপ, বনগারাম, যেখানে পর্যটকদের যাতায়াত আছে, সেখানেই মদ্য সুলভ। পটেল ইতিমধ্যেই আরও তিনটি দ্বীপে মদ্যপানে ছাড় দিয়েছেন। এর ফলে স্থানীয় জীবনযাত্রায় তীব্র আলোড়ন পড়েছে।

প্রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটা ছোট দ্বীপের স্থিতাবস্থা ও শান্তিকে এরকম নড়িয়ে দেওয়ার দুর্মতি হঠাৎ কেন মাথায় চাপল প্রশাসক পটেলের? নাকি এ কেবলই প্রশাসকের দুর্মতি নয়, নেপথ্যে কোনও সংগঠিত পুঁজির দীর্ঘ ছায়া দেখা যাচ্ছে, যেমনটা গোটা দেশেরই অর্থনীতির প্রতিটি রন্ধ্রে প্রকট হয়ে উঠছে দিন দিন? লাক্ষাদ্বীপের বর্তমান গতিপ্রকৃতি যা, তাতে এমন সম্ভাবনা এক কথায় নাকচ করে দেওয়া যাচ্ছে না।

সম্প্রতি দ্বীপরাজ্যের প্রশাসনের পশুপালন দপ্তরটিকে তুলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে যত ঠিকা কর্মী ছিলেন, সকলকেই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বৃহৎ ডেয়ারিগুলি বন্ধের নোটিশ পাঠানো হয়। সেগুলির ঝাঁপ পড়ে গিয়েছে, কর্মীদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমনকী পশুসম্পদও বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এই যখন অবস্থা তখন গুজরাত নির্ভর সংস্থা আমুল-কে লাক্ষাদ্বীপে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন প্রশাসক।

জীবিকায় কোপ অবশ্য এখানেই শেষ নয়। স্থানীয় জনবিন্যাসকে তছনছ করে জেলেগ্রামগুলি ভেঙে দিচ্ছে দ্বীপরাজ্যের পুলিশ, এমনটাই টুইটার ও অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন লাক্ষাদ্বীপের মানুষ। এতদিন পর প্রশাসনের মনে হয়েছে ওই জেলেগ্রামগুলি অননুমোদিত, তাই অবৈধ। গত পাঁচ মাসে ৩০০ জন সাময়িক কর্মীকে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে বলেও সোশাল মাধ্যমে জানাচ্ছেন তাঁরা।

বাকি পৃথিবীর কাছে এছাড়া এই ছোট দ্বীপরাজ্যের দুঃখব্যথা জানানোর উপায়টাই বা কী? চলচ্চিত্র পরিচালক আইশা সুলতানা, গীতু মোহনদাস এবং অভিনেতা পৃথ্বীরাজ সুকুমারণের মতো পরিচিত ব্যক্তিত্বরা এ দেশে লাক্ষাদ্বীপের শান্তিভঙ্গ করার বিপক্ষে সরব হয়েছেন। এর মধ্যে আইশা-র বিরুদ্ধে মালয়লম চ্যানেলে কেন্দ্রীয় সরকার ও লাক্ষাদ্বীপ-প্রশাসকের বিপক্ষে কথা বলার জন্য পুলিশে অভিযোগ জানান লাক্ষাদ্বীপের বি জে পি-সভাপতি। ২৫ জুন কেরল হাইকোর্ট আইশাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছে। প্রশাসনের সুবিধা হয়েছে আরও এজন্য যে, লাক্ষাদ্বীপে টেলিভিশন বা সংবাদপত্রের জোরাল উপস্থিতি নেই। কেবল আকাশবাণীর কোঝিকোড় স্টেশন থেকে দ্বীপপুঞ্জের স্থানীয় ভাষা 'মহল'-এ একটি আধঘণ্টার অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। ফলে লাক্ষাদ্বীপের মতো প্রান্তীয় অঞ্চলের খবর খুব সহজে সমুদ্রের জলের বেড়া ডিঙিয়ে বাকি দেশের কাছে পৌঁছতে পারে না।

প্রশ্ন হল, সেই ছোট প্রায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জই কি আমাদের মনোভূমিতে আজ বিষবৃক্ষের বীজের মতো কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিপন্নতা রোপণ করে যাচ্ছে না? গণতান্ত্রিক দেশেরই এক প্রান্তে স্বৈরাচার তার কদর্য রূপ নিয়ে হাজির। এ যদি মহড়া হয়, সারা দেশকেও কি একদিন তা গ্রাস করে নিতে পারে না? পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে নিজে কি নির্ভয় ও নির্ভার থাকা যায়?

অর্থনীতির হালচাল

আগ্নেয়গিরির* শিখরে পিকনিক

দেবব্রত দত্ত

এক দিকে অতিমারির কারণে চিন্তা-ভাবনাহীন লকডাউন, আর অন্য দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা— এই দুইয়ের চাপে সাধারণ মানুষ দিশাহারা। প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মে মাসে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার এপ্রিল মাসের ১০.৪৯% -এর জায়গায় ১২.৪৯% হয়েছে এবং খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার এপ্রিল মাসের ৪.২৩%-এর জায়গায় মে মাসে ৬.৩০% হয়েছে। পাইকারি দাম বাড়লে খুচরো বিক্রয়ের দাম কিছুদিন পরে বাড়ে, সুতরাং আশঙ্কা করা যায় যে, জুন মাসে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির পরিসংখ্যান মে মাসের মূল্যবৃদ্ধির হারের থেকে আরও বেশি হবে।

মূল্যবৃদ্ধি লাগাতার চলেছে, কিন্তু ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর হাস্যকর ভাবে বলে চলেছেন যে, মূল্যবৃদ্ধি সাময়িক। মনে রাখতে হবে, আমরা যে-মূল্যবৃদ্ধিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে পাচ্ছি তা কেবলমাত্র ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের দামের সূচক। যদি আমরা শেয়ারের মতো সম্পদের দামের হিসাব ধরি, তবে মূল্যবৃদ্ধির হার অনেক বেশি হবে। দেশে বেকারির হার প্রতি মাসে নতুন নতুন রেকর্ড গড়ে চলেছে, সাধারণ মানুষ অসহায়, সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমান্বয়ে পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধিরও নতুন নতুন রেকর্ড করে চলেছে।

পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারের সমস্ত জিনিসের দাম অগ্নিমূল্য হয়ে উঠেছে। এই অতিমারির সময় ওষুধপত্রের দাম এক মাসে বেড়েছে ৮.৪৪%। রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ভোজ্য তেলের, যার দাম এক মাসে ৩০.৯% বেড়েছে। ডালের দাম বেড়েছে ৯.৩৯%, আর মাছমাংসের দাম বেড়েছে ৯.০৩%। বাজারে দাম বৃদ্ধি এতটাই দ্রুত যে, সাধারণ মানুষ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূল্যবৃদ্ধির পরিসংখ্যানে বিশ্বাস রাখতে পারছেন না।

দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এই মূল্যবৃদ্ধি যখন নতুন নতুন রেকর্ড করছে, তখন দেশের ৫৫% মানুষের আয় ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে কমে গেছে এবং ৪২% মানুষের আয় একই রয়েছে। অর্থাৎ অর্থনীতির একেবারে সর্বোচ্চ স্তরের ৩% মানুষকে বাদ দিলে, বাকি ৯৭% মানুষ প্রকৃত আয় কমে যাওয়ায় দরিদ্র হয়ে পড়েছেন। ২৩ কোটি মানুষ গত বছর নতুন করে দারিদ্র্যরেখার নীচে নেমে গিয়েছেন। ১৯৮০ সাল থেকে ভারতীয় অর্থনীতিতে যেভাবে দারিদ্র্যরেখার নীচে অবস্থিত মানুষের সংখ্যা কমে আসছিল, সে প্রবণতা গত তিন বছরে বিপরীত হয়েছে, দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, অর্থনীতি সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ছে।

প্রশ্ন হচ্ছে যে, লাগাতার দাম বাড়ছে কেন! অর্থনীতিতে 'টাকার পরিমাণ তত্ত্ব' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম আছে। এই নিয়ম অনুযায়ী, টাকার পরিমাণ বাড়লে জিনিসের দাম বাড়ে, টাকার দাম কমে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গত ১৫ বছরে (২০০৫-২০২০) ভারতীয় অর্থনীতিতে টাকার পরিমাণ ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলনায় ১৯৫৫ থেকে ১৯৭১ সময়কালে টাকার পরিমাণ মাত্র ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যে-অর্থনৈতিক মডেল বর্তমানে সারা বিশ্বে অনুসরণ করা হচ্ছে, তা হল টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে অর্থনীতিতে কৃত্রিম ভাবে চাহিদা বাড়ানো এবং এর মাধ্যমে অর্থনীতির উন্নয়ন হারকে বাড়ানোর চেষ্টা করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির হার ভারতের থেকে অনেক কম এবং ফলত মূল্যবৃদ্ধির হারও অনেক কম। সেখানে ১৯৬০ থেকে ২০২০ সাল— এই ৬০ বছরে অর্থবৃদ্ধির হার ভারতের ৩০ গুণের তুলনায় মাত্র ৪ গুণ। কিন্তু সেখানেও গত এক বছরে টাকার পরিমাণ ১২% বেড়েছে। অর্থবৃদ্ধি যেখানে এত বিপুল, সেখানে মূল্যবৃদ্ধির হারে বৃদ্ধি ঘটা স্বাভাবিক। এই মূল্যবৃদ্ধির বেশিটাই ঘটেছে শেয়ারের মতো সম্পদের দাম বৃদ্ধিতে এবং বড়লোক আরও বড়লোক হয়েছে। কিন্তু গত কয়েক মাস যাবৎ এই মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপ পণ্য এবং ভোগ্যদ্রব্যের উপর এসে পড়েছে।

> এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে কর্পোরেট ক্ষেত্র মজুরি কমাচ্ছে, নিয়োগ কমাচ্ছে এবং মুনাফার পরিমাণ বাড়াচ্ছে। গত বছর চরম মন্দার মধ্যেও কর্পোরেট ক্ষেত্রের মুনাফা বেড়েছে। পেট্রোল-ডিজেলের উপর কর বাড়ছে কিন্তু ২০১৯ সালে কর্পোরেট মুনাফার উপর কমানো করকে পুনরায় বলবৎ করা হচ্ছে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং সরকার এই বিষয়টি জেনেও এত মুদ্রাবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে কেন! এই বিষয়ে এই যুক্তি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি দিচ্ছে যে, মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়ে চাহিদাকে না বাড়ালে উন্নয়ন হার বাড়বে না এবং বেকারির হার কমানো যাবে না। কিন্তু ভারতে মুদ্রাবৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ

স্তরে রাখা হলেও এবং তার ফলে গত কয়েক বছরে মূল্যবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বাড়লেও, উন্নয়ন হার বাড়ে তো নি-ই, বরং এক সময় দশ শতাংশ উন্নয়ন হারের লক্ষ্যমাত্রা রাখা অর্থনীতিতে উন্নয়ন হার প্রথমে চার শতাংশের নীচে এবং পরে শূন্য স্তরের নীচে নেমে এসেছে।
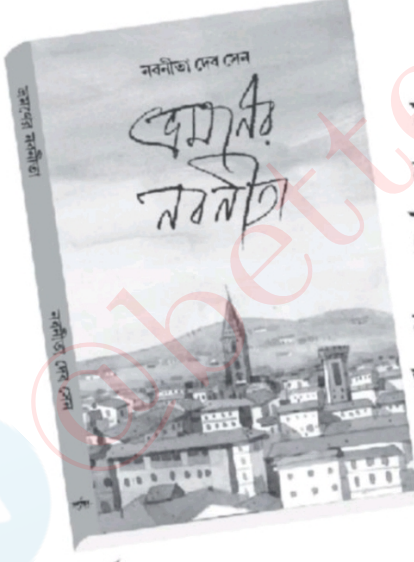
ভারতে এই টাকার পরিমাণ বাড়ানোর অর্থ, মূল্যবৃদ্ধিকে আর্থিক নীতির মাধ্যমে উৎসাহিত করে যাওয়া। টাকার পরিমাণ বাড়লে শেয়ারের দাম বাড়ে, কর্পোরেট ক্ষেত্রের আয় বাড়ে এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল লাভবান হয়। ভারতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি অনাদায়ী ঋণের ভারে জর্জরিত। ক্ষমতাবান ব্যবসায়ীরা ব্যাঙ্কের টাকা কুক্ষিগত করেছে, ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তলিয়ে যাওয়ার মুখে। সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ছাপানো টাকা এই ব্যাঙ্কগুলিকে দিয়ে এদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। এটিই সরকারের কাছে কাগজী মুদ্রানির্ভর অর্থনীতির একটি সুবিধা। টাকা ছাপিয়ে সরকার কৃত্রিম ভাবে ক্রয়ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এটি একটি অভিশাপ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ধনী মানুষ এই বাড়তি টাকার মালিক হয় এবং স্বল্প আয়ের মানুষের মূল্যবৃদ্ধির চাপে নাভিশ্বাস ওঠে।

ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকা ছাপিয়ে সরকারের বন্ড কিনছে। এর ফলে সরকার খরচ করার মতো টাকা পাচ্ছে কিন্তু সুদের হার কমছে। সরকার ঋণ করে এই টাকা সংগ্রহ করলে সুদের হার বাড়ত। সুদের হার কমায় বহু প্রবীণ নাগরিক সংসার চালাতে পারছেন না, কিন্তু সরকার সুদের হার কমিয়ে পুরোনো ঋণের উপর খরচ কমাচ্ছে এবং কর্পোরেট ক্ষেত্রকে কর-সুবিধা দেওয়ার ঘাটতি পূরণ করছে। অর্থাৎ টাকা ছাপানোর এই অর্থনীতি স্বল্প আয়ের মানুষের টাকা হরণ করে প্রভূত আয়ের মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে কর্পোরেট ক্ষেত্র মজুরি কমাচ্ছে, নিয়োগ কমাচ্ছে এবং মুনাফার পরিমাণ বাড়াচ্ছে। গত বছর চরম মন্দার মধ্যেও কর্পোরেট ক্ষেত্রের মুনাফা বেড়েছে। পেট্রোল-ডিজেলের উপর কর বাড়ছে কিন্তু ২০১৯ সালে কর্পোরেট মুনাফার উপর কমানো করকে পুনরায় বলবৎ করা হচ্ছে না। সরকারের ছাপানো টাকার একটি অংশ নানা ধরনের ভাতার মাধ্যমে স্বল্প আয়ের মানুষ পাচ্ছে কিন্তু সেই সব মানুষের প্রাপ্ত ভাতার থেকে বেশি টাকা পেট্রোল-ডিজেলের বা ওষুধের উপর ধার্য করের মাধ্যমে সরকারের কাছে ফিরে যাচ্ছে। এর পরেও কিছু বাঁচলে, তা মূল্যবৃদ্ধি শেষ করে দিচ্ছে।

সরকারের এই আর্থিক নীতিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মদত দিয়ে যাবে, কারণ, তা না হলে সরকারের দেউলিয়াপনা সামনে এসে পড়বে। সুতরাং, যতই মূল্যবৃদ্ধির হার ৬%-এর ঊর্ধ্বসীমার উপরে যাক, এটি সাময়িক বলে দাবি করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়ানোকে আটকে রাখবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঞ্চয় থেকে লক্ষ-কোটি টাকা সরকারকে দেওয়া হবে। শেয়ার বাজারকে যে করে হোক চাঙ্গা রাখতে হবে, কারণ না হলে বিদেশ থেকে লগ্নি আসবে না এবং অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়বে। এই আগ্নেয়গিরির শিখরে পিকনিক কতদিন চলে সেটাই দেখার।

লেখক গাজিয়াবাদের আই এম টি-র প্রফেসর

বাংলা ব্যাকরণ

*

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়, বিশেষত স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যাকরণাংশ নিয়ে আলোচনা করছেন যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন শিক্ষক **শিশিরকুমার আচার্য।**

শব্দগঠনে ধাতুর ব্যবহার

● ইষ্ট + ত্ব = ইষ্টত্ব (মঙ্গলময়তা)
ইষ্ট + তা = ইষ্টতা (মঙ্গলময়তা)
ইষ্য + তা = ইষ্যতা (প্রেরণের যোগ্যতা)
ইষণীয় + তা = ইষণীয়তা (প্রেরণের যোগ্যতা)
ইষিতব্য + ত্ব = ইষিতব্যত্ব (প্রেরণের যোগ্যতা)
ইষ্টি + ময়ট্ = ইষ্টিময় (ইচ্ছাময়)
ইষ্টিময় + ঈ (স্ত্রী) = ইষ্টিময়ী (ইচ্ছাময়ী)
প্রেষ্ঠ + ত্ব = প্রেষ্ঠত্ব (প্রকৃষ্টরূপ আকাঙ্ক্ষা)
প্রেষ্ঠ + তা = প্রেষ্ঠতা (প্রকৃষ্টরূপ আকাঙ্ক্ষা)
দুরিষ্ট + তা = দুরিষ্টতা (নিকৃষ্ট ইচ্ছা)
দুরিষ্ট + ত্ব = দুরিষ্টত্ব (নিকৃষ্ট ইচ্ছা)
অন্বিষ্ট + ত্ব = অন্বিষ্টত্ব (মঙ্গলকর ইচ্ছা/মঙ্গলের ভাব)
অন্বিষ্ট + তা = অন্বিষ্টতা
প্রেষ + যৎ = প্রেষ্য (প্রেরণযোগ্য)/প্রেষ্য + তা = প্রেষ্যতা (প্রেরণযোগ্যতা)।
ইচ্ছু + ক (স্বার্থে) = ইচ্ছুক
ইচ্ছা + ইতচ্ = ইচ্ছিত (অভীষ্ট/বাঞ্ছিত)
ইচ্ছা + ময়ট্ = ইচ্ছাময়
ইচ্ছাময় + ঈ (স্ত্রী) = ইচ্ছাময়ী
ইচ্ছা + বতুপ্ = ইচ্ছাবান্ (অভিলাষী)
ইচ্ছাবৎ + ঈ (স্ত্রী) = ইচ্ছাবতী ইত্যাদি।
● ইষ্টের সাধন = ইষ্টসাধন
ইষ্টের প্রাপ্তি = ইষ্টপ্রাপ্তি
ইষ্টকামী কুটুম্ব = ইষ্টকুটুম্ব
ইষ্টসাধক ঠাকুর = ইষ্টঠাকুর
ইষ্টের পূজা = ইষ্টপূজা
ইষ্ট যে দেবতা = ইষ্টদেবতা
অভীষ্টের সিদ্ধি = অভীষ্টসিদ্ধি ইত্যাদি
উদিষ্টের দিকে গমন = উদিষ্টগমন
উদিষ্টের সাধন = উদিষ্টসাধন
গমনের ইচ্ছা = গমনেচ্ছা
গমনে ইচ্ছু = গমনেচ্ছু
মনের অভীষ্ট = মনোভীষ্ট (মনঃ + অভীষ্ট)
জ্ঞানের অন্বেষণ = জ্ঞানান্বেষণ
ইক্ষুর দণ্ড = ইক্ষুদণ্ড
ইক্ষুর ছায়া = ইক্ষুচ্ছায়া
ইক্ষুর কাণ্ড = ইক্ষুকাণ্ড
ইক্ষুই দণ্ড = ইক্ষুদণ্ড
ইক্ষুর ক্ষেত্র = ইক্ষুক্ষেত্র
ইক্ষুর সার = ইক্ষুসার (গুড়)
ইক্ষুর বন = ইক্ষুবন
ইক্ষুর মূল = ইক্ষুমূল
ইক্ষু + মতুপ্ + ঈ (স্ত্রী) = ইক্ষুমতী
ইক্ষু + √অক্ + উণ্ (উ) = ইক্ষাকু
ইক্ষু + √ধা + কি = ইক্ষুধি ইত্যাদি।

▶√ঈ ধাতু: ইচ্ছা করা/যাওয়া/ব্যাপ্ত হওয়া ইত্যাদি। এর রূপ হল: এতি, ঈত:, ইয়ন্তি/ঈয়তে, ইয়েতে, ইয়ন্তে ইত্যাদি।

● √ঈ + ক্ত/ত = ঈত (গত, ব্যাপ্ত ইত্যাদি)।
√ঈ + ক্তিন্/তি = ঈতি [গতি/কৃষির উপদ্রব-অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি]
● উদ্-√ঈ + ক্ত/ত = উদীত (জাগরিত/প্রকাশিত)
অভি-√ঈ + ক্ত/ত = অভীত (সর্বত্র ব্যাপ্ত)
অভি-√ঈ + ক্তিন্ = অভীতি (সম্যক্ ব্যাপ্তি)
সম্-√ঈ + ক্ত/ত = সমীত (সম্যক্ ব্যাপ্ত)
সম্-√ঈ + ক্তিন্ = সমীতি (সম্যক্ ব্যাপ্তি)
পরি-√ঈ + ক্ত/ত = পরীত (চারিদিকে/ঘিরে)
উপ-√ঈ + ক্ত/ত = উপেত (নিকটে গত)
বি-√ঈ + ক্ত/ত = বীত (বিশেষভাবে গত)
বি-√ঈ + ক্তিন্ = বীতি (বিশেষ গতি)
অতি-√ঈ + ক্ত/ত = অতীত (অতিশয় ব্যাপ্ত)
[অতি-√ই + ক্ত = অতীত (গত) অতীতকাল।]
অতি-√ঈ + ক্তিন্ = অতীতি (অতিশয় ব্যাপ্তি/গতি)।
দুঃ-√ঈ + ক্ত/ত = দুরীত (এলোমেলো ছড়ানো)
উদ্-√ঈ + অনট্ = উদয়ন (ঊর্ধ্বগমন)
উদ্-√ঈ + শানচ্ = উদীয়মান ইত্যাদি।
● সমীত + ত্ব = সমীতত্ব (ব্যাপ্তিময়তা)
অভীতি + ময়ট্ = অভীতিময় (সম্যক্ ব্যাপ্তিময়তা)
বীত + তা = বীততা (বিশেষ গতিময়তা)
অতীত + ত্ব = অতীতত্ব (অতিশয় গতিময়তা/অতিশয় ব্যাপ্তি)
দুরীত + ত্ব = দুরীতত্ব (এলোমেলো ভাব)
উদীয়মান + তা = উদীয়মানতা ইত্যাদি।
● উদীয়মান সূর্য
উদয়নগৃহ
দুরীতবিষয়
দুরীতোপকরণ ইত্যাদি।

▶√ঈক্ষ্ > এর অর্থ: দেখা, বিচার করা: ধাতুর রূপ: ঈক্ষতে, ইক্ষেতে, ঈক্ষন্তে ইত্যাদি।

● √ঈক্ষ্ + ক্ত = ঈক্ষিত (দৃষ্ট)
√ঈক্ষ্ + অনট্ = ঈক্ষণ (দর্শন)
√ঈক্ষ্ + তব্য = ঈক্ষিতব্য
√ঈক্ষ্ + অনীয় = ঈক্ষণীয় (দর্শনের যোগ্য)
√ঈক্ষ্ + যৎ = ঈক্ষ্য
√ঈক্ষ্ + অচ্ = ঈক্ষ (দর্শন)

*

ভারতের ভূ-প্রকৃতি

বৈচিত্র্যময় দেশ ভারত। অনন্য তার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। ভূমিরূপ অনুসারে এ দেশকে বেশ কয়েকটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়। আলোচনা করছেন **পাভেল ঘোষ**।
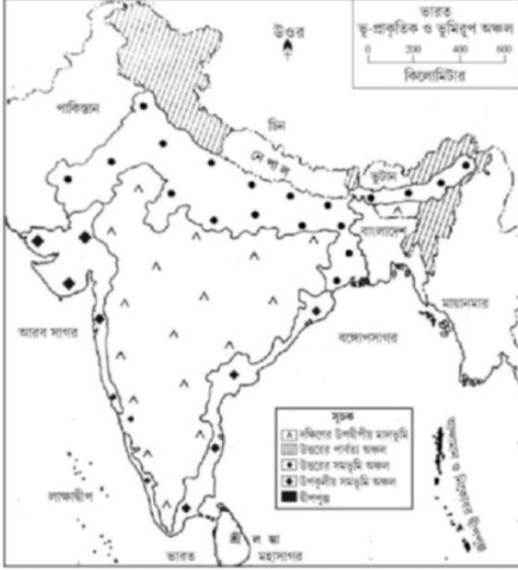
ভারতের ভূ-প্রকৃতি

বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ ভারতের কোথাও সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি, কোথাও তরঙ্গায়িত মালভূমি, আবার কোথাও বিস্তীর্ণ সমভূমি।

প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ:

ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে ভারতকে পাঁচটি প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়—

- উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চল
- উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল
- উত্তরের সমভূমি
- উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল
- দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ

উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চল

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

● ভারতের বৃহত্তম ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল ● প্রাচীনতম ভূখণ্ড গন্ডোয়ানাল্যান্ডের অংশ ● প্রধান নদী: বানস, চম্বল, বেতোয়া, নর্মদা, তাপ্তী, মাহী ● ব্যাসল্ট, গ্রানাইট ও নিস শিলা দ্বারা গঠিত।

ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ ও উপবিভাগ

(১) মধ্যভারতের উচ্চভূমি— ● রাজস্থান উচ্চভূমি ● মধ্যভাগের উচ্চভূমি ● বুন্দেলখণ্ড মালভূমি ● মালব মালভূমি ● রেওয়া মালভূমি।

(২) পূর্ব ভারতের উচ্চভূমি— ● বাঘেলখণ্ড মালভূমি ● ছোটনাগপুর মালভূমি ● উচ্চ মহানদী উপত্যকা ● মেঘালয় মালভূমি।

(৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি— ● মহারাষ্ট্র মালভূমি ● কর্ণাটক মালভূমি ● তেলঙ্গানা মালভূমি।

উল্লেখযোগ্য পর্বত— ● আরাবল্লী ● বিন্ধ্য ● সাতপুরা-মহাদেব-মহাকাল ● পশ্চিমঘাট ● নীলগিরি ● পূর্বঘাট।

সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ— ● গুরুশিখর (আরাবল্লী) ● সদভাবনা শিখর (বিন্ধ্য) ● ধূপগড় (সাতপুরা) ● অমরকণ্টক (মহাকাল) ● পাঁচমারি (মহাদেব)।

উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল

প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ: ● হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল ● লাদাখ পর্বতশ্রেণি ● কারাকোরাম পর্বতশ্রেণি ● উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য ভূমি।

(১) হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য— ● ভারতের সর্বোচ্চ ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ ● 2400 কিমি দীর্ঘ ও 200-500 কিমি প্রশস্ত ● হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট ● ভারতে অবস্থিত হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা।

উচ্চতা ও প্রস্থ অনুসারে হিমালয়ের শ্রেণিবিভাগ—

● **টেথিস হিমালয়:** পর্বতশ্রেণি— জাঁসকর, লাদাখ, কারাকোরাম এবং কৈলাস পর্বতশ্রেণি।

● **হিমাদ্রি হিমালয় (সর্বোচ্চ অংশ):** পর্বতশৃঙ্গ— মাউন্ট এভারেস্ট, মাকালু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, লোৎসে, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি।

● **হিমাচল হিমালয়:** পর্বতশ্রেণি— পিরপাঞ্জাল, ধওলাধর, মুসৌরি ও নাগটিব্বা, মহাভারত লেখ।

● **শিবালিক হিমালয়:** পর্বতশ্রেণি— জম্মু পাহাড়, ডাফলা, ধ্যাং, দুন্দওয়া, চুরিয়াঘাট।

দৈর্ঘ্য অনুসারে হিমালয়ের শ্রেণিবিভাগ (প্রধান নদী-সহ)—

পশ্চিম হিমালয়

● কাশ্মীর হিমালয়: পর্বতশ্রেণি— জম্মু ও পুঞ্ছ পাহাড়ি, পিরপাঞ্জাল, জাঁসকার, লাদাখ ও কারাকোরাম।
প্রধান নদী— সিন্ধু, ঝিলাম, শায়ক ও গিলগিট।

● হিমাচল হিমালয়: পর্বতশ্রেণি— জাঁসকার, পিরপাঞ্জাল, ধৌলাধর, নাগটিব্বা ও মুসৌরি এবং শিবালিক।
প্রধান নদী— শতদ্রু ও ইরাবতী।

● কুমায়ুন হিমালয়: পর্বতশ্রেণি— নাগটিব্বা, মুসৌরি এবং শিবালিক হিমালয়।
প্রধান নদী— শতদ্রু, কালী যমুনা, অলকানন্দা, ভাগীরথী।

মধ্য হিমালয়

পর্বতশ্রেণি— মহাভারত লেখ, শিবালিক।

পর্বতশৃঙ্গ— মাউন্ট এভারেস্ট, গৌরীশঙ্কর, মাকালু,

অন্নপূর্ণা প্রভৃতি।

পূর্ব হিমালয়

● পর্বতশ্রেণি— সিঙ্গালিলা, ডাউহিল, ঘুম, হিমাদ্রি, বক্সা জয়ন্তী পাহাড়।
প্রধান নদী— তিস্তা, রঙ্গিত, লিস, ঘিস, জলঢাকা।
● পর্বতশৃঙ্গ— সিঙ্গালিলা, ফালুট, সান্দাকফু।
● গিরিপথ— নাথু লা, বুম লা, জেলেপ লা প্রভৃতি।

ভুটান হিমালয়

● পর্বতশৃঙ্গ—চোমালহরি, মাংনদে, কুলাকাংরি, জাজুপো, আভেন।
● প্রধান নদী— অ্যামো চো, মানস, ধানসিরি, রায়ডাক, সঙ্কোশ, তোর্সা প্রভৃতি।
● গিরিপথ— লিংসি লা, ইউলি লা।

অসম বা অরুণাচল হিমালয়

● পর্বতশ্রেণি— ডাফলা, মিরি, কৃষ্ণ পাহাড়।
● পর্বতশৃঙ্গ— নামচাবারোয়া।
● প্রধান নদী— কাংতো সাঙ্গা, ডিহং।
● গিরিপথ— তুলং লা, রং জু লা, বুম লা, তাগু লা।

(২) লাদাখ পর্বতশ্রেণি: কারাকোরাম ও কাশ্মীর হিমালয়ের মধ্যবর্তী স্থান। ভারতের শীতলতম স্থান দ্রাস এই পর্বতশ্রেণিতে অবস্থিত।

(৩) কারাকোরাম পর্বতশ্রেণি: ● 800 কিমি দীর্ঘ, 120-140 কিমি প্রশস্ত ● পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বতমালা ● পর্বতশ্রেণি— বাটুরা মুজতাগ, রাকাপোশি-হারমোশ, সালটারো, বালটারো ● পর্বতশৃঙ্গ— গডউইন অস্টিন, হিডন পিক, ব্রড পিক।

(৪) পূর্বাচল (উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য ভূমি):
●উল্লেখযোগ্য পাহাড়— মিশমি, পাটকই বুম, নাগা, কোহিমা, মিজো, মণিপুর পাহাড়।
● পর্বতশৃঙ্গ— দাফাবুম, সরামতী, জাপফু, ব্লু মাউন্টেন।
● লোকটাক হ্রদ এখানে অবস্থিত।

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপত্যকা:

● পিরপাঞ্জাল ও জাঁসকার পর্বতের মাঝে কাশ্মীর উপত্যকা ও বেতাব উপত্যকা।
● শিবালিক ও ধওলাধর পর্বতের মাঝে কাংড়া উপত্যকা।
● পিরপাঞ্জাল, নিম্ন হিমালয় ও হিমাদ্রির মাঝে কুলু উপত্যকা।
● উচ্চ হিমালয় ও জাঁসকার পর্বতের মাঝে স্পিতি উপত্যকা।
●পিরপাঞ্জাল ও উচ্চ হিমালয়ের মাঝে লাহুল উপত্যকা।
● শিবালিক ও হিমাচল হিমালয়ের মাঝে দুন উপত্যকা।

নমুনা প্রশ্ন

1. নেপাল ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে কোন পর্বত অবস্থিত?
(a) ডং কিয়াং (b) সিঙ্গালিলা (c) বক্সা জয়ন্তী (d) কারাকোরাম
2. আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কী?
(a) মাউন্ট হ্যারিয়েট (b) সারামতী (c) স্যাডল পিক (d) বেতলিং শিব
3. নীচের কোনটি পূর্বঘাট পর্বত এবং পশ্চিমঘাট পর্বতের মিলনবিন্দু?
(a) জাভাদি পর্বতমালা (b) আনাইমালাই পর্বত (c) শিভারয় পর্বত (d) নীলগিরি পর্বত
4. নীচের কোন স্থানে আকাশে ধ্রুবতারা বৃহত্তম কোণে দেখা যায়?
(a) ফালুট (b) কালিম্পং (c) দার্জিলিং (d) শিলং
5. কোন নদী কাশ্মীর উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত?
(a) ইরাবতী (b) শতদ্রু (c) চন্দ্রভাগা (d) ঝিলম
6. ভারতে অবস্থিত নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলির কোনটি প্রাচীনতম শিলা দ্বারা গঠিত?
(a) সিন্ধু গাঙ্গেয় সমভূমি (b) আরাবল্লী পর্বত (c) হিমালয় পর্বত (d) শিবালিক পর্বত
7. তিরিচমির পর্বত কোন দেশে অবস্থিত?
(a) ভারত-তিব্বত (b) পাকিস্তান (c) নেপাল (d) চিন
8. কোন দু'টি নদীর মাঝে নেপাল হিমালয় অবস্থিত?
(a) সিন্ধু-শতদ্রু (b) তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র (c) শতদ্রু ও কালী (d) কালী ও তিস্তা
9. দাক্ষিণাত্য মালভূমির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোনটি?
(a) অমরকন্টক (b) আনাইমুদি (c) ধূপগড় (d) ডোডাবেট্টা
10. হিমালয়ের কোন শৃঙ্গটি 'ব্ল্যাক মাউন্টেন' নামে পরিচিত?
(a) কামেট (b) মাকালু (c) কাঞ্চনজঙ্ঘা (d) অন্নপূর্ণা

গত সংখ্যার উত্তর

এক নজরে ভারতের প্রতিবেশী দেশসমূহ:

1. 'সেগুন কাঠের দেশ'— (c) মায়ানমার
2. 'পাকিস্তানের রৌপ্য সূত্র'— (b) তুলা
3. বাংলাদেশের প্রধান বন্দর— (a) চট্টগ্রাম
4. ভুটানের দক্ষিণাংশের সমপ্রায়ভূমি— (a) ডুয়ার্স
5. নেপাল ভারতের কোন বন্দরকে ব্যবহার করে— (c) কলকাতা 6. নেপালের 'সাগরমাতা'— (b) মাউন্ট এভারেস্ট
7. সর্বাধিক গ্রাফাইট পাওয়া যায়— (c) শ্রীলঙ্কা
8. মঙ্গলা বাঁধ— (c) পাকিস্তান
9. জাকার্তা— (b) ASEAN
10. খাইবার গিরিপথ— (b) পাকিস্তান
11. ঢাকা— (a) বুড়িগঙ্গা
12. পশুপালন কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জীবিকা— (c) আফগানিস্তান
13. 24তম প্যারালাল— (d) পাকিস্তান
14. ক্যারেজ প্রথা— (b) বালুচিস্তান
15. ভারতের সীমান্তদৈর্ঘ্য সর্বাধিক— (a) বাংলাদেশ
16. 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড'— (a) চিন
17. খালের দেশ— (b) পাকিস্তান
18. শ্রীলঙ্কা থেকে সর্বাধিক নিকটতম— (a) তামিলনাড়ু
19. ধিভেহি (Dhivehi) ভাষা— (c) মালদ্বীপ
20. 'একটি পরিবার একটি সন্তান'— (b) চিন
21. বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী— (a) তাজউদ্দিন আহমেদ

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নোত্তর

এ বছরের যে-কোনও প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত
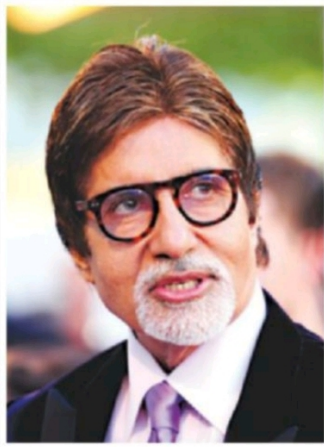
প্রথম ভারতীয় হিসেবে কে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফিল্ম আর্কাইভস অ্যাওয়ার্ড পেলেন?
উত্তর: অমিতাভ বচ্চন।

● এ বছর এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজিত হওয়ার কথা ছিল দিল্লিতে। কিন্তু করোনার কারণে এই প্রতিযোগিতা কোথায় স্থানান্তরিত করা হয়?
উত্তর: দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি।

ভারতের প্রথম ফেন্সার (অসি খেলোয়াড়) হিসেবে কে অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করলেন?
উত্তর: ভবানী দেবী।

● ভারতের প্রথম সেন্ট্রালাইজড এয়ার কন্ডিশন রেলওয়ে টার্মিনাল গড়ে উঠল বেঙ্গালুরুতে। নাম কী?
উত্তর: স্যর এম বিশ্বেশ্বরায় টার্মিনাল।

বিশ্বের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে কেরিয়ারের শততম টেস্ট ম্যাচে দ্বিশতরান করে কে নজির গড়লেন?
উত্তর: জো রুট।

● সম্প্রতি ভারতীয় রেলওয়ে 'রেল মদদ' নামে হেল্পলাইন নম্বর চালু করল। নম্বরটি কত?
উত্তর: ১৩৯।

ভারতের ৪৮তম চিফ জাস্টিস হিসেবে কে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন?
উত্তর: এন ভি রামাণা।

● ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ অন ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক রিলেশনস-এর চিফ এক্সিকিউটিভ পদে কে নিযুক্ত হলেন?
উত্তর: দীপক মিশ্র।

● কোন পেমেন্ট ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ছাড়পত্র পেল?
উত্তর: এয়ারটেল পেমেন্টস ব্যাঙ্ক।

● সম্প্রতি বোরখা নিষিদ্ধ হল কোন দেশে?
উত্তর: সুইৎজারল্যান্ড।

এ বছর আই লিগ জিতল কোন দল?
উত্তর: গোকুলম।

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নোত্তর

প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার (বিশ্বে দ্বিতীয়) হিসেবে কে তিনটি ফর্ম্যাট মিলিয়ে মোট দশ হাজার আন্তর্জাতিক রান করার নজির গড়লেন?

উত্তর: মিতালি রাজ।

● সম্প্রতি একটি সমীক্ষা অনুসারে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সুপার কম্পিউটার হিসেবে কোনটিকে নির্বাচিত করা হল?

উত্তর: জাপানের 'ফুগাকু'।

● পাকিস্তানের কোন শহরে শোয়েব আখতারের নামাঙ্কিত স্টেডিয়াম গঠিত হল?

উত্তর: রাওয়ালপিন্ডি।

● ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (এন এস জি)-র ডিরেক্টর জেনারেল পদে কাকে নিযুক্ত করা হল?

উত্তর: এম এ গণপতি।

● সম্প্রতি কোন দেশের সঙ্গে প্রথমবার নৌ-মহড়া শুরু করল ভারত?

উত্তর: মাদাগাস্কর।

ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার কে সাংসদ থাকাকালীন টেরিটোরিয়াল আর্মির ক্যাপ্টেন নিযুক্ত হলেন?

উত্তর: অনুরাগ ঠাকুর।

● ২০২০-র গান্ধী শান্তি পুরস্কার কাকে প্রদান করাল হল?

উত্তর: বাংলাদেশের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে।

● এ বছর সেরা সিনেমার জাতীয় পুরস্কার পেল কোন চলচ্চিত্র?

উত্তর: মালয়লম ভাষার সিনেমা 'মরক্কর: লায়ন অব দ্য অ্যারাবিয়ান সি'।

● ২০২০-র ব্যাস সম্মানে কাকে ভূষিত করা হল?

উত্তর: মধ্যপ্রদেশের হিন্দি কথাসাহিত্যিক শরদ পাগারে।

তানজানিয়ার প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসেবে কে নির্বাচিত হলেন?

উত্তর: সামিয়া সুলুহু হাসান।

● কোন উপন্যাসের জন্য সরস্বতী সম্মান পেলেন মরাঠি কথাকার শরণকুমার লিম্বালে?

উত্তর: 'সনাতন'।

● নবনির্মিত মাঝেরহাট সেতুর নতুন নামকরণ কী করা হল?

উত্তর: জয় হিন্দ সেতু।

ভারতে তিন দিনের সফরে এলেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব। তাঁর নাম কী?

উত্তর: লয়েড অস্টিন।

● এ বছর ভারতীয় চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য সর্বোচ্চ সম্মান দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারের জন্য কে মনোনীত হলেন?

উত্তর: রজনীকান্ত।

● এ বছর সেরা অভিনেতার জাতীয় পুরস্কার পেলেন মনোজ বাজপেয়ী এবং ধনুশ। কোন সিনেমার জন্য?

উত্তর: যথাক্রমে 'ভোঁসলে' এবং 'অসুরণ'।

● ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া-র চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে কাকে নিযুক্ত করা হল?

উত্তর: সৌরভ গর্গ।

● এ বছরের সেরা সিনেমার ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড জিতল 'থাপ্পড়'। সিনেমাটির পরিচালক কে?

উত্তর: অনুভব সিনহা।

এ বারের আই এস এল (ইন্ডিয়ান সুপার লিগ) ফুটবল প্রতিযোগিতা জিতল কোন দল?

উত্তর: মুম্বই এফ সি (এ টি কে-মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ২-১ ফলে)।

উনবিংশ ও বিংশ শতকে সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা এবং সংস্কারকগণ

যে-কোনও প্রথম সারির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভারতের ইতিহাস থেকে প্রশ্ন আসে। উনিশ ও বিশ শতকে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষানির্ভর আদর্শ নিয়ে যে মনীষীরা হিন্দুধর্ম ও সমাজের সংস্কারে ব্রতী হন তাঁদের বিষয়ে বিশদে আলোচনা করছেন **ধীমান ঘোষ।**

রাজা রামমোহন রায়

- পাশ্চাত্য শিক্ষার যুক্তিবাদী ও উদারনৈতিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যেসব বঙ্গসন্তান নতুন ধারায় শিক্ষা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের অন্যতম রাজা রামমোহন রায়।
- রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত (1772-1833 সালে)।
- রামমোহন উর্দু, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, জার্মান, হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রিক প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।
- রামমোহন রায় তীব্র ভাবে মূর্তিপূজা, বর্ণভেদ প্রথার কঠোরতা এবং অর্থহীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেন।
- বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে তিনি উপলব্ধি করেন একেশ্বরবাদই ধর্মের মূল কথা এবং সে কথাই প্রচার করেন।
- একেশ্বরবাদের প্রচার এবং বেদান্ত শিক্ষার জন্য তিনি বেদান্ত কলেজ (1825 সালে) প্রতিষ্ঠা করেন।
- রামমোহন রায় ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন 1828 সালে। এই সভার প্রথম সচিব ছিলেন তাঁরাচাদ চক্রবর্তী।
- কলকাতার চিৎপুরে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয় 1830 সালে।
- বেদ এবং উপনিষদের যুক্তিবাদের উপর ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করে তিনি হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধনে ব্রতী হন।
- রাজা রামমোহন রায়ের অন্যতম কৃতিত্ব— 'সতীদাহ প্রথা নিবারণ (1829 সালে)।
- সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করেছিল সমকালীন কিছু পত্র-পত্রিকা— সংবাদ কৌমুদী, সমাচার দর্পণ, ইন্ডিয়ান গেজেট।
- নারীদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের জন্য তিনি প্রকাশ করেন 'মহিলা', 'অবলাবান্ধব'।
- রুশো, ভলতেয়ার, বেন্থাম প্রমুখের ভাবনার দ্বারা রামমোহনের রাজনৈতিক দর্শন প্রভাবিত হয়েছিল।
- মহাত্মা গান্ধী রামমোহনকে 'পিগমি' বলে অভিহিত করেছেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন রায়কে 'ভারত পথিক' আখ্যা দেন।
- এক কথায় 'ভারতের প্রমিথিউস' হলেন রাজা রামমোহন রায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

- উনবিংশ শতকের এক অন্যতম পণ্ডিত ও সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (1820)।
- 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন 1841 সালে।
- বিদ্যাসাগর নারীমুক্তি (1820-91 সালে) আন্দোলনের প্রবল সমর্থক ছিলেন। তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন (1856 সালে)।
- 1849 সালে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
- জনশিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি রচনা করলেন— বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, কথামালা, নীতিবোধ।
- অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠি বিদ্যাসাগরকে বলেছেন— A Traditional Moderniser .
- বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, 'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী।'

স্বামী বিবেকানন্দ

- স্বামীজির জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য 'Man-Making religion'.
- তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন (1897 সালে)।
- স্বামীজির বক্তৃতামালা রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ নামে প্রকাশিত হয়।
- স্বামীজির মূল মন্ত্র— 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'
- হার্বার্ট স্পেনসার, বেন্থাম প্রমুখের আদর্শের দ্বারা স্বামীজি প্রবল ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

স্বামীজির বিখ্যাত উক্তি

- উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত
- '--- হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল— আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল— মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।'
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'ভারতবর্ষকে জানতে হলে— বিবেকানন্দকে পড়তে হবে এবং জানতে হবে।'

দয়ানন্দ সরস্বতী

- বেদ ছিল দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবনাদর্শের মূল ভিত্তি।

● স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন পুনরুজ্জীবনবাদী হিন্দুধর্ম আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা।
● তিনি শুদ্ধি আন্দোলনের কথা প্রচার করেন।
● দয়ানন্দের বিখ্যাত উক্তি: 'Back to Vedas.'
● 1875 সালে তিনি 'আর্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর মধ্য দিয়ে ধর্ম এবং সমাজ সংস্কার আন্দোলন চালিয়েছিলেন।
● তাঁর অনুগামীরা ছিলেন লালা লাজপত রাই, পণ্ডিত গুরু দত্ত, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, লালা হংসরাজ।
● দয়ানন্দ অ্যাংলো বৈদিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন লালা হংসরাজ, 1886 সালে।
● প্রাচীন বৈদিক রীতিতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হরিদ্বারে গুরুকুল আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন 1902 সালে।

মহাদেব গোবিন্দ রানাডে

● প্রার্থনা সমাজের অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে।
● 'Widow Marriage Association প্রতিষ্ঠা করেন 1861 সালে।
● তিনি প্রতিষ্ঠা করেন পুনা সার্বজনিক সভা (1870 সালে), ডেকান এডুকেশন সোসাইটি (1884 সালে), ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স (1887 সালে)।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

● দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন 1839 সালে।
● তিনি বিশ্বাস করতেন বেদের অপৌরুষতায়।
● তাঁর জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ প্রচার করা।

কেশবচন্দ্র সেন

● কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন 1857 সালে।
● তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব— নববিধান ব্রাহ্মসমাজ (1880 সালে)।
● দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেনকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি প্রদান করেন 1862 সালে।
● কেশবচন্দ্র সেন মৃত্যুবরণ করেন 1884 সালে।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

● নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ ছিলেন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডিরোজিও।
● তাঁর অনুগামীদের বলা হত ডিরোজিয়ান।
● ডিরোজিও প্রভাবিত হয়েছিলেন— মিল, রুশো, চসার, দান্তে প্রমুখ মনীষীদের ভাবধারায়।
● টমাস পেইনের 'Age of Reason' ছিল ডিরোজিওর যুক্তিবাদী দর্শনের মূল ভিত্তি।
● তিনি প্রতিষ্ঠা করেন অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এবং এদের মূল মুখপত্র ছিল— 'এথেনিয়াম'।

প্রয়োজনীয় তথ্য

● ধর্মরক্ষা নামক গ্রন্থ লেখেন— স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।
● রাজা রামমোহন রায়কে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন— দ্বিতীয় আকবর।
● প্রাচীন গ্রন্থ 'বজ্রসূচি'র অনুবাদ করেন— রাজা রামমোহন রায়।
● দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন— সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা (1831 সালে)।
● সঞ্জীবনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
● অনুবাদক সমিতি, বিজ্ঞান সমিতি গঠন করেন— সৈয়দ আহমেদ।
● 1860 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়— হিন্দু মেলা।
● অ্যাংলো হিন্দু স্কুলের পরবর্তীতে নাম হয়— ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি।
● দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন— রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে।
● ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সম্পাদক— দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
● ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির সম্পাদক— প্যারীচাঁদ মিত্র।
● Home for prevention of Infanticide গড়ে তোলেন— জ্যোতিবা ফুলে।
● জ্যোতিবা ফুলে রচিত গ্রন্থ— শ্বেতকর্যচ অসদ, ব্রাহ্মনাচে কসাব।
● জ্যোতিবা ফুলে প্রতিষ্ঠা করেন— সত্যশোধক সমাজ (1873 সালে)।
● সত্যশোধক সমাজের মুখপত্র ছিল দীনমিত্র।
● গুলামগিরি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল— 1872 সালে।
● ভাইকাম সত্যাগ্রহ আন্দোলন (1924 সালে) শুরু করেন— শ্রীনারায়ণ গুরু।
● শ্রীনারায়ণ গুরুর শিষ্য ছিলেন ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর।
● রামবাঈ সারদাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন— 1889 সালে।
● 'রাজশেখর চরিত্রম' উপন্যাস রচনা করেন— বীরসালিঙ্গম 'পান্তুলু'।
● অন্ধ্রপ্রদেশে প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়— বীরসালিঙ্গমের উদ্যোগে।
● জ্যোতিবা মহাত্মা উপাধিতে ভূষিত হন— 1888 সালে।
● দীনবন্ধু সর্বজনীন সভা প্রতিষ্ঠা করেন— জ্যোতিবা ফুলে।
● দেওবন্দ আন্দোলন হয়েছিল— উত্তরপ্রদেশে।
● বালভারতী সমিতি গঠন করেন— বীরসালিঙ্গম।
● জ্যোতিবা গোবিন্দ ফুলে পুণে মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য হন— 1876সালে।
● কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠা করেন— সাধনাশ্রম (1876 সালে)
● হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর কাছে তন্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করেন— রাজা রামমোহন রায়।
● রামমোহন রায়কে 'আধুনিক ভারতের জনক' বলেছেন— ডেভিড কফ।
● 'To My Country' রচনা করেছেন— ডিরোজিও।
● বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়— 1890 সালে।

পরীক্ষার প্রস্তুতি

*

ডব্লু বি সি এস প্রিলিমিনারি

পরীক্ষার সেট নমুনা প্রশ্নোত্তর

Direction (1 to 5): *Choose the word closest to the meaning of the underlined words.*

1. The news came like a bolt from the blue.
(a) Sudden and unexpected shock (b) Chock (c) Wonderer (d) None of the above

2. The patient needed an anodyne for his strained nerves.
(a) Opium (b) Painkilling balm (c) Comfort (d) Medicine

3. The Musician has a very sonorus voice.
(a) Shrill (b) Full and deep (c) Harsh (d) Loud

4. They were very vicacious in the play ground.
(a) Joyful (b) Lively (full of life) (c) Sportive (d) Smiling

5. With great cunning, the clerk forged the improtant document.
(a) Skill (b) Craftiness (c) Wise (d) Foolishness

Direction (6 to 7): *Choose the most appropriate single word from the options given below.*

6. A collection of poems came out to felicitate the poet.
(a) An Anthology (b) Collection (c) Compilation (c) Poetry

7. A person who makes his journey on foot is called a:
(a) walker (b) pedestrian (c) wanderer (d) None of these

8. Choose the correct form of the verb from the options given.
If Rita ____ helped her, she would have passed.
(a) will have (b) would have (c) had (d) must

Direction (9 to 16): *Fill in the blanks with most appropriate word.*

9. The street is not properly _____.
(a) enlightened (b) illuminated (c) illumined (d) lighted

10. Ram passed ____ oral test.
(a) of (b) at (c) with (d) on

11. Ramu was addicted _____ gambling.
(a) to (b) with (c) on (d) of

12. Sita is proficient ____ English.
(a) of (b) over (c) on (d) in

13. Fortune smiled _____ him.
(a) on (b) over (c) to (d) at

14. Here is the main ____ you asked ____ .
(a) that, for (b) this, for (c) for, whom (d) whom, about

15. I am aware ____ his motive.
(a) of (b) with (c) to (d) in

16. Do not judge a book ____ its cover.
(a) by (b) in (c) through (d) of

17. Correct the following sentence and choose the right answer.
He discussed about the matter.
(a) He discussed of the matter (b) He discussed to the matter (c) He discussed the matter (d) He discussed against the matter

Change the voice of the verb and select the correct answer.

18. My pen has been stolen.
(a) Someone has stolen my pen (b) They have stolen my pen (c) My pen has been stolen by us (d) None of these

19. Ornithology is the study of:
(a) Fish (b) Birds (c) Coins (d) Relics

20. Marble may be used with:
(a) Painting (b) Music (c) Rocks (d) Sculpture

21. The headmaster and secretary____ coming.
(a) is (b) are (b) will be (d) shall be

Direction (22 to 25): *Insert the appropriate phrasal verbs in the blanks below to make the sentence meaningful.*

22. The thief ____ with the ornaments.
(a) made up (b) made off (c) made away (d) made out

23. We should ____ for a rainy day.
(a) put something by (b) put down (c) put out (d) put into

24. A dissolute person is one who is:
(a) dishonest (b) debauched (c) dissimilar (d) discontent

25. The dish was ____ with herbs.
(a) Gardened (b) Garnished (c) Gathered (d) None of thease
(a) gardened (b) garnished (c) gathered (d) None of these

26. কোন গভর্নর জেনারেলের কার্যকালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস প্রবর্তিত হয়েছিল?
(a) লর্ড কর্নওয়ালিস (b) লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (c) ওয়ারেন হেস্টিংস (d) লর্ড ডালহৌসি

27. গদর পার্টি কোথায় গঠিত হয়েছিল?
(a) লাহোর (b) সান ফ্রান্সিসকো (c) টোকিও (d) নিউইয়র্ক

28. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতির নাম কী?
(a) দাদাভাই নওরজি (b) আবুল কালাম আজাদ (c) উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি (d) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি

29. কার রাজত্বকালে ইবন বতুতা ভারতে এসেছিলেন?
(a) গিয়াসুদ্দিন তুঘলক (b) মহম্মদ বিন তুঘলক (c) হর্ষবর্ধন (d)

দ্বিতীয় পুলকেশী

30. দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবর্তক কে ছিলেন?
(a) মহম্মদ ইকবাল (b) মহম্মদ আলি জিন্না (c) জন মার্শাল (d) স্যার সৈয়দ আহমদ খান

31. জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার সম্পাদকের নাম:
(a) রাজা রামমোহন রায় (b) বিবেকানন্দ (c) সুমিত সরকার (d) ডিরোজিও

32. 'আমি একজন সমাজতন্ত্রবাদী' কোন কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন?
(a) সুভাষচন্দ্র বসু (b) চিত্তরঞ্জন দাশ (c) বিপিনচন্দ্র পাল (d) জওহরলাল নেহরু

33. দিল্লির সুলতানিতে কোন বিখ্যাত কবিকে 'হিন্দুস্থানের তোতা' বলে অবিহিত করা হয়েছে?
(a) আলবেরুনি (b) আমির খসরু (c) উৎবি (d) কেউই নন

34. 'শের-ই-পাঞ্জাব' নামে কে পরিচিত?
(a) ভগৎ সিং (b) চিত্তরঞ্জন দাশ (c) লালা লাজপত রায় (d) রণজিৎ সিং

35. ভারত সর্বপ্রথম কীভাবে ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে আসে?
(a) মালাবার উপকূলে আরব বণিকগণ দ্বারা (b) আরবদের সিন্ধু আক্রমণ দ্বারা (c) তুর্কিদের ভারত আক্রমণ দ্বারা (d) সুফি ফকিরগণ এবং আরবীয় পরিব্রাজক দ্বারা

36. স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতার নাম কী?
(a) লিকাৎ হোসেন (b) মহম্মদ আলি জিন্না (c) স্যার সৈয়দ আহমেদ খান (d) লিয়াকৎ আলি খান

37. কোন মুঘল সম্রাটের শাসনকালে নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেছিলেন?
(a) মহম্মদ শাহ (b) শাহ আলম (c) ফারুখসিয়া (d) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

38. আজাদ হিন্দ ফৌজ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
(a) মোহন সিং (b) সুভাষচন্দ্র বসু (c) রাসবিহারী বোস (d) চিত্তরঞ্জন দাশ

39. সিপাহি বিদ্রোহের সময় দিল্লির মুঘল সম্রাট ছিলেন:
(a) দ্বিতীয় শাহ আলম (b) বাহাদুর শাহ জাফর (c) দ্বিতীয় আলমগীর (d) ওপরের কোনওটিই নয়

40. উর্দু ভাষার জন্ম হয়:
(a) খলজির সময়ে (b) সুলতানি যুগে (c) মুঘল যুগে (d) গুপ্ত যুগে

41. 1857 সালের বিদ্রোহে কে অংশগ্রহণ করেন নি?
(a) তাঁতিয়া টোপি (b) নানা সাহেব (c) কুনওয়ার সিং (d) লালা লাজপত রায়

42. কোন গভর্নর জেনারেল ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের উদ্যোগী হয়েছিলেন?
(a) লর্ড রিপন (b) লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (c) লর্ড কার্জন (d) লর্ড কর্নওয়ালিশ

43. কাকে ভারতের সাদা বিপ্লবের জনক বলা হয়?
(a) এম এস স্বামীনাথন (b) স্যাম পিত্রোদা (c) ভার্গিস ক্যুরিয়েন (d) কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি

44. দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেব কোন রাজসভা অলংকৃত করতেন?
(a) লক্ষ্মণ সেন (b) সমুদ্রগুপ্ত (c) কণিষ্ক (d) মিহিরভোজ

45. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে প্রথম নির্বাচিত মুসলমান সভাপতির নাম:
(a) মহম্মদ আলি জিন্না (b) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (c) বদরুদ্দিন তায়েবজি (d) রহমত চৌধুরি আলি

46. 'সারভেন্ট অব ইন্ডিয়া' সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন:
(a) বিপিনচন্দ্র পাল (b) বালগঙ্গাধর তিলক (c) ভি ডি সাভারকার (d) রামমোহন রায়

47. দিল্লির কোন সুলতান একটি অশোক স্তম্ভ দিল্লিতে নিয়ে এসেছিলেন?
(a) ফিরোজশাহ তুঘলক (b) জালালউদ্দিন খিলজি (c) কুতুবউদ্দিন আইবক (d) ইলতুৎমিস

48. 'Life Divine'-এর লেখক কে?
(a) বারীন্দ্র ঘোষ (b) স্বামী বিবেকানন্দ (c) অরবিন্দ ঘোষ (d) সিস্টার নিবেদিতা

49. মুসলিম লিগ অন্তর্বর্তী সরকারে কবে যোগদান করেছিল?
(a) অক্টোবর 1946 (b) নভেম্বর 1946 (c) ডিসেম্বর 1946 (d) জানুয়ারি 1947

50. ব্রহ্মসভায় প্রথম সচিব কে ছিলেন?
(a) তারাচাঁদ চক্রবর্তী (b) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (c) রামমোহন রায় (d) দ্বারকানাথ ঠাকুর

51. নীচের কে হোমরুল আন্দোলনের নেতা ছিলেন?
(a) চিত্তরঞ্জন দাশ (b) অরবিন্দ ঘোষ (c) অ্যানি বেসান্ত (d) বিপিনচন্দ্র পাল

52. নীচের মধ্যে কে চট্টগ্রামের পাহাড়গুলিতে সাহেবদের ক্লাব আক্রমণ করেছিলেন?
(a) লালা লাজপত রায় (b) বিপিনচন্দ্র পাল (c) প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (d) সূর্য সেন

53. কত সালে স্যাডলার কমিশন গঠিত হয়েছিল?
(a) 1915 সালে (b) 1916 সালে (c) 1917 সালে (d) 1918 সালে

54. কোন নদীর তীরে মেহেরগড় সভ্যতা অবস্থিত?
(a) সিন্ধু (b) কালিবঙ্গান (c) শতদ্রু (d) বোলান

55. নীচের মধ্যে কে সর্বপ্রথম ঘোড়ার পিঠে ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করেন?
(a) শেরশাহ (b) হুমায়ুন (c) জাহাঙ্গির (d) আকবর

56. কে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করেন?
(a) ডালহৌসি (b) লর্ড রিপন (c) কর্ণওয়ালিশ (d) লর্ড বেন্টিঙ্ক

57. দিব্যক কোন বিদ্রোহের একজন উল্লেখযোগ্য নেতার নাম?
(a) সাঁওতাল বিদ্রোহ (b) মুন্ডা বিদ্রোহ (c) কৃষক বিদ্রোহ (d) কৈবর্ত্য বিদ্রোহ

58. নীচের মধ্যে কে অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছেন?
(a) সুভাষচন্দ্র বসু (b) গান্ধীজি (c) জওহরলাল নেহরু (d) মহম্মদ আলি জিন্না

59. কত সালে সিমলা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
(a) 1942 (b) 1945 (c) 1950 (d) 1946

60. 'Grand old Man of India' এই উক্তিটি কার সম্বন্ধে?
(a) লালা লাজপত রায় (b) চিত্তরঞ্জন দাশ (c) গান্ধীজি (d) দাদাভাই নওরজি

61. 'Prophet of Indian Nationalism' এই বিখ্যাত উক্তিটি কার সম্পর্কে?
(a) অরবিন্দ ঘোষ (b) উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি (c) রাজা রামমোহন রায় (d) স্বামী বিবেকানন্দ

62. শেরশাহের সেনাপতির নাম:
(a) জয়সিংহ (b) শায়েস্তা খাঁ (c) মান সিংহ (d) ব্রহ্মজিৎ গৌড়

63. কত সালে গান্ধী আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
(a) 1931 (b) 1941 (c) 1943 (d) 1946

64. কত সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
(a) 1896 (b) 1893 (c) 1898 (d) 1905

65. নীচের কার নাম অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে?
(a) বিপিনচন্দ্র পাল (b) বালগঙ্গাধর তিলক (c) সীমান্ত গান্ধী (d) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি
66. স্বত্ববিলোপ নীতির প্রবর্তক কে?
(a) লর্ড ক্যানিং (b) লর্ড ডালহৌসি (c) লর্ড কর্নওয়ালিশ (d) লর্ড ওয়েলেসলি
67. কোন সম্রাটের দরবারে ঐতিহাসিক আবুল ফজল ছিলেন?
(a) বাবর (b) শাহজাহান (c) জাহাঙ্গির (d) আকবর
68. মিনান্দার ছিলেন:
(a) দ্রাবিড় রাজা (b) মৌর্য রাজা (c) ইন্দো গ্রিক রাজা (d) আলেকজান্ডারের সৈন্য
69. দাক্ষিণাত্যে প্রথম মুসলিম আক্রমণ কার ——— রাজত্বকালে ঘটেছিল?
(a) আলাউদ্দিন খলজি (b) জালালউদ্দিন খলজি (c) বলবন (d) কেউই নন
70. ভারত যখন স্বাধীন হয়, তখন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন:
(a) মহাত্মা গান্ধী (b) সর্দার প্যাটেল (c) জওহরলাল নেহরু (d) জে বি কৃপালিনী
71. ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি কে ছিলেন?
(a) সরোজিনী নাইডু (b) অরুণা আসফ আলি (c) অ্যানি বেসান্ত (d) কেউই নন
72. ভারতে রাজকীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহ কবে ঘটেছিল?
(a) 1946 সালের ফেব্রুয়ারি (b) 1946 সালের অগস্ট (c) 1946 সালের নভেম্বর (d) 1945 সালের ফেব্রুয়ারি
73. ভারতে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নাম কী ছিল?
(a) চার্চিল (b) ম্যাকডোনাল্ড (c) অ্যাটলি (d) লয়েড জর্জ
74. সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ঘোষণা করেন:
(a) মাউন্টব্যাটেন (b) অ্যাটলি (c) লর্ড রিপন (d) র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড
75. নীচের মধ্যে কে ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য ছিলেন না?
(a) স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস (b) এম ডি আলেকজান্ডার (c) পেথিক লরেন্স (d) সাইমন
76. কেরলে বর্ষা শুরু হয়:
(a) 8 জুন (b) 9 জুন (c) 10 জুন (d) কোনওটিই নয়
77. ——— দেশের সাহায্যে ভিলাই লৌহ ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠে?
(a) অস্ট্রেলিয়া (b) আমেরিকা (c) ব্রিটেন (d) রাশিয়া
78. কোন নদীর তীরে গান্ধীনগর রয়েছে?
(a) নর্মদা (b) কাবেরী (c) সবরমতী (d) ব্রহ্মপুত্র
79. কোন রাজ্যে শিবসমুদ্রম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে?
(a) অন্ধ্রপ্রদেশ (b) মধ্যপ্রদেশ (c) কর্নাটক (d) উত্তরপ্রদেশ
80. নীচের কোন অঞ্চলের ভূমিরূপ হল বালিয়াড়ি?
(a) পাঞ্জাব (b) মধ্যপ্রদেশ (c) মহারাষ্ট্র (d) পশ্চিম রাজস্থান
81. ভারতে প্রথম পারমাণবিক কেন্দ্র কোনটি?
(a) তারাপুর (b) নারোরা (c) ট্রম্বে (d) পোখরান
82. কোন জেলার সদর দপ্তর বালুরঘাট?
(a) পুরুলিয়া (b) বর্ধমান (c) দক্ষিণ দিনাজপুর (d) উত্তর দিনাজপুর
83. নীচের কোন রাজ্যের মধ্যে দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা গিয়েছে?
(a) উত্তরপ্রদেশ (b) মধ্যপ্রদেশ (c) অন্ধ্রপ্রদেশ (d) মহারাষ্ট্র
84. কোনও বস্তুর ওজন সর্বাধিক হবে:
(a) পৃথিবীর পৃষ্ঠে (b) পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত ওজনের একই মান হবে (c) পৃথিবীর থেকে অসীম দূরত্বে (d) পৃথিবীর কেন্দ্রে
85. পশ্চিমবঙ্গের বাগিচা কৃষি নীচের জেলার বৈশিষ্ট্য:
(a) হাওড়া (b) বর্ধমান (c) বাকুড়া (d) দার্জিলিং
86. গঙ্গা নদী সমুদ্রে প্রবাহিত হয়:
(a) ব-দ্বীপের মাধ্যমে (b) মোহনার মাধ্যমে (c) পাখির পায়ের মতো মোহনার মাধ্যমে (d) কোনওটিই নয়
87. ভারতের একটি বিখ্যাত শীতল জলের প্রস্রবন হল:
(a) তাতাপানি (b) অনন্তনাগ (c) ভেরনাগ (d) কোনওটিই নয়
88. কোন মাসে ভারতে দিনের দৈর্ঘ্য বেশি হয়?
(a) ডিসেম্বর (b) মার্চ (c) এপ্রিল (d) জুন
89. এমন দু'টি রাজ্যের নাম লিখুন যারা কাবেরী নদীর জল বণ্টন নিয়ে বিবাদমান?
(a) কর্নাটক ও মহারাষ্ট্র (b) কর্নাটক ও তামিলনাড়ু (c) কেরল ও অন্ধ্রপ্রদেশ (d) কোনওটিই নয়
90. শ্রীনগর কোন নদীর তীরে রয়েছে?
(a) শতদ্রু (b) পাঞ্জাব (c) ঝিলাম (d) ইরাবতী
91. কোন রাজ্য সরকার সম্প্রতি Revv UP নামে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রোগ্রাম লঞ্চ করল?
(a) কর্নাটক (b) তেলেঙ্গানা (c) মধ্যপ্রদেশ (d) কেরল
92. কোন সরকার সম্প্রতি একবার ব্যবহারযোগ্য পলিথিন উৎপাদন ব্যান করল?
(a) পশ্চিমবঙ্গ (b) বিহার (c) অন্ধ্রপ্রদেশ (d) উত্তরপ্রদেশ
93. সম্প্রতি কোথায় 'রাজা পর্ব' নামে বিখ্যাত উৎসব অনুষ্ঠিত হল?
(a) মহারাষ্ট্র (b) ওড়িশা (c) পাঞ্জাব (d) কর্নাটক
94. World Giving Index 2021-তে ভারতের স্থান কত?
(a) 12 (b) 13 (c) 14 (d) 20
95. 'Believe' নামে আত্মজীবনী প্রকাশ করল কোন ভারতীয় ক্রিকেটার?
(a) সুরেশ রায়না (b) শচীন তেন্ডুলকর (c) সৌরভ গাঙ্গুলি (d) কেউই নন
96. কোন সরকার সম্প্রতি যুব শক্তি করোনা মুক্তি অভিযান লঞ্চ করেছে?
(a) কেরল (b) অন্ধ্রপ্রদেশ (c) তেলেঙ্গানা (d) মধ্যপ্রদেশ
97. কবে পালন করা হয় 'Global Wind Day'?
(a) 15 জুন (b) 15 অগস্ট (c) 15 জুলাই (d) 15 ডিসেম্বর
98. 'Global Skills Report 2021'-এ ভারতের স্থান কত?
(a) 15 (b) 65 (c) 78 (d) 67
99. সম্প্রতি কোন বলিউড অভিনেতা বিনামূল্যে IAS পরীক্ষার কোচিং দেওয়ার জন্য স্কলারশিপ লঞ্চ করছে?
(a) সলমন খান (b) সোনু সুদ (c) আমীর খান (d) কেউই নন
100. এ বছরের বিশ্ব শিশু শ্রম দিবসের থিম হল:
(a) Act now: End Child Labour (b) Act now: Educate Child Labour (c) Act now: Remove Child Labour (d) Act now: Strength
101. সম্প্রতি কোন সরকার লঞ্চ করল 'Knowledge Economy Mission'?
(a) বিহার (b) কেরল (c) কর্নাটক (d) কোনওটিই নয়
102. কৃষি জমির ডিজিট্যাল সার্ভে করার ঘোষণা করল:
(a) তেলেঙ্গানা (b) মধ্যপ্রদেশ (c) কেরল (d) মহারাষ্ট্র
103. Copa America 2021 হোস্ট করছে:
(a) চিন (b) জাপান (c) জার্মানি (d) ব্রাজিল

104. সম্প্রতি কোন সরকার 'Three Children Policy' আনল?
(a) ভারত (b) চিন (c) জাপান (d) জার্মানি
105. 'উড়ান স্কিম' লঞ্চ করল কাদের উদ্দেশ্যে?
(a) শিশুদের জন্য (b) মহিলাদের জন্য (c) বয়স্কদের জন্য (d) শিক্ষকদের জন্য
106. সম্প্রতি কোন রাজ্য সরকার 'আকাঙ্ক্ষা' নামে ওয়েব পোর্টাল লঞ্চ করল?
(a) তামিলনাড়ু (b) কর্নাটক (c) কেরল (d) হরিয়ানা
107. সম্প্রতি প্রয়াত হলেন ওম প্রকাশ ভরদ্বাজ, তিনি কীসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
(a) ফুটবল (b) সংগীত (c) বক্সিং (d) ক্রিকেট
108. সম্প্রতি কোথাকার বিধানসভার স্পিকার হিসাবে নির্বাচিত হলেন এম বি রাকেশ?
(a) কেরল (b) তামিলনাড়ু (c) পশ্চিমবঙ্গ (d) কর্নাটক
109. কোন রাজ্য সরকার 'সঞ্জীবনী পরিযোজনা' লঞ্চ করল?
(a) হরিয়ানা (b) কর্নাটক (c) বিহার (d) গুজরাট
110. 'অঙ্কুর স্কিম' এর মূল উদ্দেশ্যে হল:
(a) করোনা রোগীদের বাড়িতে চিকিৎসা করা (b) বর্ষাকালে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা (c) ছাত্র-ছাত্রীদের 'Digitalized' করা (d) কোনওটিই নয়
111. Global G-20 Health Summit হোস্ট করল:
(a) চিন (b) জার্মানি (c) ইতালি (d) ইংল্যান্ড
112. নীচের সংখ্যাশ্রেণির লুপ্ত সংখ্যাটি কত?
24, 25, 27, _?_, 33, 55
(a) 29 (b) 30 (c) 35 (d) 31
113. A, B এর চেয়ে লম্বা এবং C, D-এর চেয়ে লম্বা। যদি B, C -এর চেয়ে বেঁটে না হয় তবে কে সবচেয়ে লম্বা?
(a) B (b) C (c) D (d) A
114. A, B, C, D, E এবং F একটি গোলটেবিলে বসে আছে। A, E এবং F-এর মধ্যে বসে আছে। E, D-এর বিপরীতে। C, E-এর পাশে নেই। তাহলে B-এর বিপরীতে কে আছে?
(a) C (b) D (c) F (d) কেউই নন
115. একটি ছাত্রদের সারিতে সামন্তক বাঁদিক থেকে সপ্তম, ভেঙ্কট ডানদিক থেকে 12তম স্থানে অবস্থান করে। যদি তারা নিজেদের মধ্যে সিট পরিবর্তন করে তবে সামন্তক বাঁদিক থেকে 22তম হয়। ওই সারিতে কতজন ছাত্র ছিল?
(a) 29 (b) 31 (c) 40 (d) 33
116. M, P -এর পুত্র। Q, O-এর নাতনি। O আবার P-এর স্বামী তাহলে M, O-এর কে হয়?
(a) পুত্র (b) কন্যা (c) মা (d) বাবা
117. নীচের সংখ্যাগুলির মধ্যে কোনটি ব্যতিক্রম?
(a) 1381 (b) 343 (d) 8 (d) 125
118. যদি EGIK = FILD হয়, তবে FHJL = ?
(a) GJ MP (b) GJPM (c) HGMN (d) GMJO
119. নীচের সংখ্যাশ্রেণির পরবর্তী সংখ্যাটি হল:
30, 42, 56, 72, ?
(a) 84 (b) 85 (c) 86 (d) 90
120. রাধা সুনীতার থেকে ছোট কিন্তু রীতার থেকে বড়। রীতা, গীতার থেকে বড়। শ্যাম রীতার থেকে বড় কিন্তু রাধার চেয়ে ছোট। কে সর্বকনিষ্ঠ?
(a) রীতা (b) সুনীতা (c) শ্যাম (d) গীতা
121. ছয়টি ক্রমিক সংখ্যার প্রথম তিনটির সমষ্টি 27; পরের তিনটির সমষ্টি কত?
(a) 40 (b) 45 (c) 36 (d) 50
122. $(9 + 3) \div 3 \times 2 - (7 - 3 \times 2)$ এই রাশিটির মান হল:
(a) 1 (b) 4 (c) 7 (d) 6
123. 5000 টাকার 0.1% কত টাকা?
(a) 5 টাকা (b) 50 টাকা (c) 500 টাকা (d) 10 টাকা
124. $\frac{3}{4}$ ভগ্নাংশকে শতকরায় প্রকাশ করলে পাওয়া যাবে:
(a) 25% (b) 60% (c) 85% (d) 75%
125. 7, 11, 13 দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য 5 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যাটি হল:
(a) 99900 (b) 99909 (c) 99990 (d) 99099
126. কোনও আসলের ওপর $4\frac{1}{2}$% হারে 2 বছর 4 মাসের সুদ 5% হারে 1 বছর 9 মাসের সুদের থেকে 63 টাকা বেশি। আসল নির্ণয় করুন।
(a) 6,300 টাকা (b) 4,500 টাকা (c) 7,500 টাকা (d) 3,600 টাকা
127. রাম এবং শ্যামের বয়সের অনুপাত 5 : 9 এবং একজন অপর জনের থেকে 40 বছরের বড়। তাঁদের বয়সের সমষ্টি কত বছর?
(a) 180 (b) 160 (c) 140 (d) 150
128. 2.6 সেকেন্ড 6 মিনিট 30 সেকেন্ডের কত অংশ?
(a) $6\frac{1}{3}$% (b) $6\frac{2}{3}$% (c) $6\frac{1}{2}$% (d) 6%
129. কোন সংখ্যাকে 30% বৃদ্ধি করলে 39 হয়। সংখ্যাটি কত?
(a) 32 (b) 36 (c) 34 (d) 30
130. লেবেল ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে একটি লোক দেখল 280 মিটার লম্বা একটি ট্রেন তাকে 14 সেকেন্ডে অতিক্রম করছে। ট্রেনটির গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় কত ছিল?
(a) 80 কিমি (b) 66 কিমি (c) 72 কিমি (d) 5.5 কিমি
131. একজন মালি কোনও ফল বাগিচায় 5776টি বৃক্ষ এমনভাবে সারিতে সাজাল যাতে সারির সংখ্যা প্রতিসারিতে বৃক্ষের সংখ্যার সমান হয়। সারির সংখ্যা কত?
(a) 77 (b) 75 (c) 74 (d) 76
132. বার্ষিক 2% হার সুদে 360 টাকা 1 বছর 4 মাসে সুদে-আসলে কত হবে?
(a) 369.60 টাকা (b) 362.50 টাকা (c) 368 টাকা (d) 365 টাকা
133. কুচবিহার ট্রফি দেওয়া হয় যে খেলায়:
(a) ফুটবল (b) ব্রিজ (c) দাবা (d) ক্রিকেট
134. ভারতে ——— মাসে দিনের দৈর্ঘ্য বেশি হয়।
(a) ডিসেম্বর (b) জুন (c) সেপ্টেম্বর (d) মার্চ
135. বৈদিক সাহিত্যে 'বৃহি' বলতে কোন ফসলকে বোঝানো হয়েছে?
(a) চাল (b) গম (c) বার্লি (d) ভুট্টা
136. কে রচনা করেছিলেন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই'?
(a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (b) রজনীকান্ত সেন (c) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (d) মুকুন্দ দাস
137. কে লিখেছিলেন 'Why I Am Atheist'?
(a) মহাত্মা গান্ধী (b) অরবিন্দ ঘোষ (c) সুভাষচন্দ্র বসু (d) ভগৎ সিং
138. দক্ষিণ ভারতে সমুদ্রগুপ্তের নীতি কী ছিল?
(a) দিগ্বিজয় (b) যুদ্ধজয় (c) ধর্ম বিজয় (d) কোনওটিই নয়
139. বুদ্ধ এবং মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন কোন শাসক?
(a) অজাতশত্রু (b) চন্দ্রগুপ্ত (c) বিম্বিসার (d) বিন্দুসার

140. 'উলগুলান' উপজাতি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল কার দ্বারা?
(a) রানাডে (b) করয়া মালা (c) কোন্ডা ডোরা (d) বিরসা মুন্ডা
141. প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন কোন শাসক?
(a) ফিরোজশাহ তুঘলক (b) আলাউদ্দিন খলজি (c) জালালউদ্দিন খলজি (d) বলবন
142. রেল ব্যবস্থা এবং ডাক ব্যবস্থা কোন গভর্নর জেনারেলের সময় চালু হয়?
(a) লর্ড হার্ডিঞ্জ-1 (b) লর্ড ডালহৌসী (c) লর্ড বেন্টিঙ্ক (d) লর্ড অকল্যান্ড
143. সুলতান মামুদের ভারত অভিযানকে জেহাদ বলে বিশ্লেষণ করেছেন কোন ঐতিহাসিক?
(a) উৎবি (b) হেনরি ইলিয়ট (c) আলুবিরুনী (d) কেউই নন
144. ভারতের কোন গভর্নর জেনারেল আন্দামানে নিহত হয়েছিলেন?
(a) লর্ড কার্জন (b) লর্ড লিটন (c) লর্ড মেয়ো (d) লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস
145. কে ক্রিপস মিশনে প্রস্তাবগুলিকে একটি 'Post dated Cheque drawn on a failing bank' বলে আখ্যা দিয়েছেন?
(a) বি আর আম্বেদকর (b) বল্লবভাই প্যাটেল (c) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (d) মহাত্মা গান্ধী
146. লীলাবতীর ফার্সি অনুবাদ করেছিলেন কে?
(a) আবুল ফজল (b) দারা (c) ফৈজি (d) আবু তালিব কালিম
147. ভারতের বিপ্লবের জননী কাকে বলা হয়?
(a) মাতঙ্গিনী হাজরা (b) বাসন্তী দেবী (c) ভিকজি রুস্তমজি কামা (d) সরোজিনী নাইডু
148. কে বলেছিলেন 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার এবং আমি তা অর্জন করবই'?
(a) লালা লাজপৎ রায় (b) বালগঙ্গাধর তিলক (c) সুভাষচন্দ্র বসু (d) শ্রী অরবিন্দ
149. থিওসফিক্যাল সোসাইটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভারতে কোথায় অবস্থিত ছিল?
(a) ভোল্লার (b) বেলুড় (c) আভাদি (d) আদায়ার
150. 'সব লাল হো জায়েগা' কে বলেছিলেন?
(a) তেগ বাহাদুর (b) গুরু গোবিন্দ সিং (c) রঞ্জিত সিং (d) অজিত সিং
151. ভারতের কোন রাজ্যে আখের উৎপাদন সর্বাধিক?
(a) অন্ধ্রপ্রদেশ (b) তামিলনাড়ু (c) উত্তরপ্রদেশ (d) মহারাষ্ট্র
152. প্রখ্যাত একটি পাখিরালয়ের নাম লিখুন?
(a) বন্দিপুর জাতীয় উদ্যান (b) সুন্দরবন (c) গির অরণ্য (d) কেউলাদেও ঘানা অভয়ারণ্য
153. মহাত্মা গান্ধী জলপ্রপাত কোন নদীর ওপর অবস্থিত?
(a) কৃষ্ণা (b) কাবেরী (c) গোদাবরী (d) সরাবতী
154. পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের নাম কী?
(a) উদয়গিরি (b) অন্নপূর্ণা (c) ধবলগিরি (d) সান্দাকফু
155. লখনউ কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(a) কাবেরী (b) লুনী (c) গোমতী (d) সুবর্ণরেখা
156. ভারতের বৃহত্তম লবণাক্ত হ্রদ কোনটি?
(a) ডাল (b) উলার (c) চিলকা (d) সম্বর
157. ভারতের বহুমুখী নদী পরিকল্পনা কোনটি?
(a) ভাকরা নাঙ্গাল পরিকল্পনা (b) হীরাকুদ পরিকল্পনা (c) দামোদর পরিকল্পনা (d) নার্গাজুন সাগর পরিকল্পনা
158. ভারতের কোন রাজ্যে যোগ জলপ্রপাত অবস্থিত?
(a) মহীশুর (b) হায়দ্রাবাদ (c) দার্জিলিং (d) ঝাড়খণ্ড
159. কোন পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ধূপগড়?
(a) পশ্চিমঘাট (b) বিন্ধ্য (c) নীলগিরি (d) সাতপুরা
160. কোন রাজ্যে বন্দীপুর জাতীয় উদ্যান রয়েছে?
(a) মধ্যপ্রদেশ (b) অন্ধ্রপ্রদেশ (c) রাজস্থান (d) কর্নাটক
161. কোন জেলায় মাতলা নদী রয়েছে?
(a) দক্ষিণ ২৪ পরগনা (b) বর্ধমান (c) হুগলি (d) পূর্ব মেদিনীপুর
162. কোন দু'টি দেশের সীমান্ত রেখা ডুরান্ড লাইন?
(a) ভারত-আফগানিস্থান (b) ভারত-চিন (c) ভারত-পাকিস্তান (d) পাকিস্তান-আফগানিস্থান
163. ভারতের কত শতাংশ লোক পশ্চিমবঙ্গে বাস করে?
(a) 7.55% (b) 9.12% (c) 8.24% (d) 6%
164. পৃথিবী পৃষ্ঠের কোন অংশে জীবন বিরাজ করে?
(a) বায়োস্ফিয়ার (b) লিথোস্ফিয়ার (c) হাইড্রোস্ফিয়ার (d) ওপরের কোনওটিই নয়
165. ভারতের কোন রাজ্যে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ সব থেকে বেশি?
(a) পশ্চিমবঙ্গ (b) ওড়িশা (c) ঝাড়খণ্ড (d) ছত্রিশগড়
166. কত সালে গঙ্গাজল চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে?
(a) 1995 (b) 1997 (c) 1998 (d) 1996
167. কোন মানচিত্রের সাহায্যে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় বিশ্লেষণ করা হয়?
(a) অক্সফোর্ড অ্যাটলাস (b) জি আই এস (c) টোপোগ্র্যাফিকাল মানচিত্র (d) স্যাটেলাইট মানচিত্র
168. ভদ্রাবতীর লৌহ ইস্পাত কেন্দ্রে আকরিক লোহা আসে কোথা থেকে?
(a) বোনাই (b) বাবাবুদান পাহাড় (c) কেওনঝড় (d) বৈলাডিলা
169. কোন নদীর ওপর ফারাক্কা প্রকল্প রয়েছে?
(a) গঙ্গা ও ময়ূরভঞ্জ (b) গঙ্গা ও কোশি (c) গঙ্গা ও ভাগীরথী (d) ওপরের কোনওটিই নয়
170. পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কোন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন?
(a) Drafting Committee (b) Expert Committee (c) Steering Committee (d) Union Powers Committee
171. অর্থবিল সম্পর্কিত কোনও বিরোধ দেখা দিলে কার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত?
(a) অর্থমন্ত্রী (b) রাষ্ট্রপতি (c) স্পিকার (d) প্রধানমন্ত্রী
172. সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে কত তম সংশোধনীতে বাতিল হয়ে যায়?
(a) 46তম (b) 42তম (c) 40তম (d) 44তম
173. বাজেটের কথা বলা হয়েছে সংবিধানের কত নম্বর ধারাতে?
(a) 368 (b) 120 (c) 112 (d) 110
174. লোকসভার প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন?
(a) ডঃ জি এস ধিলন (b) জে ভি মাভলঙ্কার (c) এম আয়েঙ্গার (d) ওপরের কোনওটিই নয়
175. সংবিধানের কত নম্বর ধারাতে অর্থবিল (Money Bill)-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে?
(a) 310 (b) 111 (c) 110 (d) 210
176. ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা কত বার সংশোধিত হয়?
(a) 93 বার (b) 100 বার (c) 5 বার (d) ওপরের কোনওটিই নয়
177. সংবধানের 21 নম্বর ধারাতে কী বলা হয়েছে?
(a) জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা (b) ধর্মীয় স্বাধীনতা (c) বাক স্বাধীনতা (d) ওপরের কোনওটিই নয়

178. কত নম্বর ধরায় উপাধি (Title) ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে?
(a) 17 (b) 28 (c) 18 (d) 19
179. অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ (Untouchability) সংবিধানের কত নম্বর ধারাতে বলা হয়েছে?
(a) Art-18 (b) Art-28 (c) Art-17 (d) Art-29
180. খসড়া কমিটির সভাপতি কে ছিলেন?
(a) সচ্চিদানন্দ সিনহা (b) নেহরু (c) রাজেন্দ্রপ্রসাদ (d) ডঃ বি আর আম্বেদকর
181. কৃষিক্ষেত্রে ঋণাত্মক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়?
(a) চতুর্থ (b) যষ্ঠ (c) সপ্তম (d) তৃতীয়
182. কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মিড-ডে-মিল শুরু হয়?
(a) সপ্তম (b) নবম (c) দশম (d) অষ্টম
183. অপারেশন বর্গা কী?
(a) বর্গাদার উচ্ছেদ কর্মসূচি (b) প্রজাদের জমির সার্বজনীন নিবন্ধীকরণের কর্মসূচি (c) জমিদার ও বর্গাদারের মধ্যে জমির ফসল বণ্টনের স্বীকৃতি (d) ওপরের কোনওটিই নয়
184. ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্য:
(a) অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে বণ্টন ন্যায়বিচার (b) উৎপাদন বৃদ্ধি (c) গ্রামে বসবাসকারী মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি (d) ওপরের সবক'টি
185. IRDP-এর অর্থ:
(a) Integrated Regional Development Programme (b) Integrated Rural Development Programme (c) Integrated Road Development Programme (d) ওপরের কোনওটিই নয়
186. ব্যাঙ্ক সমূহ যে জায়গায় পারস্পরিক দাবিদাওয়া ও লেনদেন মিটিয়ে নেয় তার নাম:
(a) স্কট এক্সচেঞ্জ (b) সংগ্রহ কেন্দ্র (c) ট্রেজারি (d) ক্লিয়ারিং হাউস
187. নীচের কোনটি জাতীয় আয়ের পরিমাপের পদ্ধতি নয়?
(a) ব্যয় পদ্ধতি (b) আয় পদ্ধতি (c) রপ্তানি-আমদানি পদ্ধতি (d) উৎপাদন পদ্ধতি
188. মৌলিক কর্তব্যসমূহ ভারতীয় সংবিধানের কোন অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?
(a) নবম তফশিল (b) 42 তম সংশোধনী (c) মৌলিক অধিকারের অধ্যায় (d) রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতির অধ্যায়
189. ভারতের রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা নীতিগুলির সঙ্গে ——— মিল রয়েছে।
(a) USA-এর সংবিধান (b) Ireland-এর সংবিধানের (c) UK -এর সংবিধানের (d) ওপরের কোনওটিই নয়
190. ভারতীয় পরিকল্পনাকালে নীচের মধ্যে কোনটি দ্রুততম বৃদ্ধি হয়েছে?
(a) সেবাক্ষেত্র (b) শিল্পক্ষেত্র (c) কৃষিক্ষেত্র (d) ওপরের কোনওটিই নয়
191. কত সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের বিলোপ ঘটানো হয়েছিল?
(a) 1987 (b) 1971 (c) 1969 (d) 1965
192. ভারতের সংবিধানে 25 নম্বর ধারায় উল্লেখ আছে:
(a) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (b) সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষার অধিকার (c) ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার (d) সরকারি প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা
193. লোহা ও পিতলের দ্বি-ধাতব পাত গরম করলে বেঁকে যাবার কারণ:
(a) লোহা ও পিতল তাপে নরম হয়ে যায় (b) লোহা ও পিতলের আপেক্ষিক তাপ বিভিন্ন (c) ওদের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক বিভিন্ন (d) উত্তপ্ত হলে ওদের উষ্ণতা সমান থাকে না
194. একটি দণ্ড চুম্বকের দৈর্ঘ্য বলতে বোঝায়:
(a) ওর মোট দৈর্ঘ্য (b) ওর কেন্দ্র থেকে মেরুর দূরত্ব (c) ওর প্রস্থ (d) ওর মেরুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব
195. কোনও তারের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ ও প্রস্থচ্ছেদ দ্বিগুণ করলে ওর রোধ:
(a) অপরিবর্তীত থাকবে (b) চার গুণ বাড়বে (c) চার গুণ কমবে (d) দ্বিগুণ বাড়বে
196. একজন পুরুষের রক্ত সংবহন তন্ত্রে রক্তের পরিমাণ:
(a) দশ লিটার (b) এক লিটার (c) পাঁচ লিটার (d) দু'লিটার
197. কোন গ্যাস আগুন নেভাতে ব্যবহৃত হয়?
(a) N_2 (b) H_2 (c) CO_2 (d) SO_4
198. কোন মৌল দ্বারা অধিকাংশ জৈব যৌগ গঠিত হয়?
(a) নাইট্রোজেন (b) অক্সিজেন (c) হাইড্রোজেন (d) কার্বন
199. নীচের পদার্থগুলির মধ্যে কোন পদার্থটি শুধুমাত্র কার্বন থেকে তৈরি হয়?
(a) অ্যাসিটিক অ্যাসিড (b) গ্রাফাইট (c) চিনি (d) মিথেন
200. কোন দু'টি গ্যাস অ্যামোনিয়া তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়?
(a) H_2 ও N_2 (b) CH_4 (c) N_2 ও O_2 (d) O_2 ও NO_2

উত্তর

1(a), 2(a), 3(b), 4(b), 5(a), 6(a), 7(b), 8(c), 9(b), 10(d), 11(a), 12(a), 13(a), 14(a), 15(a), 16(a), 17(c), 18(a), 19(b), 20(d), 21(a), 22(b), 23(a), 24(b), 25(b), 26(a), 27(b), 28(c), 29(b), 30(d), 31(d), 32(d), 33(b), 34(d), 35(a), 36(a), 37(a), 38(c), 39(b), 40(b), 41(d), 42(c), 43(c), 44(a), 45(c), 46(c), 47(a), 48(c), 49(a), 50(d), 51(c), 52(d), 53(c), 54(d), 55(a), 56(d), 57(d), 58(c), 59(b), 60(d), 61(d), 62(d), 63(a), 64(a), 65(c), 66(b), 67(d), 68(c), 69(b), 70(d), 71(a), 72(a), 73(c), 74(d), 75(d), 76(d), 77(d), 78(c), 79(c), 80(d), 81(a), 82(c), 83(b), 84(a), 85(d), 86(a), 87(c), 88(d), 89(b), 90(c), 91(b), 92(b), 93(b), 94(c), 95(a), 96(d), 97(a), 98(d), 99(b), 100(a), 101(b), 102(a), 103(d), 104(b), 105(b), 106(b), 107(c), 108(a), 109(a), 110(b), 111(c), 112(d), 113(d), 114(c), 115(d), 116(a), 117(a), 118(a), 119(d), 120(d), 121(c), 122(c), 123(a), 124(d), 125(d), 126(d), 127(c), 128(b), 129(d), 130(c), 131(d), 132(a), 133(d), 134(b), 135(a), 136(b), 137(d), 138(a), 139(c), 140(a), 141(d), 142(b), 143(a), 144(c), 145(d), 146(c), 147(c), 148(b), 149(d), 150(c), 151(c), 152(d), 153(d), 154(d), 155(c), 156(d), 157(a), 158(a), 159(d), 160(d), 161(a), 162(d), 163(a), 164(a), 165(c), 166(d), 167(d), 168(d), 169(c), 170(d), 171(c), 171(b), 173(c), 174(b), 175(c), 176(d), 177(a), 178(c), 179(c), 180(d), 181(d), 182(d), 183(d), 184(d), 185(b), 186(d), 187(c), 188(b), 189(b), 190(a), 191(c), 192(c), 193(c), 194(d), 195(a), 196(c), 197(c), 198(d), 199(b), 200(a).

সমাধান

112(d): 24 → 25 → 27 → 31 → 39 → 55
+1, +(1 ×2), +(2×2), +(4×2), +(8×2)

113(d):

* D C B A
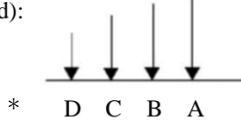
114(c):
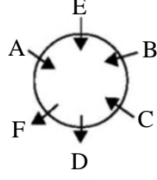
∴ A, E এবং F এর মধ্যে বসে আছে

∴ E, D-এর বিপরীতে বসে আছে

∴ B-এর বিপরীতে F আছে।

115(d): মোট ছাত্রসংখ্যা = (22 + 12) – 1 = 33.

116(a):
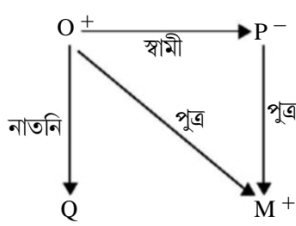
∴ M, O-এর ছাত্র।

117(a): 1381 ব্যতীত বাকি সংখ্যাগুলি যথাক্রমে 7, 2 এবং 5 এর ঘন।

$(7)^3 = 243, (2)^2 = 8, (5)^3 = 125.$

118(a): E G I K

↓+1 ↓+2 ↓+3 ↓+4

F I L O

একইভাবে, F H J L

↓+1 ↓+2 ↓+3 ↓+4

G J M P

119(d): 30 42 56 72 ☐

+12 +14 +16 +18

120(d):

121(c): প্রথম তিনটি গড় = $\frac{27}{3} = 9$

∴ পরবর্তী তিনটির গড় ও বেশি অর্থাৎ 9 + 3 = 12

∴ সমষ্টি = 12 × 3 = 36.

122(c): $(9 + 3) \div 3 \times 2 - (7 - 3 \times 2)$

$= 12 \div 3 \times 2 - (7 - 6)$

$= 12 \times \frac{1}{3} \times 2 - 1$

$= 8 - 1 = 7.$

123(a): $5000 \times \frac{0.1}{100} = 5000 \times \frac{1}{1000} = 5.$

124(d): $\frac{3}{4} = \frac{3}{4} \times 100\% = 75\%.$

125(d): $\frac{99999}{1001}$

1001) 99999 (99
9009
9909
9009
900

∴ 99999 – 900 = 99099.

126(d): $P \times \frac{4\frac{1}{2}}{100} \times \frac{28}{12} - P \times \frac{5}{100} \times \frac{21}{12} = 63$

বা, $P \times \frac{9}{2} \times 28 - P \times 5 \times 21$

$= 63 \times 1200$

বা, P(126 – 105) = (3 × 1200)

∴ P = 3600.

127(c): 9x – 5x = 40

∴ x = 10

∴ 9x + 5x = 14x = 140 বছর।

128(b): $\frac{26}{390}$ অংশ $= \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$ অংশ

$= \frac{1}{15} \times 100$ শতাংশ $= 6\frac{2}{3}\%.$

129(d): x + x-এর 30% = 39

∴ $\frac{130x}{100} = 39$

∴ x = 30.

130(c): 14 সেকেন্ডে 280 মিটার

∴ 3600 সেকেন্ডে $280 \times \frac{3600}{14}$ মিটার

= 72000 মিটার = 72 কিলোমিটার।

131(d): সারির সংখ্যা $= \sqrt{5776} = 76$টি।

132(a): $I = \frac{PRT}{100} = \frac{360 \times 2 \times \frac{16}{12}}{100}$

$= \frac{36 \times 2 \times 16}{10 \times 12} = \frac{96}{10} = 9.60$ টাকা সুদ

∴ সুদে-আসলে = 360 + 9.60

= 369.60 টাকা।

প্রস্তুত করেছেন: ***ধীমান ঘোষ***

ডব্লু বি সি এস মেন পরীক্ষার প্রস্তুতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক পর্যায়ের সর্বোচ্চ চাকরি ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (এক্সিকিউটিভ) বা ডব্লু বি সি এস-এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয়ে গেছে। এবার মেন পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষায় 'সি' ও 'ডি' গ্রুপের পরীক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে মোট ছ'টি পত্রের উত্তর দিতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রে থাকবে যথাক্রমে বাংলা ও ইংরেজি, তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রে জেনারেল স্টাডিজ সংক্রান্ত প্রশ্ন, পঞ্চম পত্রে ভারতের সংবিধান, অর্থনীতি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা এবং ষষ্ঠ পত্রে অ্যারিথমেটিক ও রিজনিং। 'এ' ও 'বি' গ্রুপের পরীক্ষার্থীরা এ-ছাড়াও ঐচ্ছিক বিষয়ের দু'টি পত্রে পরীক্ষা দেবেন। যাঁরা এ বছর এই পরীক্ষা দিচ্ছেন, তাঁদের এখন শেষ লগ্নের প্রস্তুতি চলছে। এখানে কয়েকটি কম্পালসরি ও অপশনাল পত্রের নমুনা প্রশ্ন প্রকাশ করা হল।

কম্পলসারি বাংলা

প্রথম পত্র

ঐতিহ্য ও পুরাকীর্তি সংরক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ— এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

ঐতিহ্য সংরক্ষণ: সামাজিক দায়বদ্ধতা

পশ্চিমবঙ্গের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে একাধিক পুরাকীর্তি যেগুলি আঞ্চলিক ইতিহাসের সূত্র ধরে জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যের স্মারক হয়ে উঠেছে। মেদিনীপুর জেলা মোগলমারি থেকে শুরু করে উত্তর ২৪ পরগনার চন্দ্রকেতুগড় পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা এই ধরনের অসংখ্য পুরাকীর্তি আজ সচেতনতার অভাবে প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের একাধিক পুরাকীর্তি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া অধিগ্রহণ করায় সেই স্থানগুলি কিছুটা পর্যটকদের আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া ভারতের একাধিক স্থাপত্য নিদর্শনকে সরকারি সংগ্রহশালায় স্থান দেওয়ায় সেগুলি ধ্বংসের হাত থেকে অনেকটাই রক্ষা পেয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও পুরাকীর্তি দেশের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যের সাক্ষী। বর্তমান সময়ে ভারতের মতো যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় বৈচিত্রপূর্ণ সংস্কৃতিকে এক সূত্রে বেঁধে রাখার জন্য প্রয়োজন অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা মিশ্রিত অহংকার। আজকের ভারতীয় সংস্কৃতি যে পরম্পরাগত সংস্কৃতি চর্চার ফলশ্রুতি, পুরাকীর্তি ও ঐতিহ্যই তা মানুষের কাছে তুলে ধরে। কিন্তু বর্তমানে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অর্থকরী বিষয়ের চর্চা যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্বের মতো মানবিকীবিদ্যার চর্চা ততটাই উপেক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্রের বিষয়টিও মানুষের কাছে স্পষ্ট না হওয়ায় পুরাকীর্তি সংরক্ষণের বিষয়ে অনীহা দেখা দিচ্ছে। স্কুলের পাঠ্যসূচির বাইরে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনে অতীত সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা প্রয়োজন। বর্তমান 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া' যে অতীতের ওপরেই নির্ভরশীল, এই বোধ মানুষের মধ্যে জাগ্রত করে যদি সচেতনতার প্রসার ঘটানো যায় তাহলেই ভারতের বিশ্বনন্দিত ঐতিহ্য সংরক্ষণ সম্ভব হবে।

মানবাধিকার বর্তমানে এক বহু আলোচিত বিষয়— এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

মানবাধিকার: বর্তমান সমাজ প্রেক্ষিতে

সুস্থভাবে বাঁচা ও বেড়ে ওঠার অধিকার, আশ্রয়, খাদ্য, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইত্যাদি মানুষের জন্মার্জিত অধিকার। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে এই অধিকার বিঘ্নিত হলে মানবাধিকারের প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিককালে ভারতে রাজনৈতিক পেশি শক্তির প্রাবল্যে অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে দমন করায় মানবাধিকার যেমন লঙ্ঘিত হচ্ছে, তেমনই নারী নির্যাতন, অস্পৃশ্যতাকে হাতিয়ার করে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষকে নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত করাও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমতুল্য। অপরাধীদের মানবাধিকার থাকা উচিত কিনা এই বিষয়টি বর্তমানে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু মানবাধিকার বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণার অভাব রয়েছে। তাছাড়া ভারতের এক বড় অংশের মানুষ শিক্ষা-স্বাস্থ্য, বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়ে অনেকটা পিছিয়ে থাকায় মানবাধিকার বিষয়টি তাদের কাছে অলীক কল্পনার মতো। সোস্যাল মিডিয়া যেমন এই ব্যাপারে সচেতনতা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে, তেমনই বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমে এই বিষয়ে 'প্যানেল ডিসকাশন'ও কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। মানুষের জীবনের মানোন্নয়নের মধ্যেই নিহিত আছে মানবাধিকার। তাই রাজনৈতিক চাপমুক্ত উন্নত আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোকে ভিত্তি করে সমাজ গঠন করতে পারলে প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস পালন সার্থক হয়ে উঠবে।

*প্রস্তুত করেছেন: **অমিত সেন***

অপশনাল ইতিহাস (প্রথম পত্র, ইউনিট-এ)

Q. How far the Gupta period should be considered as the Golden Period of Indian history?

300-600 খ্রিস্টাব্দের সময়কালে বিভিন্ন শিল্পী-সাহিত্যিক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের বিশিষ্ট অবদানে শিল্প-সংস্কৃতি উচ্চতর মর্যাদা লাভ করায় পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকরা গুপ্ত যুগকে সুবর্ণযুগ আখ্যা দিয়েছেন। নান্দনিক উৎকর্ষের চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছানো এই যুগকে প্রাচীন গ্রিসের পেরিক্লিসের যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন ঐতিহাসিক বার্লেট। ভিনসেন্ট স্মিথ এই যুগকে যেমন এলিজাবেথীয় ও স্টুয়ার্ট যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন, তেমনই কে এম মুন্সী বলেছেন যে গুপ্ত সম্রাট ভারতে নবজাগরণের নেতৃত্ব দেন। কুষাণ যুগে সংস্কৃতির জাগরণের যে নতুন ধারা শুরু হয় গুপ্তযুগে তা পরিণত রূপ লাভ করে। গুপ্ত সম্রাটরা দেশে শান্তি ও সুস্থিতি প্রতিষ্ঠা করেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবেশ তৈরি হয়, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সাংস্কৃতিক জাগরণের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ তৈরি হয়।

প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গুপ্তযুগকে সাধারণভাবে ধ্রুপদী যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। গুপ্ত সম্রাটরা ছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুরাগী সমর্থক। তাদের উৎসাহে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হলেও তারা প্রাকৃত ভাষাকে অবহেলা করেননি। সমুদ্রগুপ্ত 'কৃষ্ণচরিতম' নামে এক কাব্যগ্রন্থ রচনা করে 'কবিরাজ' উপাধি পান। তার সভাকবি হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তি, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বীরষেণের এরাণ শিলালিপি, কালিদাসের মেঘদূত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ঋতুসংহার অভিজ্ঞান শকুন্তলম ইত্যাদি কালের বিচারে অনবদ্য রচনা। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, ভারবির স্বপ্নবাসবদত্তা ও কিরার্তাজুনীয়ম অমরসিংহের অমরকোষ, দণ্ডীর দশকুমারচরিত ভারতীয় সাহিত্যে ধ্রুপদী সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করেছে। বিভিন্ন শাস্ত্রকারদের মধ্যে বসুবন্ধু, ঈশ্বরকৃষ্ণ, ভর্তৃহরি, পতঞ্জলি, পাণিনি প্রমুখ প্রধান। কাত্যায়ন, দেবল, ব্যাস, নারদ, মনু, বৃহৎসংহিতা সকলে তাদের স্মৃতি গ্রন্থগুলি গুপ্তযুগে রচনা করেছেন। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে ও গুপ্তযুগে বহু মৌলিক তত্ত্ব জন্মলাভ করেছে।

বিজ্ঞান-এর সমস্ত ধারা যেমন গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা, রসায়ন, ধাতুবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ আর্যভট্টের সূর্যসিদ্ধান্ত থেকে চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি ইত্যাদির ব্যাখ্যা মেলে। গণিতজ্ঞ বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা এবং বৃহৎসংহিতা, ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত এই যুগের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। চিকিৎসাক্ষেত্রে ধন্বন্তরি এবং সুশ্রুত এবং রসায়নশাস্ত্রে নাগার্জুন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ডঃ ভি এন ঝা বলেছেন, 'Progress in astronomical knowledge as represented in the writings of Aryabhatta and Varahamihira owned only in part of indigenous tradition'।

ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, 'স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা— এই তিনটি শিল্পকলা গুপ্তযুগে উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করেছিল।' অজন্তা, ইলোরা ও উদয়গিরির গুহামন্দিরগুলির মধ্যে জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুমন্দির ছিল। কারুকার্যময় বিখ্যাত মন্দিরগুলির মধ্যে ঝাঁসির দশাবতারের মন্দির ভিতরগাঁও-এর ইঁটের মন্দির, কোটেশ্বর, মণিনাগ, সাঁচীর মন্দিরগুলিও উন্নত শিল্প স্থাপত্যের পরিচায়ক। এছাড়া পার্টনারের বুদ্ধমূর্তি, অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি, মথুরার ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি ইত্যাদি স্থাপত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র গুপ্ত যুগের স্থাপত্য শিল্পকে ভারতীয়দের মৌলিক সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন।

ফরাসি পণ্ডিত ফার্গুসন অজন্তা ও ইলোরার প্রায় 30টি গুহাচিত্র আবিষ্কার করেছিলেন যার অধিকাংশই গুপ্ত যুগের সৃষ্টি। নয়নাভিরাম গুহাচিত্রগুলির মধ্যে 'মাতা ও পুত্র', 'বোধিসত্ত্বচক্রপাণি', 'হরিণচতুষ্টয়', অসংখ্য প্রাণবন্ত নারীমূর্তি বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছে।

অধ্যাপক ডি এন ঝা গুপ্তযুগকে সুবর্ণ যুগ বলার পক্ষপাতী নন। তার মতে উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা এই স্বর্ণযুগ মিথটির স্রষ্টা। কিন্তু এই সাংস্কৃতিক জাগরণকে হিন্দু জাগরণ বলা সঠিক নয় কারণ এই যুগের ভাস্কর্য ও চিত্রকলা অনেকটাই বৌদ্ধ ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। গুপ্ত রাজারা বৈষ্ণব ও শৈবধর্মের সমর্থক ছিলেন ঠিকই কিন্তু এই ভক্তি ধর্ম সামন্ততন্ত্রকে শক্তিশালী করেছিল যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রভুর অবিচল ভক্তি। গুপ্ত রাজাদের শাসনকালেই দেশের কতকাংশে জমিদার প্রথার আবির্ভাব হয় কৃষক শ্রেণি নানা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সমাজে অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষজন ছিল অত্যাচারিত ও শোষিত। অধ্যাপক ঝা-এর মতে উচ্চ বর্গের মানুষের কাছে সব যুগই হল সুবর্ণযুগ, সাধারণ মানুষের কাছে কোনও যুগই সুবর্ণযুগ নয়। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারও উচ্চবর্গের মানুষের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগের নিরিখে গুপ্তযুগকে সুবর্ণযুগ বলতে রাজি নন, নিম্নবর্গের মানুষের জীবনের প্রতিফলন সমকালীন সাহিত্য ও শিল্পে নেই। এই সভ্যতা শুধু উত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল, সমগ্র ভারতের ওপর এই প্রভাব পড়েনি। ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন যে গুপ্ত সংস্কৃতির অনুপ্রেরণা এসেছিল বিদেশ থেকে, ফলে গুপ্ত সংস্কৃতির শ্রেণিচরিত্র ও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার নিরিখে একে সুর্বণ যুগ বলা সঙ্গত নয়। কিন্তু গুপ্ত সম্রাটরা শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে উচ্চমানের অবদান রেখেছিলেন তার উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল সুদূরপ্রসারী।

*প্রস্তুত করেছেন: **অমিত সেন***

অপশনাল ইতিহাস (দ্বিতীয় পত্র, ইউনিট-এ)

Q. Trade Union Movement in India

শ্রমিক সংগঠন বলতে বোঝায়— 'a continuous association of wage earners for the purpose of maintaining and improving the conditions of their working lives'। ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় কিছু রাজনৈতিক ভাবাদর্শ দ্বারা। তাই ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান দু'টি দিক ছিল শ্রমিকদের দাবিদাওয়াগুলি পূরণের উদ্দেশ্যে গঠিত কিছু শ্রমিক সংগঠন যা ছিল বিশেষ কিছু আদর্শগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আবার অন্যদিকে এই আন্দোলন কোনও বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া ছিল না। তাই বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের অংশ হিসেবে এর যথার্থ স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি স্বরূপ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটে যার ফলে শিল্পপতিদের আয় বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিকদের মজুরিতে কোনও পরিবর্তন আসেনি। জাতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজির আবির্ভাব শ্রমিক আন্দোলনেও নতুন জোয়ার আনে। কারণ জাতীয় আন্দোলনকে গণ আন্দোলনে পরিণত করার প্রচেষ্টায় শ্রমিকদেরও অঙ্গীভূত করা হয়। মনে করা হয় শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে সামিল করে তাকে বৃহত্তর স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশে পরিণত করা প্রয়োজন। এই সময় রাশিয়াতে অক্টোবর বিপ্লব ও কমিনটার্নের প্রতিষ্ঠা ধনতন্ত্রের উচ্ছেদকল্পে প্রলেতারিয়েত বিপ্লব গঠনে বিশ্বের শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করে। International Labour Organisation প্রতিষ্ঠা শ্রমিক আন্দোলনকে নতুন মোড় দেয়।

ভারতে একটি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায় 1920 সালে All India Trade Union Congress গঠনের মাধ্যমে। জাতীয় নেতাদের উদ্যোগে গঠিত এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন লালা লাজপত রাই। 1927 সালের মধ্যে 57টি ট্রেড ইউনিয়ন AITUC-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় 1,50,555 জন। AITUC বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল ব্রিটিশ শ্রমিক দলের গণতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা। কিছু সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থাকা সত্ত্বেও AITUC মূলত ছিল নরমপন্থী নেতা এম এন যোশীর নেতৃত্বাধীন। তিনি বিশ্বাস করতেন শ্রমিকদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তাদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার থেকে অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। গান্ধীজির অহিংস আন্দোলন, শ্রেণি সহযোগিতার আদর্শ এই পর্যায়ের শ্রমিক আন্দোলনের বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে।

কিন্তু 1920 এর দশক থেকে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনে সূচনা শ্রমিক আন্দোলনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। শ্রমিক আন্দোলন ক্রমাগত বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করতে থাকে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনের চতুর্থ কংগ্রেস থেকে AITUC এর কাছে বার্তা প্রেরণ করা হয় যে কেবল মজুরি বৃদ্ধি নয়, ধনতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করা শ্রমিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

1926-27 সালে AITUC বিভক্ত হয়ে যায় দু'ভাগে— the reforming এবং the revolutionary। প্রথমটি International Federation of Trade Union-এর অনুমোদন লাভ করে যার মূল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হত আমস্টার্ডাম থেকে। দ্বিতীয়টি অনুমোদন লাভ করে Red Labour Union Organisation থেকে যার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হত মস্কো থেকে। কমিউনিস্ট জার্নাল 'Krantithundered'-এ বলা হয়— 'There is no peace until capitalism is overthrown'। এছাড়া AITUC অনুমোদন লাভ করে The Pan-pacific secretariat and the Third International at Moscow থেকে। এর প্রতিবাদে যোশীর নেতৃত্বে নরমপন্থীরা AITUC থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ব্রিটিশ সরকার শ্রমিক সংগঠনের কার্যাবলীর ওপর আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করার সিদ্ধান্ত নেয়। 1929 সালে লর্ড আরউইনের সরকার গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করে ও সূচনা হয় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। কারারুদ্ধ 31 জন নেতার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল ভারতে ব্রিটিশ সরকারের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার। আদালত মুজফফর আহমেদ, এস ডাঙ্গে, জোগলেকর, উসমানী ও বাকিদের দোষী সাব্যস্ত করা হয় ও তাদের কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এর ফলে ভারতে শ্রমিক আন্দোলন রাজনৈতিকভাবে অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে।

1934 সালে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিষ্ঠা হয়। এই দল নরমপন্থী রাজনীতি ও বৈপ্লবিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। 1935-36 সালে তিনটি শ্রমিক সংগঠন AITUC, RTUC এবং NFTU ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালনার প্রয়াস চালায়। 1937 সালে ছটি রাজ্যে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠা শ্রমিক সংগঠনগুলোকে নতুন উদ্যম প্রদান করে। 1938 সালে শ্রমিক সংগঠনের সংখ্যা 196-এ পরিণত হয়। শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল কংগ্রেস শ্রমিক স্বার্থে বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করে, যেমন— The Industrial Dispute Act (1938), The Bombay Shop Assistants Act (1939), The C P Matemity Act (1939)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হলে পুনরায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু মজুরি বৃদ্ধি পায়নি। 1940 সালে একাধিক শ্রমিক ধর্মঘট হয়। কমিউনিস্ট নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায় AITUC ত্যাগ করেন এবং Indian Federation Labour গঠন করেন। ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ আচরণ ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে জাতীয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেও জাতীয়তাবাদী নেতারা AITUC-এর নেতৃত্ব দখল করতে ব্যর্থ হন। 1944 সালে বল্লভভাই প্যাটেল গঠন করেন The Indian National Trade Union Congress। সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলনের নিরিখে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন বিভক্ত হয়ে যায়।

*প্রস্তুত করেছেন: **অমিত সেন***

তৃতীয় পত্র

1. In which year did the cabinet Mission come to India ?
(a) 1942 (b) 1972 (c) 1953 (d) 1946
2. The Simon Commission was appointed for:
(a) Indian Constitutional Reforms (b) Jail code Reforms (c) Education Reforms (d) Administrative Reforms.
3. Who announced the Communal Award?
(a) Lord Lytton (b) A B Alexander (c) Lord Mountbatten (d) Ramsay Mac Donald
4. Which of the following tribes is associated with the 'Tana Bhagat' movement?
(a) Uraon (b) Munda (c) Santhal (d) Kondadora
5. Who founded the Naujawan Bharat Sabha?
(a) B C Pal (b) G Subramania Iyer (c) Sardar Bhagat Singh (d) Rukmani Lakshmipathi
6. The Narendra Mandal or Chamber of Princes was inaugurated in 1921 by?
(a) Lord Curzon (b) Lord Wellesley (c) Duke of Cannaught (d) Duke of Wellingdon
7. Buddha, Dhamma and Sangha together are known as?
(a) Triratna (b) Trivarga (c) Trisarga (d) Trimurti
8. Who was called Lichchavi Dauhitra?
(a) Chandragupta-I (b) Skandagupta (c) Kumaragupta (d) Samudragupta
9. Pulakesin-II was the greatest ruler of the?
(a) Chalukyas of Kalyani (b) Pallavas of Kanchi (c) Cholas of Tamil Nadu (d) Chalukyas of Badami
10. The Uttaramerur inscription provides information on the administration of the?
(a) Pallavas (b) Cholas (c) Chalukyas (d) Satavahanas
11. Pitts India Act of 1784 was a/an?
(a) Ordinance (b) Resolution (c) White paper (d) Regulation Act
12. ——— married Mehr-un-Nisa whom he gave the title of 'Nur Jahan'(light of the world).
(a) Akbar (b) Jahangir (c) Shahjahan (d) Aurangzeb
13. Tipu Sultan and British East India Company signed the Treaty of Mangalore in the year____.
(a) 1784 (b) 1789 (c) 1794 (d) 1785
14. Name one leader of the Home Rule Movement:
(a) Annie Besant (b) S. N Banerjee (c) Aurobindo Ghosh (d) Bipin Chandra Pal
15. The demand for the Tebhaga Peasant Movement in Bengal was for:
(a) the reduction of the share of the landlords from one-half of the crop to one-third (b) the grant of ownership of land to peasants as they were the actual cultivators of the land (c) the uprooting of Zamindari system and the end of serfdom (d) writing off all peasant debts
16. What was the purpose with which Sir William Wedderburn and W S Caine had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893?
(a) To agitate for Indian political reforms in the House of Commons (b) To campaign for the entry of Indians into the Imperial Judiciary (c) To facilitate a discussion on India's Independence in the British Parliament (d) To agitate for the entry of eminent Indians into the British Parliament
17. The Lahore Session of the Indian National Congress (1929) is very important in history, because:
I. The Congress passed a resolution demanding complete independence
II. The rift between the extremists and moderates was resolved in that Session
III. a resolution was passed rejecting the two-nationtheory in that Session
Which of the statements given above is/are correct?
(a) I (b) II and III (c) I and III (d) None of the above
18. With reference to Indian History, the Members of the Constituent Assembly from the Provinces were:
(a) directly elected by the people of those Provinces (b) nominated by the Indian National Congress and the Muslim League (c) elected by the Provincial Legislative Assemblies (d) selected by the Government for their expertise in constitutional matters
19. In the context of Indian history, the Rakhmabai case of 1884 revolved around:
I. Women's right to gain education II. Age of consent
III. Restitution of conjugal rights
Select the correct answer using the code given below:
(a) I and II (b) II and III (c) I and III (d) I, II and III
20. Indigo cultivation in India declined by the beginning of the 20th century because of:
(a) peasant resistance to the oppressive conduct of planters (b) its unprofitability in the world market because of new inventions (c) national leaders' opposition to the cultivation of indigo (d) Government control over the planters
21. Wellesleye stablished the Fort William College at Calcutta because:
(a) he was asked by the Board of Directors at London to do so (b) he wanted to revive interest in oriental learning in India (c) he wanted to provide William Carey and his associates with employment (d) he wanted to train British Civilians for administrative purpose in India
22. With reference to the history of India,'Ulgulan' or the Great Tumult is the description of which of the following events?
(a) The Revolt of 1857 (b) The Mappila Rebellion of 1921 (c) The Indigo Revolt of 1859–60 (d) Birsa Munda's Revolt of 1899-1900
23. Which of the following statements correctly explains the impact of the Industrial Revolution on India during the first half of the nineteenth century?
(a) Indian handicrafts were ruined (b) Machines were introduced in the Indian textile industry in large numbers (c) Railway lines were laid in many parts of the country (d) Heavy duties were imposed on the imports of British manufacturers
24. With reference to the book 'Desher Katha' written by Sakharam Ganesh Deuskar during the freedom struggle, consider the following statements:
I. It warned against the Colonial State's hypnotic conquest of the mind
II. It inspired the performance of swadeshi street plays and folk songs
III. The use of 'desh' by Deuskar was in the specific

context of the region of Bengal
Which of the statements given above are correct?
(a) I and II (b) II and III (c) I and III (d) I, II and III
25. Consider the following statements
I. The first woman President of the Indian National Congress was Sarojini Naidu
II. The first Muslim President of the Indian National Congress was Badruddin Tyabji
Which of the statements given above is/are correct?
(a) I (b) II (c) Both I and II (d) Neither I nor II
26. Who of the following organized a march on the Tanjore coast to break the Salt Law in April 1930?
(a) V O Chidambaram Pillai (b) C Rajagopalachari (c) K Kamaraj (d) Annie Besant
27. The Government of India Act of 1919 clearly defined:
(a) the separation of power between the judiciary and the legislature (b) the jurisdiction of the central and provincial governments (c) the powers of the Secretary of State for India and the Viceroy (d) None of the above
28. With reference to Congress Socialist Party, consider the following statements:
I. It advocated the boycott of British goods andevasion of taxes
II. It wanted to establish the dictatorship of the proletariat
III. It advocated a separate electorate for minorities and oppressed classes
Which of the statements given above is/are correct?
(a) I and II (b) III (c) I, II and III (d) None of these
29. Who of the following was/were economic critic/critics of colonialism in India?
I. Dadabhai Naoroji II. G Subramania Iyer
III. R C Dutt
Select the correct answer using the code given below.
(a) I (b) I and II (c) II and III (d) I, II and III
30. With reference to Rowlatt Satyagraha, which of the following statements is/are correct?
I. The Rowlatt Act was based on the recommendations of the 'Sedition Committee'.
II. In Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to utilize the Home Rule League
III. Demonstrations against the arrival of the Simon Commission coincided with Rowlatt Satyagraha
Select the correct answer using the code given below.
(a) I (b) I and II (c) II and III (d) I, II and III
31. Which one of the following movements has contributed to a split in the Indian National Congress resulting in the emergence of 'moderates' and 'extremists'?
(a) Swadeshi Movement (b) Quit India Movement (c) Non-Cooperation Movement (d) Civil Disobedience Movement
32. With reference to Indian history, which of the following is/are the essential elements of the feudal system?
I. A very strong centralized political authority and a very weak provincial or local political authority
II. The emergence of administrative structure based on control and possession of the land
III. Creation of the lord-vassal relationship between the feudal lord and his overlord
Select the correct answer using the code given below.
(a) I and II (b) II and III (c) III (d) I, II and III
33. With reference to Indian History, the Members of the Constituent Assembly from the Provinces were:
(a) directly elected by the people of those Provinces (b) nominated by the Indian National Congress and the Muslim League (c) elected by the Provincial Legislative Assemblies (d) selected by the Government for their expertise in constitutional matters
34. The demand for the Tebhaga Peasant Movement in Bengal was for:
(a) the reduction of the share of the land lords from one-half of the crop to one-third (b) the grant of ownership of land to peasants as they were the actual cultivators of the land (c) the uprooting of Zamindari system and the end of serfdom (d) writing off all peasant debts
35. The people of India agitated against the arrival of Simon Commission because:
(a) Indians never wanted the review of the working of the Act of 1919 (b) Simon Commission recommended the abolition of Dyarchy (Diarchy) in the Provinces (c)there was no Indian member in the Simon Commission (d) the Simon Commission suggested the partition of the country
36. Quit India Movement was launched in response to:
(a) Cabinet Mission Plan (b) Cripps Proposals (c) Simon Commission Report (d) Wavell Plan
37. Annie Besant was:
I. responsible for starting the Home Rule Movement
II. the founder of the Theosophical Society
III. once the President of the Indian National Congress
Select the correct statement/statements using the codes given below.
(a) I (b) II and III (c) I and III (d) I, II and III
38. The Ilbert Bill controversy was related to the:
(a) imposition restrictions the Indians of certain to carry arms by Indians (b) imposition of restrictions on newspapers and magazines published in Indian languages (c) removal of disqualifications imposed on the Indian magistrates with regard to the trial of the Europeans (d) removal of a duty on imported cotton cloth
39. Who is known as the 'Father of Indian Unrest'?
(a) Anant Singh (b) Bal Gangadhar Tilak (c) Bhagat Singh (d) Dadabhai Naoroji
40. Which of the following was established first?
(a) Banaras Hindu University (b) University of Bombay (c) Aligarh Muslim University (d) University of Allahabad
41.The first Indian Satellite Aryabhatta was launched in:
(a) 1972 (b) 1975 (c) 1977 (d) 1979
42. Where did Aurangzeb die?
(a) Pune (b) Aurangabad (c) Ahmad Nagar (d) Mumbai
43. Who gave the title of 'Sardar' to Ballabh Bhai Patel?
(a) Mahatma Gandhi (b) Vinoba Bhave (c) Women of Bardoli (d) Peasants of Gujrat
44. What Satyagraha was held at Nagpur in 1923?

(a) Salt Satyagraha (b) Individual Satyagraha (c) Ryots Satyagraha (d) Flag Satyagraha
45. Which one of the following is not a sect of Buddhism?
(a) Mahayana (b) Hinayana (c) Digambar (d) Theravad
46. Who was the viceroy when Delhi became the capital of British India?
(a) Lord Curzon (b) Lord Minto (c) Lord Hardinge (d) Lord Waveli
47. Multan was named by the Arabs as:
(a) City of beauty (b) City of wealth (c) City of gold (d) Pink city
48. Which one of the following was the book written by Amoghvarsha, the Rashtrakuta King?
(a) Adipurana (b) Ganitasara Samgraha (c) Saktayana (d) Kavirajamarga
49. Who built the Kailasanatha Temple at Ellora?
(a) Rajendra-I (b) Mahendra Varman-I (c) Krishna-I (d) Govinda-I
50. The land measures of the Second Pandyan Empire was mentioned in:
(a) Thalavaipuram Copper Plates (b) Uttirameru Inscription (c) Kudumiyammalai Inscription (d) Kasakudi Copper Plates
51.Who was the greatest ruler of the Satavahanas?
(a) Satkarni-I (b) Gautamiputra Satkarni (c) Simuka (d) Hala
52. The greatest king of the Pratihara dynasty was:
(a) Bhoj (Mihir-Bhoj) (b) Dantidurga (c) Nagbhatta-II (d) Vatsaraj
53. Who was one of the advocates of 'United Sovereign Bengal'?
(a) H.S. Surhawardi (b) Shyamaprasad Mukherjee (c) Maulana Abul Kalam Azad (d) None of the above
54. India's political system is:
(a) Democratic (b) Dictatorial (c) Military (d) None of these
55. Who organized Bratachari Movement?
(a) Tilak (b) Swami Vivekananda (c) Gurusaday Datta (d) Dayananda Saraswati
56. Communist Party of India was formally born in:
(a) 1921 (b) 1924 (c) 1925 (d) 1930
57. Grand old man of India was used to refer to:
(a) M. K. Gandhi (b) Dadabhai Naoroji (c) Tilak (d) Sitaram Keshari
58.Who was the first Indian Martyr outside India?
(a) Tarak Nath Das (b) Madanlal Dhingra (c) Lala Haradayal (d) None of them
59. —— was known as Sher-i-Punjab.
(a) Lala Lajpat Rai (b) Ajit Singh (c) Bhagat Singh (d) Savarkar
60. Rash Behari Bose originally worked as clerk at:
(a) Delhi (b) Meerut (c) Dehradun (d) Bombay
61. Arrange the following in chronological order:
1. Tughlaqs 2. Lodis 3. Saiyids 4. Ilbari Turks 5. Khiljis
(a) 1, 2, 3, 4, 5 (b) 5, 4, 3, 2, 1 (c) 2, 4, 5, 3, 1 (d) 4, 5,1, 3, 2
62. Who was the founder of The Servants of India Society?
(a) G K Gokhale (b) M G Ranade (c) B G Tilak (d) Bipin Chandra Pal
63. Mahatma Gandhi was profoundly influenced by the writings of?
(a) Bernard Shaw (b) Karl Marx (c) Lenin (d) Leo Tolstoy
64. The monk who influenced Ashoka to embrace Buddhism was?
(a) Vishnu Gupta (b) Upa Gupta (c) Brahma Gupta (d) Brihadratha
65. The Lodi dynasty was founded by?
(a) Ibrahim Lodi (b) Sikandar Lodi (c) Bahlol Lodi (d) Khizr Khan
66. Harshvardhana was defeated by?
(a) Prabhakaravardhana (b) Pulakesin-II (c) Narasimhasvarma Pallava (d) Sasanka
67. Who among the following was an illiterate?
(a) Jahangir (b) Shah Jahan (c) Akbar (d) Aurangazeb
68. Which Governor General is associated with Doctrine of Lapse?
(a) Lord Ripon (b) Lord Dalhousie (c) Lord Bentinck (d) Lord Curzon
69. The Greek ambassador sent to Chandragupta Maurya's Court was:
(a) Kautilya (b) Seleucus Nicator (c) Megasthenes (d) Justin
70. Identify the European power from whom Shivaji obtained cannons and ammunition:
(a) The French (b) The Portuguese (c) The Dutch (d) The English
71. The call of 'Back to the Vedas' was given by:
(a) Swami Vivekananda (b) Swami Dayanand Saraswati (c) Aurobindo Ghosh (d) Raja Ram Mohan Roy
72. Who led the Bardoli Satyagraha movement?
(a) Mahatma Gandhi (b) Rabindra Nath Tagore (c) Sardar Vallabhbhai Patel (d) Chittaranjan Das
73. Consider the following events in the history of India:
I. Rise of Pratiharas under King Bhoja
II. Establishment of Pallava power under Mahendravarman-I
III. Establishment of Chola power by Parantaka-I
IV. Pala dynasty founded by Gopala
What is the correct chronological order of the above events, starting from the earliest time?
(a) II-I-IV-III (b) III-I-IV-II (c) II-IV-I-III (d) III-IV-I-II
74. With reference to the history of India, the terms'kulyavapa' and 'dronavapa' denote:
(a) measurement of land (b) coins of different monetary value (c) classification of urban land (d) religious rituals
75. Which of the following phrases defines the nature of the 'Hundi' generally referred to in the sources of the post-Harsha period?
(a) An advisory issued by the king to his subordinates (b) A diary to be maintained for daily accounts (c) A bill of exchange (d) An order from the feudal lord tohis subordinates
76. Who among the following rulers advised his subjects through this inscription?
'Whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect, with

the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely.'
(a) Ashoka (b) Samudragupta (c) Harshavardhana (d) Krishnadeva Raya *
77. With reference to the period of the Gupta dynasty in ancient India, the towns Ghantasala, Kadura and Chaul were well known as:
(a) ports handling foreign trade (b) capitals of powerful kingdoms (c) places of exquisite stone art and architecture (d) important Buddhist pilgrimage centres
78. Regarding the taxation system of Krishna Deva, the ruler of Vijayanagar, consider the following statements:
I. The tax rate on land was fixed depending on the quality of the land.
II. Private owners of workshops paid an industry tax.
Which of the statements given above is/are correct?
(a) I (b) II (c) Both II and I (d) Neither I nor II
79. Banjaras during the medieval period of Indian history were generally:
(a) agriculturists (b) warriors (c) weavers (d) traders
80. The Mongols under ____ invaded Transoxiana in north-east Iran in 1219.
(a) Timur Lang (b) Nadir Shah (c) Ahmed Shah Abdali (d) Genghis Khan
81. Which of the following was established first?
(a) Banaras Hindu University (b) University of Bombay (c) Aligarh Muslim University (d) University of Allahabad
82. Architectural developments in India manifested themselves in their full glory during the period of the:
(a) Guptas (b) Nandas (c) Mauryas (d) Cholas
83. The deep transforming effect that the Kalinga War had on Ashoka has been described in:
(a) Archaeological excavations (b) Rock edicts (c) Coins (d) pillar edicts
84. The proud title of 'Vikramadity' had been assumed by:
(a) Harsha (b) Chandragupta-II (c) Kanishka (d) Samudragupta
85. In which region was the first metallic coin used in India?
(a) The Indo-Gangetic Plain of central India (b) The Himalayas (c) Bihar and Eastern Uttar Pradesh (d) None of these
86. In his inscriptions Ashoka called himself:
(a) Devanampriya Priyadarshi King (b) Ashoka Priyadarshi (c) Dhammasoka (Dharmasoka) (d) Daivaputra
87. Ashoka's claim to be one of the greatest rulers in world history life in the fact that:
(a) his aims covered both the religious and secular aspects of life (b) he worked for the material moral and spiritual uplift of the people (c) after a single conquest he dedicated himself completely to the cause of peace (d) he attempted to unify the people of different castes and communities into a bound of common moral ideal
88. The most important official post with vast responsibilities created by Asoka was:
(a) Rajuka (b) Yukta (c) Dharamamahamatya (d) Prativedaka
89. The Mauryan sculptors had attained the highest perfection in the carving of:
(a) Floral designs (b) Pillars (c) Animal figures (d) Yaksha figures
90. The most striking feature of the Ashokan pillars is their:
(a) monolithic structure (b) carving (c) polish (d) uniformity of workmanship
91. Whom can we call the first national ruler of India?
(a) Chandragupta Maurya (b) Kanishka (c) Harsha (d) Ajatasatru
92. India's earliest contact with Islam was established through:
(a) Turkish invasions of the 11-12th centuries (b) Arab invasion of Sindh in the 7th century (c) Sufi saints and Arab travellers (d) Arab merchants of Malabar coast
93. Akbar granted the present site of Amritsar to the Sikh Guru:
(a) Amar Das (b) Angad (c) Ram Das (d) Arjun
94. In 1939 Subhash Chandra Bose was elected as President of the Congress Party defeating:
(a) Jawaharlal Nehru (b) Maulana Abul Kalam Azad (c) V B Patel (d) Pattabhi Sitharamayya
95. Jallianwala Bagh incident took place at:
(a) Lucknow (b) Surat (c) Amritsar (d) Allahabad
96. Who was the founder of Lodhi dynasty?
(a) Sikandar Lodhi (b) Bahlol Lodhi (c) Ibrahim Lodhi (d) Daulat Khan Lodhi
97. Which one of the following pair is not correctly matched?
(a) Akbar-Todarmal (b) Chanakya-Chandragupta (c) Vikramaditya-Chaitanya (d) Harshvardhan-Hiuen Tsang
98. The South East trade winds are attracted towards the Indian sub continent in the rainy season due to:
(a) the effect of easterlies (b) the effect of Northern-East trade winds (c) the presence of low atmospheric pressure over North-West India (d) None of the above
99. What is 'Reformation'?
(a) Revival of classical learning (b) The revolt against authority of pope (c) Rise of absolute monarchy (d) Change in attitude of man
100. Swaraj is my Birth Right and I shall have it. This was advocated by:
(a) Mahatma Gandhi (b) Lala Lajpat Rai (c) Sardar Patel (d) Lokmanya Tilak

Answers

1(a), 2(a), 3(d), 4(a), 5(c), 6(c), 7(a), 8(a), 9(b), 10(b),11(b), 12(b), 13(a), 14(a), 15(a), 16(a), 17(a), 18(c),19(b), 20(b), 21(d), 22(d), 23(a), 24(d), 25(b), 26(b),27(d), 28(b), 29(d), 30b), 31(a), 32(a), 33(c), 34(a),35(c), 36(b), 37(c), 38(c), 39(b), 40(b), 41(b), 42(c),43(a), 44(d), 45(c), 46(c), 47(c), 48(d), 49(c), 50(a),51(b), 52(a), 53(a), 54(a), 55(c), 56(c), 57(b), 58(b),59(a), 60(c), 61(d), 62(d), 63(d), 64(b), 65(c), 66(b),67(c), 68(b), 69(c), 70(b), 71(b), 72(c), 73(c), 74(a), 75(c), 76(a), 77(a), 78(c), 79(d), 80(b), 81(b), 82(a), 83(b), 84(b), 85(a), 86(a), 87(c), 88(c), 89(c), 90(c), 91(a), 92(d), 93(a), 94(d), 95(c), 96(b), 97(c), 98(c),99(b), 100(d).

প্রস্তুত করেছেন: ধীমান ঘোষ

পরীক্ষার প্রস্তুতি

*রাজ্য পুলিশে ৮৬৩২ কনস্টেবল

নিয়োগ-পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নোত্তর

1. শিখদের সামরিক জাতিতে কে পরিণত করেছিলেন?
(a) অর্জুন দেব (b) গোবিন্দ সিং (c) হরগোবিন্দ (d) তেগ বাহাদুর
2. 'কাশ্মীরের আকবর' কাকে বলা হয়?
(a) জয়নাল আবেদিন (b) হুসেন শাহ (c) বলবন (d) সুজাউদ্দৌলা
3. মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কারে সুপারিশ করা হয়েছিল:
(a) দ্বৈতশাসন (b) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন (c) আংশিক স্বাধীনতা (d) পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী
4. কত সালে তিলক 'কর দেব না' অভিযান করেছিলেন?
(a) 1896 সালে (b) 1998 সালে (c) 1895 সালে (d) 1899 সালে
5. সারা ভারত হরিজন সংঘ কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
(a) বি আর আম্বেদকর (b) গান্ধীজি (c) জয়প্রকাশ নারায়ণ (d) রাজনারায়ণ
6. পশ্চিমবঙ্গের কোথায় তরমুজ এবং কাজুবাদামের চাষ হয়?
(a) মুর্শিদাবাদ (b) মেদিনীপুর (c) উত্তর ২৪ পরগনা (d) দক্ষিণ ২৪ পরগনা
7. ম্যানগ্রোভ বনভূমির অপর নাম কী?
(a) খেদাবন (b) বাদাবন (c) চাঁদাবন (d) কোনওটিই নয়
8. অযোধ্যা পাহাড়ের বিখ্যাত জলপ্রপাতটির নাম কী?
(a) ব্রাহ্মণী (b) সুমিত্রা (c) বৈতালি (d) মান্ডবী
9. কোচবিহার শহরটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(a) তিস্তা (b) তোর্সা (c) মহানন্দা (d) মাতলা
10. থর মরুভূমির প্রবেশদ্বার কোন শহরকে বলা হয়?
(a) জয়সলমীর (b) জয়পুর (c) যোধপুর (d) প্রতাপগড়
11. জেনারেল পিপলস কংগ্রেস কোন দেশের পার্লামেন্টের নাম?
(a) লিবিয়া (b) স্পেন (c) ফিনল্যান্ড (d) জার্মানি
12. রেকজাভিক নীচের কোন দেশের রাজাধানী?
(a) আইসল্যান্ড (b) হাঙ্গেরি (c) আয়ারল্যান্ড (d) বেলারুশ
13. সুইচ অফ করে দিলেও পাখা কিছুক্ষণ ঘুরতে থাকার কারণ কী?
(a) মাধ্যাকর্ষণ (b) গতিজাড্য (c) স্থিতিজাড্য (d) পাখার সরণ
14. বডি স্প্রের জন্য ব্যবহৃত অটোমাইজারে প্রয়োগ করা হয়:
(a) বার্নোলির নীতি (b) চার্লসের সূত্র (c) আর্কিমির্ডিসের সূত্র (d) সবক'টি
15. দেহের প্রতিরক্ষার প্রথম স্তর হল:
(a) মস্তিষ্ক (b) ত্বক (c) হৃদয় (d) অ্যান্টিবডি
16. কোনটি হুপিং কাশির ভ্যাকসিন?
(a) OPV (b) BCG (c) MMI (d) DPT
17. জোঁকে যে রক্ততঞ্চন বিরোধী পদার্থ থাকে তা হল:
(a) সিরাম (b) অকাম (c) হিরুডিন (d) মক্সম
18. চলন্ত গাড়ির চাকার গতি হল:
(a) চলন গতি (b) ঘূর্ণন গতি (c) মিশ্রগতি (d) চলমান গতি
19. বিশ্বের প্রথম বায়ুমণ্ডলের বেশিরভাগ যা দিয়ে গঠিত ছিল তা হল:
(a) হাইড্রোজেন (b) অক্সিজেন (c) নাইট্রোজেন (d) ক্লোরিন
20. উচ্চতাপমাত্রায় বসবাসকারী উদ্ভিদ হল:
(a) মেসোথার্মস (b) মেগাথার্মস (c) মাইক্রোথার্মস (d) হেক্টোথার্মস
21. একটি পরিযায়ী মাছ হল:
(a) রুই (b) কাতলা (c) ইলিশ (d) সবগুলি
22. অ্যান্টিবডি উৎপাদনকারী রক্তকণিকা হল:
(a) B লিম্ফোসাইট (b) RBC (c) WBC (d) অনুচক্রিকা
23. আমাদের কর্ণকুহরের দৈর্ঘ্য প্রায়:
(a) 4 সেমি (b) 7 সেমি (c) 3 সেমি (d) 5 সেমি
24. বায়ু থলি থাকে:
(a) জলজ প্রাণীদের (b) সব পাখিদের (c) উভচরের (d) স্তন্যপায়ীদের
25. শ্বাসবৃক্ষ নামক অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র দেখা যায়:
(a) রুই মাছ (b) মাগুর মাছ (c) কই মাছ (d) সবগুলিতেই
26. যকৃতে প্রোথ্রম্বিন তৈরিতে সাহায্য করে:
(a) Vitamin-E (b) Vitamin-A (c) Vitamin-D (d) Vitamin-A
27. ইউরিওটেলিক প্রাণী হল:
(a) কচ্ছপ (b) হাঙর (c) ব্যাঙ (d) জলহস্তী
28. তার্পিন তেল একপ্রকার:
(a) রজন (b) উপক্ষার (c) তরুক্ষীর (d) কোনওটিই নয়
29. ফাইব্রিনোজেন বিহীন রক্তকে বলা হয়:
(a) সিরাম (b) লসিকা (c) ভেনাস (d) ভেইন
30. কোনটি মরুজ উদ্ভিদ?
(a) ফণীমনসা (b) আম (c) দু'টিই (d) কোনওটিই নয়
31. 'অরণ্যের অধিকার' কে লিখেছেন?
(a) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (b) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (c) মহাশ্বেতা দেবী (d) মৈত্রেয়ী দেবী
32. ক্যাঙ্গারু কোন দেশের প্রতীক?
(a) কানাডা (b) ইটালি (c) অস্ট্রেলিয়া (d) জাপান
33. ধ্যানচাঁদ যে খেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা হল:
(a) দৌড় (b) ফুটবল (c) হকি (d) কুস্তি
34. 'ধরিত্রী দিবস' পালিত হয়:
(a) 5 জুন (b) 22 এপ্রিল (c) 16 সেপ্টেম্বর (d) 12 মে
35. রজার ফেডেরার যে খেলার সঙ্গে যুক্ত তা হল:
(a) ব্যাডমিন্টন (b) টেনিস (c) হকি (d) ফুটবল
36. রক্তকরবী কার লেখা?
(a) মনোজ মিত্র (b) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (c) উৎপল দত্ত (d) দিজেন্দ্রলাল রায়
37. 'হুতোম প্যাঁচা' ছদ্মনামে কে পরিচিত?
(a) কালীপ্রসন্ন সিংহ (b) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (c) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (d) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
38. কোন দেশের সংগঠন নোবেল পুরস্কার প্রদান করে?
(a) সুইডেন (b) আমেরিকা (c) আয়ারল্যান্ড (d) ইংল্যান্ড
39. সূর্য মন্দির কোথায় অবস্থিত?
(a) কোনারক (b) হরিদ্বার (c) বেঙ্গালুরু (d) কেরল
40. ভারতের সর্বাপেক্ষা পুরাতন হাইকোর্ট হল:
(a) কলকাতা হাইকোর্ট (b) মাদ্রাজ হাইকোর্ট (c) এলাহাবাদ হাইকোর্ট (d) বোম্বে হাইকোর্ট

41. ভারতীয় সংবিধানের কোন ধারায় নাগরিকগণের বাকস্বাধীনতার অধিকারকে অলঙ্ঘনীয় করা হয়েছে?
(a) 16 নম্বর ধারা (b) 17 নম্বর ধারা (c) 18 নম্বর ধারা (d) 19 নম্বর ধারা *
42. ভারতীয় সংবিধানের কোন ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রীয় অর্থানুকূল্যে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয়ে থাকে সেখানে কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা যাবে না?
(a) 25 নম্বর ধারা (b) 26 নম্বর ধারা (c) 27 নম্বর ধারা (d) 28 নম্বর ধারা
43. ভারতীয় সংবিধানের কোন ধারায় ভারতের নাম ও ভূখণ্ডকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে?
(a) 1 নম্বর ধারা (b) 2 নম্বর ধারা (c) 3 নম্বর ধারা (d) 4 নম্বর ধারা
44. একজন ভারতীয় নাগরিকের লোকসভায় নির্বাচিত হতে গেলে ন্যূনতম বয়স হতে হবে:
(a) 18 বছর (b) 20 বছর (c) 25 বছর (d) 35 বছর
45. ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি:
(a) রাষ্ট্রপতি (b) প্রধানমন্ত্রী (c) অর্থমন্ত্রী (d) উপরাষ্ট্রপতি
46. সম্প্রতি গুজরাতের হাজিরাতে অবস্থিত ভাণ্ডের পাওয়ার প্লান্ট অধিগ্রহণ করেছে কোন লৌহ ইস্পাত সংস্থা?
(a) BHEL (b) টাটা স্টিল (c) ইন্ডিয়া স্টিল (d) আর্সেলর মিত্তল নিপ্পন স্টিল ইন্ডিয়া
47. সম্প্রতি কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রার উদ্দেশ্যে উত্তরাখণ্ডের ধরচুলা থেকে লিপুলেখ পর্যন্ত নতুন সড়ক উদ্বোধন করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই নতুন তৈরি সড়কটির কত শতাংশ ভারতীয় সীমার মধ্যে রয়েছে?
(a) 20% (b) 50% (c) 84% (d0 95%
48. কোন রাজ্য কাবেরী ব-দ্বীপ অঞ্চলকে সংরক্ষিত 'Special Agricultural Zone' হিসেবে ঘোষণা করেছে?
(a) কর্নাটক (b) তামিলনাড়ু (c) অন্ধ্রপ্রদেশ (d) কেরল
49. 2020 সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোন ভারতীয় শহর প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা (PMMVY)-এর রূপায়ণের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে রয়েছে?
(a) আহমেদাবাদ (b) আগরতলা (c) ইন্দোর (d) এলাহাবাদ
50. কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কোন রাজ্যে Vadhavan Port স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে?
(a) ওড়িশা (b) তামিলনাড়ু (c) মহারাষ্ট্র (d) অন্ধ্রপ্রদেশ
নির্দেশ (51 থেকে 52): *নীচের ছবিগুলির মধ্যে বেমানান ছবিটি চিহ্নিত করুন।*
51.
(a) (b) (c) (d)
52.
(a) (b) (c) (d)
53. BDAC : FHEG : : NPMO : ?
(a) PQTS (b) QTRC (c) TRQS (d) RTQS
54. ? : 63 : : 08 : 26
(a) 12 (b) 9 (c) 18 (d) 15
55. যদি BROTHER-কে কোনও সাংকেতিক ভাষায় 2456784 লেখা হয়, SISTER-কে 919684 লেখা হয়, তাহলে ওই একই সাংকেতিক ভাষায় ROBBERS কত লেখা হবে?
(a) 18152251819 (b) 456284 (c) 9245784 (d) 4522849
56. যদি 'PENCIL'-কে কোনও সাংকেতিক ভাষায় ? @, = ; 7 লেখা হয় এবং 'PAPER'-কে ? 9 ? @ 5 লেখা হয় তাহলে এই সাংকেতিক ভাষায় 'CLIP'-কে কী লেখা হবে?
(a) @ 7 ; ? (b) @ ? ; ? (c) = 7 ? ; (d) = 7 ; ?
57. নীচে প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে বেমানান শব্দ/অক্ষর/সংখ্যাগুলি নির্বাচন করুন।
(a) (125, 27) (b) (64, 216) (c) (216, 02) (d) (343, 01)
58. P, Q, R এবং S হল চারজন বন্ধু। P, Q-এর থেকে খাটো কিন্তু R-এর থেকে লম্বা, সে আবার S-এর থেকে খাটো। কে সবার থেকে বেশি খাটো?
(a) P (b) Q (c) R (d) S
নির্দেশ (59 and 60): *প্রদত্ত শ্রেণিটিতে একটি/দু'টি শব্দ/অক্ষর লুপ্ত আছে। বিকল্পগুলি থেকে সঠিক লুপ্ত শব্দটি নির্বাচন করে শ্রেণি সম্পূর্ণ করুন।*
59. XYZCBAUVWFF __ ? ___ ?
(a) DR (b) RS (c) DS (d) MN
60. 4, 196, 16, 169, ?, 144, 64
(a) 21 (b) 81 (c) 36 (d) 32
61. নীচে দেওয়া কোন বিকল্পটি প্রশ্নে দেওয়া শব্দগুলিকে ছোট থেকে বড় হিসেবে সাজালে একটি অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করবে?
1. Phrase 2. Alphabet 3. Sentence 4. Word
(a) 2, 1, 4, 3 (b) 1, 2, 3, 4 (c) 2, 4, 1, 3 (d) 2, 4, 3, 1
62. সূর্যোদয়ের দিকে পিছন করে রেশমা হাঁটতে শুরু করল। কিছু সময় পর সে বাঁদিকে ঘুরল এবং হাঁটতে শুরু করল কিছু সময় পর সে ডানদিকে ঘুরল এবং তারপর বাঁদিক। এই মুহূর্তে সে কোনদিকে আছে?
(a) পূর্ব অথবা দক্ষিণ (b) দক্ষিণ (c) উত্তর অথবা দক্ষিণ (d) পশ্চিম অথবা উত্তর
63.
(a) 1 (b) 8 (c) 6 (d) 16
64. 46 জন ছাত্রের মধ্যে রামের স্থান যদি 22 নম্বরে হয় তাহলে শেষ থেকে স্থান কত নম্বরে হবে?
(a) 29 (b) 25 (c) 24 (d) 26
নির্দেশ (65 এবং 66): *A, B, C, D, E এবং F ছয় ছাত্র বৃত্তাকারে টেবিলের কেন্দ্রে মুখ করে বসে আছে। A বসেছে C-এর বাঁদিকে। B বসেছে D এবং F-এর মাঝে এবং E বসেছে C-এর ডানদিকে ও F-এর বাঁদিকে।*
65. B-এর বাঁদিকে কে বসেছে?
(a) F (b) C (c) A (d) E
66. C এবং D-এর মাঝে কে বসেছে?
(a) F (b) C (c) A (d) D
67. নীচের ছবির মতো সংখ্যা লেখা কাগজটি ভাঁজ করে একটি ঘনক তৈরি করা হলে *-এর বিপরীতে কোনটি থাকবে?
(a) # (b) & (c) @ (d) $
68. নীচের কোন সালটি আলাদা?
(a) 2010 (b) 2020 (c) 2040 (d) 2060
69. নন্দন ও চন্দন সকালে বাড়ি থেকে হাঁটতে শুরু করে। নন্দন
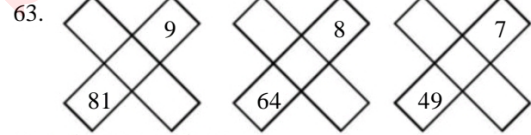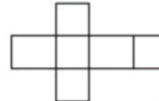
পূর্বদিকে 500 মিটার এবং চন্দন পশ্চিমদিকে 400 মিটার হাঁটার পর নন্দন বাঁদিকে আরও 400 মিটার এবং চন্দন ডানদিকে 400 মিটার হাঁটে। তবে এখন নন্দন চন্দনের কত দূরে আছে?
(a) 800 মিটার (b) 900 মিটার (c) 400 মিটার (d) 600 মিটার
70. নীচের ছকের কোন 2টি কলম 1 নম্বর কলামের সঙ্গে সম্পর্কিত আছে?

I	II	III	IV	V
4	8	12	28	16
2	4	6	14	8
5	10	15	35	20
7	16	21	49	28

(a) II, III (b) III, IV (c) IV, V (c) III, V
71. যদি $x = 7 - 4\sqrt{3}$ হয়, তবে $\left(x + \frac{1}{x}\right)$ -এর মান কত?
(a) $3\sqrt{3}$ (b) $8\sqrt{3}$ (c) $14 + 8\sqrt{3}$ (d) 14
72. সমাধান করুন: $\left(\sqrt{8} - \sqrt{4} - \sqrt{2}\right)$
(a) $2 - \sqrt{2}$ (b) $\sqrt{2} - 2$ (c) $2 - \sqrt{2}$ (d) -2
73. সরল করুন: $(5.5)^3 - (4.5)^3$
(a) 1 (b) 75 (c) 74.25 (d) 75.25
74. সরল করুন: 3034 – (1002 ÷ 20.04)
(a) 3029 (b) 2984 (c) 2993 (d) 2543
75. $\frac{1}{9} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \frac{1}{42} + \frac{1}{56} + \frac{1}{72}$ -এর সরল করুন:
(a) $\frac{1}{2}$ (b) 0 (c) $\frac{1}{9}$ (d) $\frac{1}{2520}$
76. একজন ভদ্রলোক একটি দ্রব্য বিক্রয়মূল্যের ওপর 20% লাভে বিক্রি করে। তাহলে ক্রয়মূল্যের ওপর ব্যক্তির লাভ কত হবে?
(a) 20 (b) 22.5 (c) 25 (d) 30
77. যদি কোনও একটি আবাসে 2500 লোকের 150 দিনের রসদ মজুত থাকে এবং যদি সেখান থেকে 1500 লোক 15 দিন পর চলে যায় তাহলে অবশিষ্ট রসদে কতদিন চলবে?
(a) 81 দিন (b) 135 দিন (c) 25 দিন (d) 225 দিন
78. 1892 সালের 28 ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করে একজন ব্যক্তি। 1910 সালের 31 ডিসেম্বর তার কতদিন বয়স হবে?
(a) 6915 (b) 6916 (c) 6917 (d) 6918
79. একটি বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে কতগুলি বর্গমিটার থাকে?
(a) 1000 (b) 10000 (c) 100000 (d) 100000
80. 0.56-এর সমকোণী ত্রিভুজকে ডিগ্রিতে প্রকাশ করা হলে কী হবে?
(a) 48.6 (b) 50.4 (c) 52.2 (d) 54.6
81. কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কে বাৎসরিক 5% সরল সুদের হারে 2400 টাকা জমা রাখল। ওই টাকা থেকে 3000 টাকা দিয়ে একটি জিনিস কিনতে তাকে কত বছর অপেক্ষা করতে হবে?
(a) 2 বছর (b) $2\frac{1}{2}$ বছর (c) $3\frac{1}{2}$ বছর (d) 5 বছর
82. $1\frac{1}{2}, \frac{3}{4}$ এবং $\frac{9}{16}$ এর গ.সা.গু. এবং ল.সা.গু. বের করুন:
(a) $\frac{9}{4}, \frac{3}{16}$ (b) $\frac{3}{16}, \frac{9}{2}$ (c) $\frac{27}{64}, \frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{2}, \frac{27}{64}$
83. সরল করুন: $\frac{.83 + 7.5}{2.321 - .098}$
(a) .5 (b) 5 (c) .05 (d) 5.05
84. একটি সংখ্যাকে 10% কমালে 30 হয়। সংখ্যাটি বের করুন।
(a) 300 (b) .3 (c) $33\frac{1}{3}$ (d) 305
85. সরল করুন: $\frac{\left(\sqrt{96} + 4\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{81} - 3\sqrt{8}\right)}{4\sqrt{6} - \sqrt{48}}$
(a) 1 (b) 3 (c) 9 (d) 6
86. পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সঙ্গে ক্ষুদ্রতম কোন সংখ্যা যোগ করলে যোগফল 6, 8, 10 ও 15 দ্বারা বিভাজ্য হবে?
(a) 120 (b) 40 (c) 80 (d) 60
87. একটি বাক্সে 384টি মুদ্রা আছে। যদি এক টাকার মুদ্রা, 50 পয়সার মুদ্রার অনুপাত 2 : 3 : 7 হয়, তবে বাক্সের মুদ্রার মোট মূল্য হবে:
(a) 170 টাকা (b) 168 টাকা (c) 186 টাকা (d) 180 টাকা
88. একটি বস্তু 120 টাকায় বিক্রয় করে এক ব্যক্তির শতকরা 20 টাকা ক্ষতি হয়, 180 টাকায় ওই বস্তুটি বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে?
(a) 10% ক্ষতি (b) 5% ক্ষতি (c) 10% লাভ (d) 20% লাভ
89. 8টি সংখ্যার গড় 24 এবং অপর 24টি সংখ্যার গড় 8 সংখ্যা সমূহের গড়:
(a) 15 (b) 16 (c) 10 (d) 12
90. দু'টি সমপরিমাণ মূলধন, একটি 4% হারে অপরটি $4\frac{1}{2}$% সরল সুদে খাটানো হল, 6 বছর পরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুদ, প্রথম ক্ষেত্রের প্রাপ্ত সুদের চেয়ে 21 টাকা বেশি হল। প্রত্যেক মূলধনের পরিমাণ হল:
(a) 600 টাকা (b) 750 টাকা (c) 900 টাকা (d) 700 টাকা
91. একটি সংখ্যাকে 13 দ্বারা গুণ করলে 180 বৃদ্ধি পায়। সংখ্যাটি হল:
(a) 25 (b) 15 (c) 12 (d) 5
92. 400 ও 500 এর মধ্যবর্তী এবং 12, 16 ও 24 দ্বারা $\frac{1}{3}$ বিভাজ্য সংখ্যাটি বের করুন।
(a) 420 (b) 430 (c) 410 (d) 480
93. A ও B-এর বয়সের গড় 9 বছর 4 মাস এবং B ও C-এর বয়সের গড় 4 বছর 8 মাস। A, C -এর থেকে কত বছরের বড়?
(a) $9\frac{1}{3}$ বছর (b) 9.2 বছর (c) 9 বছর (d) 9.4 বছর
94. 504 জন ছাত্র-ছাত্রীবিশিষ্ট একটি স্কুলে ছেলে ও মেয়ের সংখ্যার অনুপাত 13 : 11। 12 জন মেয়ে স্কুল ছেড়ে চলে গেলে ওই অনুপাত কত হবে?
(a) 91 : 73 (b) 91 : 81 (c) 73 : 91 (d) 81 : 91
95. A, B এবং C-এর মধ্যে 350 টাকা এমনভাবে ভাগ করে দাও যেন A-এর অংশ : B-এর অংশ = 2 : 3 এবং B -এর অংশ : C-এর অংশ = 4 : 5.
(a) A Rs. 80, B Rs. 120, C Rs. 150 (b) A Rs. 40, B Rs. 60, C Rs. 75 (c) A Rs. 160, B Rs. 240, C Rs. 300 (d) A Rs. 16, B Rs. 14, C Rs. 30
96. একটি 200 মিটার লম্বা চলন্ত ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো এক ব্যক্তিকে 24 সেকেন্ডে অতিক্রম করলে, ট্রেনটির গতিবেগ কত?
(a) 30 কিমি/ঘণ্টা (b) 45 কিমি/ঘণ্টা (c) 60 কিমি/ঘণ্টা (d) কোনওটিই নয়
97. 1 টাকায় 10টা আম বিক্রি করে এক ব্যবসায়ী 60% লাভ করে, তবে সে 1 টাকায় ক'টা আম কেনে?
(a) 8 (b) 12 (c) 14 (d) 16
98. গমের দাম 25% বাড়ায় এক ব্যক্তি একই রেখে গম ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়ে দিলেন। তিনি শতকরা কত হারে ব্যবহার কমালেন?

(a) 20% (b) 30% (c) 25% (d) 28%

99. A একটি কাজ 20 দিনে করে, সেই কাজটি A ও B একত্রে 12 দিনে করে। B কাজটি কতদিনে করে?

(a) 8 দিনে (b) 22 দিনে (c) 30 দিনে (d) 32 দিনে

100. 12 মিটার × 9 মিটার মাপবিশিষ্ট রাস্তায় 15 সেমি × 9 সেমি, মাপবিশিষ্ট টাইলস বসালে মোট ক'টি টাইলস লাগবে?

(a) 8000 (b) 8760 (c) 8400 (d) 9000

উত্তর

1(b), 2(a), 3(a), 4(a), 5(b), 6(b), 7(b), 8(a), 9(b), 10(c), 11(a), 12(a), 13(b), 14(a), 15(b), 16(d), 17(c), 18(c), 19(a), 20(a), 21(c), 22(a), 23(c), 24(b), 25(b), 26(d), 27(c), 28(a), 29(a), 30(a), 31(c), 32(c), 33(c), 34(b), 35(b), 36(b), 37(a), 38(a), 39(a), 40(a), 41(d), 42(d), 43(a), 44(c), 45(b), 46(d), 47(c), 48(b), 49(c), 50(c), 51(d), 52(d), 53(d), 54(d), 55(d), 56(d), 57(c), 58(c), 59(a), 60(c), 61(a), 62(b), 63(c), 64(b), 65(a), 66(c), 67(c), 68(d), 69(b), 70(d), 71(d), 72(b), 73(d), 74(b), 75(a), 76(c), 77(d), 78(c), 79(d), 80(b), 81(d), 82(b), 83(c), 84(c), 85(b), 86(c), 87(b), 88(d), 89(d), 90(d), 91(b), 92(d), 93(a), 94(a), 95(a), 96(a), 97(d), 98(a), 99(c), 100(a).

সমাধান

51(d): কারণ বাকি সবক'টি চিত্রে সরলরেখাটি বৃত্তের মাঝ বরাবর চলে গিয়েছে।

52(d): কারণ বাকি চিত্রগুলিতে দুটো বাঁকা চিহ্ন পরস্পর বিপরীতদিকে মুখ করে আছে। সেক্ষেত্রে (d) নম্বর চিত্রে দু'টো বাঁকা চিহ্ন পরপর একই অভিমুখে রয়েছে।

53(d):
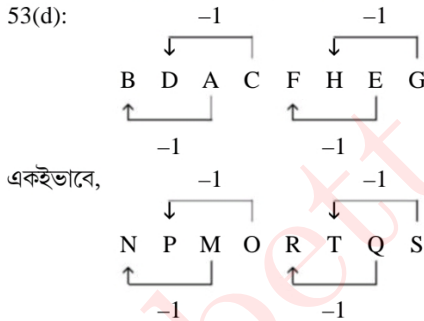
54(d): $4^2 \rightarrow 16 - 1 = 15$, $4^3 \rightarrow 64 - 1 = 63$

$3^2 \rightarrow 9 - 1 = 8$

$3^3 \rightarrow 27 - 1 = 26.$

55(d): B R O T H E R
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
2 4 5 6 7 8 4

S I S T E R
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
9 1 9 6 8 4

অতএব, R O B B E R S
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
4 5 2 2 8 4 9

56(d): P E N C I L
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
? @ ; = ; ?

P A P E R
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
? 9 ? @ 5

অতএব, C L I P
↓ ↓ ↓ ↓
= 7 ; ?

57(c): শুধুমাত্র (216, 02) ছাড়া বাকি সব সংখ্যাগুলির উভয়েই পুরোপুরিভাবে ঘনসংখ্যা।

58(c): Q P R S

∴ এখানে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে 'R' সব থেকে খাটো।

59(a): XYZ → UVW ☐ S T

CBA → FF ☐

60(c): এই ক্রম অনুসরণ করা হয়েছে:

$4 \Rightarrow (2)^2$, $16 \Rightarrow (4)^2$, $36 \Rightarrow (6)^2$

$64 \Rightarrow (8)^2$, $196 \Rightarrow (14)^2$, $169 \Rightarrow (13)^2$, $144 \Rightarrow (12)^2$

61(a): Alphabet → word → Phrase → Sentence
2 4 1 3

62(b):
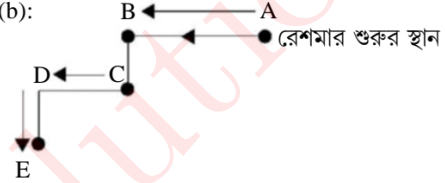
এখন রেশমা দক্ষিণদিকে রয়েছে।

63(c): $3 + 9 - 5 = 7$, $2 + 8 - 6 = 4$

সুতরাং, $4 + 7 - 5 =$ ☐

64(b):
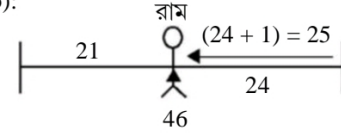
(65 to 66):
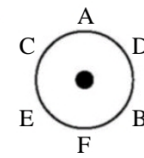
65(a): F , 66(c): A

67(c): *-এর তৃতীয় বর্ণটি হল @

অতএব, বিপরীতে আসবে @.

68(a): 2010 এই সালটি 365 দিনের, বাকিগুলি লিপ-ইয়ার। অর্থাৎ 366 দিনের।

69(b):
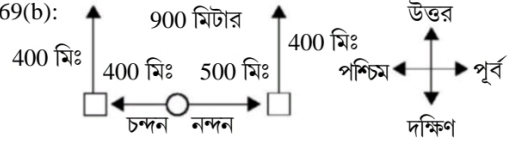
70(d): $7 \times 3 = 21$ $7 \times 4 = 28$

I	III	V
4	$4 \times 3 = 12$	$4 \times 4 = 16$
2	$2 \times 3 = 6$	$2 \times 4 = 8$
5	$5 \times 3 = 15$	$5 \times 4 = 20$

71(d): $x = 7 - 4\sqrt{3}$

$x+\frac{1}{x}=\frac{x+1}{x}=\frac{(7-4\sqrt{3})^2+1}{7+4\sqrt{3}}$

এখন, $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$=\frac{49-56\sqrt{3}+48+1}{7-4\sqrt{3}}=\frac{98-56\sqrt{3}}{7-4\sqrt{3}}$

$=\frac{(98-56\sqrt{3})(7+4\sqrt{3})}{(7-4\sqrt{3})(7+4\sqrt{3})}$

$=\frac{686-392\sqrt{3}+392\sqrt{3}-672}{(7)^2-(4\sqrt{3})^2}$

[এখন, $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$] $=\frac{14}{49-48}=14$.

72(b): $\left(\sqrt{8}-\sqrt{4}-\sqrt{2}\right)=\left(2\sqrt{2}-2-\sqrt{2}\right)$

$=\sqrt{2}(2-1)-2=\sqrt{2}-2$.

73(d): $(5.5)^3 - (4.5)^3$

এখন, $a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$

$5.5 = a$ এবং $4.5 = b$

$= (5.5-4.5)^3 + 3\times 5.5\times 4.5(5.5-4.5)$

$= (1)^3 + 74.25(1) = 1 + 74.25 = 75.25$.

74(b): $3034 - (1002 \div 20.04)$

$= 3034 - \frac{1002}{20.04} = 3034 - \frac{1002}{2004}\times 100 = 3034 - 50$

$= 2984$.

75(a): $\frac{1}{9}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}$

$=\frac{280+420+210+216+84+60+45+35}{2520}$

$=\frac{1260}{2520}=\frac{1}{2}$.

76(c): বিক্রয়মূল্য 100 টাকা হলে ক্রয়মূল্য = 80 টাকা

∴ 80 টাকা ক্রয়মূল্য হলে 100 টাকা বিক্রয়মূল্য

100 টাকা ক্রয়মূল্য হলে $\frac{100}{80}\times 100 = 125$ টাকা বিক্রয়মূল্য

∴ ক্রয়মূল্যের ওপর 25% লাভ হয়।

77(d):

মানুষ	দিন
2500	150 – 15 = 135
1500	x (ধরি)

∵ মানুষ ও দিনের মধ্যে ব্যাস্তানুপাতিক সম্পর্ক

∴ $\frac{2500}{1500}=\frac{x}{135} \Rightarrow x = 225$

∴ 225 দিন চলবে।

78(c); ∵ 1892 একটি লিপ ইয়ার।

∴ ওই বছরে 24 জানুয়ারি থেকে 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট দিনসংখ্যা হবে (366 – 33) বা, 343 দিন

এক্ষণে, 1 জানুয়ারি, 1893 থেকে 31 ডিসেম্বর 1910 → মোট 18 বছর, যার মধ্যে 4টি বছর লিপ-ইয়ার।

সুতরাং, মোট দিনসংখ্যা = (365 × 18 + 4) বা, 6574

∴ নির্ণেয় দিনসংখ্যা = (6574 + 343) বা, 6917।

79(d): 1 বর্গকিলোমিটার = 1000000 বর্গমিটার।

80(b): সমকোণের 0.56 = $90^o \times 5.56 = 50.4^o$.

81(d): 1 বছরের সুদ টাকা = $\frac{2400\times 1\times 5}{100}$ টাকা = 120 টাকা

(3000 – 2400) টাকা = 600 টাকা

অপেক্ষা করতে হবে = (600 ÷ 120) বছর = 5 বছর।

82(b): গ.সা.গু. = $\frac{\text{লবগুলির গ.সা.গু}}{\text{হরগুলির ল.সা.গু.}}$

$=\frac{\text{3, 3, 9-এর গ.সা.গু.}}{\text{2, 4, 16-এর ল.সা.গু.}}=\frac{3}{16}$

ল.সা.গু. = $\frac{\text{লবগুলির ল.সা.গু.}}{\text{হরগুলির গ.সা.গু.}}$

$=\frac{3,3,9}{2,4,16}=\frac{9}{2}$.

83(c): $\frac{\frac{83-8}{90}\div\frac{75}{10}}{\frac{2321-23}{990}-\frac{98}{990}}=\frac{\frac{75}{90}\times\frac{10}{75}}{\frac{2298}{990}-\frac{98}{990}}$

$=\frac{1}{9}\times\frac{990}{2200}=\frac{1}{20}=0.05$.

84(c): সংখ্যাটি = $30\times\frac{100}{90}=\frac{100}{3}=33$.

85(b): $\frac{\left(\sqrt{16\times 6}+4\sqrt{3}\right)\left(9-3\sqrt{8}\right)}{4\sqrt{6}-\sqrt{16\times 3}}=\frac{\left(4\sqrt{6}+4\sqrt{3}\right)\left(9-6\sqrt{2}\right)}{4(\sqrt{6}-\sqrt{3})}$

$=\frac{4\left(\sqrt{6}+\sqrt{3}\right)\left\{(\sqrt{6})^2+(\sqrt{3})^2-2\sqrt{6}\sqrt{3}\right\}}{4\left(\sqrt{6}-\sqrt{3}\right)}$

$=\left(\sqrt{6}+\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{6}-\sqrt{3}\right)=6-3=3$.

86(c): 6, 8, 10 ও 15-এর ল.সা.গু. = 120

```
120 | 10000 | 83
      960
      -----
       400
       360
       -----
        40
```

∴ যোগ করতে হবে = 120 – 40 = 80.

87(b): 1 টাকার মুদ্রা আছে = $\frac{384\times 2}{12}$ = 64টি = 64 টাকা

50 পয়সার মুদ্রা আছে = $\frac{384\times 3}{12}$ = 96টি = 48 টাকা

25 পয়সার মুদ্রা আছে = $\frac{384\times 7}{12}$ = 224টি = 56 টাকা

∴ মুদ্রার মোট মূল্য = (64 + 48 + 56) টাকা = 168 টাকা।

88(d): 120 টাকা = ক্রয়মূল্যের 80%

∴ 180 টাকা = ক্রয়মূল্যের $\left(\frac{80\times 180}{120}\right)\% = 120\%$

∴ লাভ = (120 – 100)% = 20%.

89(d): $\frac{8\times 24+24\times 8}{8+24}=\frac{192+192}{32}=\frac{384}{32}=12$.

90(d): আসল 100 টাকা করে হলে

সুদের পার্থক্য = $\frac{100\times\left(4\frac{1}{2}-4\right)\times 6}{100}$ = 3 টাকা

∴ আসল = $\left(\frac{21\times 100}{3}\right)$ টাকা = 700 টাকা।

91(b): 13x = x + 180 বা, 12x = 180 বা, x = 15.

92(d): 12, 16 ও 24 এর ল.সা.গু. = 48

```
48 | 500 | 10
     48
     ----
      20
```

∴ সংখ্যাটি = 500 – 20 = 480.

93(a): A ও B-এর মোট বয়স = 9 বছর 4 মাস × 2 = 18 বছর 8 মাস

B ও C-এর মোট বয়স = 4 বছর 8 মাস × 2 = 9 বছর 4 মাস

∴ A, B-এর থেকে (18 বছর 8 মাস – 9 বছর 4 মাস) = 9 বছর 4 মাস = $9\frac{4}{12}$ বছর = $9\frac{1}{3}$ বছর বড়।

94(a): বালকের সংখ্যা = $504 \times \frac{13}{24} = 273$ জন

∴ বালিকার সংখ্যা = 504 – 273 = 231 জন

12 জন বালিকা স্কুল ছেড়ে গেলে বালিকার সংখ্যা = 231 – 12 = 219 জন

তখন বালক : বালিকা = 273 : 219 = 91 : 73.

95(a): A : B = 2 : 3

B : C = 4 : 5

A : B : C = 8 : 12 : 15

∴ A পায় = $\frac{350 \times 8}{35} = 80$ টাকা

∴ B পায় = $\left(\frac{350 \times 12}{35}\right) = 120$ টাকা

∴ C পায় = $\left(\frac{350 \times 15}{35}\right) = 150$ টাকা।

96(a): ∵ চলন্ত ট্রেন যখন কোনও স্থির বস্তু বা ব্যক্তিকে অতিক্রম করে, তখন ট্রেনটি প্রদত্ত সময়ে তার নিজ দৈর্ঘ্যই অতিক্রম করে

ট্রেনটি 24 সেকেন্ডে অতিক্রম করে 200 মিটার

∴ 3600 সেকেন্ডে অতিক্রম করবে $\frac{200 \times 3600}{24}$

বা, $\frac{72000}{24}$ বা, $\frac{72000}{24 \times 1000} = 30$ কিমি/ঘণ্টা

∴ ট্রেনটির গতিবেগ 30 কিমি/ঘণ্টা।

97(d): ধরি, 1টি আমের ক্রয়মূল্য = x টাকা

বিক্রয়মূল্য $\frac{1}{10}$ টাকা

প্রশ্নানুসারে, $x \times \frac{160}{100} = \frac{1}{10}$

$\Rightarrow x = \frac{1}{16}$

∴ $\frac{1}{16}$ টাকায় 1টি আম পাওয়া যাবে

∴ 1 টাকায় 16টি আম পাওয়া যাবে।

98(a): ∴ $\left(\frac{x}{100+x} \times 100\right)\% = \left(\frac{25}{100+25} \times 100\right)\%$

$= \left(\frac{25}{125} \times 100\right)\% = 20\%$

99(c): A 20 দিনে করে 1 অংশ

A + B 12 দিনে করে 1 অংশ

∴ B 1 দিনে করবে = $\frac{1}{12} - \frac{1}{20} = \frac{1}{30}$ অংশ

∴ B 30 দিনে করবে 1 অংশ।

100(a): মেঝের ক্ষেত্রফল = 1200 × 900 sq.cm.

= 1080000 sq.cm

টাইলস-এর ক্ষেত্রফল = 15 × 9 = 135 sq.cm

মোট টাইলস লাগবে = $\frac{1080000}{135} = 8000.$

প্রস্তুত করেছেন: ***অভিষেক রায়***

সংবাদ শিরোনামে

(১-৩১ মে ২০২১)

*

শীর্ষ ব্যক্তিত্ব
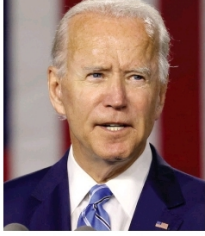
জো বাইডেন: আফগানিস্তান থেকে সেনা সরানোর সিদ্ধান্তে কোনও বদল হবে না বলে ৩ মে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মার্কিন বাহিনীর হানায় ওসামা বিন লাদেনের হত্যার দশম বর্ষপূর্তির দিনেই তাঁর এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের। এদিন হোয়াইট হাউসের তরফে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বাইডেন বলেন, '৯/১১-র পর দেশের মানুষকে দেওয়া কথা রাখতে পেরেছে আমেরিকা।' তিনি আরও বলেন, 'বর্তমানে আফগানিস্তানে আল কায়দার ঘাঁটি প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তবে আমেরিকা সে দেশ থেকে সেনা সরালেও নজর সরাচ্ছে না।' ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সমস্যা দূর করতে দুই রাষ্ট্র নীতিই যে সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ তা আবারও জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ২২ মে তিনি বলেন, 'ইজরায়েলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য আমরা দায়বদ্ধ। এই অবস্থান থেকে আমেরিকা আদপেই সরছে না। তবে একই সঙ্গে আমাদের এটাও অবস্থান যে— ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনকে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে যতক্ষণ না বহির্বিশ্ব মান্যতা দিচ্ছে, ততক্ষণ ওই অঞ্চলে শান্তি ফেরানো সম্ভব নয়।'

অ্যান্টনি ফাউচি: ভারতে কয়েক সপ্তাহের লকডাউন প্রয়োজন বলে নিজের মতামত জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের চিকিৎসা সংক্রান্ত উপদেষ্টা অ্যান্টনি ফাউচি। ১ মে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ভারতে সম্ভবত সময়ের আগেই করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয় ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছিল। ফাউচি বলেন, 'এখন যতটা সম্ভব দেশে কাজকর্ম বন্ধ করা উচিত। ছ'মাসের জন্য লকডাউন করলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের লকডাউনেও সংক্রমণের প্রকৃতির উপরে বড় প্রভাব পড়তে পারে। কেউই লকডাউন করতে চান না। কিন্তু লকডাউন করলে শেষপর্যন্ত সংক্রমণ কম হতে পারে।' ১০ মে ফাউচি বলেন করোনার দাপট রুখতে টিকাকরণই সবথেকে নির্ভরযোগ্য উপায়। এ জন্য বিশ্বের বড় বড় প্রতিষেধক নির্মাতা সংস্থাগুলিকেও উৎপাদন বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন ফাউচি।

রঘুরাম রাজন: ৪ মে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে দেশে বিপর্যস্ত অবস্থার জন্য দূরদর্শিতার অভাব এবং নেতৃত্বদানে অক্ষমতাকেই দায়ী করলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন। নরেন্দ্র মোদী সরকারের সমালোচনা করে তিনি জানান, যত্নবান এবং সতর্ক হলে এই পরিস্থিতি তৈরি হতো না। তাঁর বক্তব্য, বিশ্বের বাকি অংশে, যেমন ব্রাজিলে কী অবস্থা সে দিকে নজর দিলেই বোঝা যেত এই ভাইরাস চলে যায়নি, আবার ফিরে আসতে পারে শক্তিশালী হয়ে। রাজনের মতে, গতবছর সংক্রমণ কিছু কমে আসায় আত্মতৃপ্তির জেরেই আজ ভারতের এই দুর্দশা।

এম কে স্ট্যালিন: ৭ মে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরেই কোভিড মোকাবিলায় একগুচ্ছ পদক্ষেপ করলেন তামিলনাড়ুর ডিএমকে নেতা এম কে স্ট্যালিন। তিনি ঘোষণা করেছেন, যাঁদের রেশন কার্ড আছে, তাঁদের প্রত্যেককে চার হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। প্রথম কিস্তির দু'হাজার টাকা দেওয়া হবে চলতি মাসেই। এছাড়া, বেসরকারি হাসপাতালে করোনা রোগীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। মহিলারা যাতে সরকারি বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করতে পারেন সে ব্যবস্থাও করেছেন নব নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী।

কে পি ওলি: ১০ মে নেপালে আস্থাভোটে পরাস্ত হলেন সেখানকার প্রধানমন্ত্রী কে পি ওলি। ফলে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই পালাবদল হতে চলেছে সেখানে। নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির নেতা পুষ্পকমল দহল ওরফে প্রচণ্ড সমর্থন তুলে নেওয়ার পরে ওলি সরকারের পতন নিশ্চিত হয়ে যায়। এদিন নেপালের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে আস্থাভোটের লড়াইয়ে জয় পেতে ১৩৬ জনের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল ওলির। কিন্তু তিনি পেয়েছেন ৯৩টি ভোট।

হিমন্তবিশ্ব শর্মা: ১২ মে অসমে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) নিয়ে নতুন

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার ঘোষণায় ফের উদ্বেগে পড়লেন সে রাজ্যের বাংলাভাষীরা। বহু সমস্যার মুখোমুখি হয়ে যাঁরা এনআরসি-তে নাম তুলেছেন তাঁদের অনেককেই আবার নাগরিকত্বের পরীক্ষা দিতে হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। শপথ নেওয়ার পরই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত জানিয়েছেন, সীমান্ত জেলায় ২০ শতাংশ এবং অন্যত্র ১০ শতাংশ নাগরিকের নথিপত্র ফের যাচাই করা হবে। বাংলাভাষীদের সংগঠনগুলি এতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, বাঙালিদের সন্দেহের নজরে রেখেই এনআরসি-র নিয়মনীতি তৈরি এবং সংশোধন-সংযোজন হয়। এবং সরকারের নতুন সিদ্ধান্তে তাঁদের নাগরিকত্বকেই প্রশ্নের মুখে ঠেলা হচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: কোভিড অতিমারির দুঃসময়ে ১২ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে সহযোগিতার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, করোনা টিকা তৈরির জন্য পরিকাঠামো গড়ার জমি এবং অন্যান্য সাহায্য দিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রস্তুত। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, শুধু নিজের রাজ্য নয়, সারা দেশের হয়ে অক্সিজেন, কোভিড পরিকাঠামো এবং প্রতিষেধক নিয়ে জাতীয় স্তরে সরব হওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বার্তা ইতিবাচক মনোভাব বহন করছে।

তেদ্রস অ্যাডানম ঘেব্রেইয়েসুস: শিশুদের ভ্যাকসিন না-দিয়ে সেই ডোজ বরং দরিদ্র দেশগুলিকে দান করা হোক—বিশ্বের ধনী দেশগুলির কাছে এই আর্জি জানালেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) -এর প্রধান তেদ্রস অ্যাডানম ঘেব্রেইয়েসুস। আমেরিকা, কানাডার মতো দেশ ১২-উর্ধ্বদের ইতিমধ্যেই টিকাকরণ শুরু করে দিয়েছে। ভারতেও ২ থেকে ১৮ বছরের শিশু-কিশোরদের টিকাকরণের ট্রায়ালের অনুমতি চেয়েছে কোভ্যাক্সিন। তেদ্রস ১৪ মে বলেন, 'আমি জানি, কিছু দেশ কেন শিশু-কিশোরদের টিকাকরণের আওতায় আনতে চাইছে। কিন্তু সময়ের দাবি মেনে আমি চাইব, ধনী দেশগুলি যেন সেই টিকা আপাতত কোভ্যাক্স-এ দান করে। এতে বিশ্বেরই কল্যাণ।'

অরবিন্দ কেজরীবাল: ১৯ মে দিল্লিতে যে সব ব্যক্তি কোভিড আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন তাঁদের পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবাল। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য করোনায় মারা গেলে সেই পরিবারকে মাসে ২৫০০ টাকা করে পেনসন দেওয়া হবে।

গীতা গোপীনাথ: আগামী বছরের মাঝামাঝির মধ্যে গোটা বিশ্বের কোভিড-টিকাকরণ সম্পূর্ণ করতে পাঁচ হাজার কোটি ডলার অর্থ প্রয়োজন বলে ২১ মে জানাল আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)। সংস্থার বক্তব্য, উন্নত দেশগুলো এই খাতে আর্থিক বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসুক। এতে লোকসান নেই। বরং আর্থিক লাভের অঙ্ক ছোঁবে ৯ লক্ষ কোটি ডলারের কাছাকাছি। আইএমএফ-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ গীতা গোপীনাথ গোটা বিষয়টি নিয়ে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। রিপোর্টে তাঁদের বক্তব্য, ২০২১ সালের মধ্যে সব দেশের ৪০ শতাংশ মানুষের টিকাকরণ সম্পূর্ণ করতে হবে। বাকি ৬০ শতাংশের টিকাকরণ শেষ করতে হবে ২০২২ সালের প্রথমার্ধে।

কে পি শর্মা ওলি ও বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারী: ২২ মে নেপালের পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি-র পরামর্শ মেনে সংসদ ভেঙে দিলেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারী। নভেম্বরে অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। তবে বিরোধী দলগুলি এই 'অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক' সিদ্ধান্তের সর্বতোভাবে বিরোধিতা করবে বলে জানিয়েছে। তারা সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সম্ভাবনার কথাও বলেছে। নেপালি কংগ্রেসের মুখপাত্র বিশ্বপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'মানুষ যখন অতিমারির সঙ্গে লড়ছে, তখন এই কি তাদের জন্য উপহার?' নেপালি কংগ্রেসের নেতা শের বাহাদুর দেউবা, মাওবাদী নেতা প্রচণ্ড-সহ বিরোধী সব দলই যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে এই 'অসাংবিধানিক' সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে।

সুরেশ যাদব: পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রতিষেধক হাতে নেই, তা জেনেও কেন্দ্র একই সঙ্গে বিভিন্ন বয়সের মানুষের টিকাকরণ শুরু করেছে বলে ২১ মে অভিযোগ করলেন সিরাম ইনস্টিটিউটের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর সুরেশ যাদব। তিনি বলেন, 'প্রাথমিক ভাবে দেশের ৩০ কোটি মানুষের জন্য ৬০ কোটি ডোজের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু লক্ষমাত্রা ছোঁয়ার আগেই ৪৫ বছরের উর্ধ্বে এবং তার কিছুদিনের মধ্যে ১৮ বছরের উর্ধ্বে টিকাকরণ চালু করল কেন্দ্র। অথচ কেন্দ্র ভালো করেই জানে আমাদের হাতে এই পরিমাণ টিকা নেই।'

লালুপ্রসাদ যাদব: ২৩ মে ডিএলএফের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ থেকে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবকে রেহাই দিল সিবিআই। গত ফেব্রুয়ারিতে সিবিআই ডিরেক্টর পদ থেকে অবসর নেওয়ার মুখে আর কে শুক্ল প্রমাণাভাবে অভিযোগের ফাইল বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন বলে খবরে প্রকাশ।

আচার্য দেবব্রত: ২৩ মে গুজরাতে বিয়ের কারণে জোর করে বা ঠকিয়ে ধর্ম পরিবর্তন করালে প্রায় ১০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে বলে এক সংশোধনী বিলে সম্মতি জানালেন সে রাজ্যের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত। ১ এপ্রিল 'দ্য গুজরাট ফ্রিডম অব রিলিজিয়ন (সংশোধিত) বিল, ২০২১ নামে সংশ্লিষ্ট বিলটি পাশ হয় বিধানসভায়।

রাহুল গান্ধী: একের পর এক রাজ্যে প্রতিষেধক ভাঁড়ারে টান পড়ায় মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ২৩ মে সরব হল প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। এদিন প্রাপ্ত খবরে বলা হয়েছে দিল্লির পর মহারাষ্ট্র এবং কর্নাটকেও মিলছে না ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সিদের টিকা। করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সার্বিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর টুইট, 'একে তো মহামারি, তার উপরে প্রধান অহঙ্কারী।' রাহুলের বক্তব্য, করোনায় মৃতদের গঙ্গায় ভেসে যাওয়ার দায় কেন্দ্রের।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়: ১৭ মে নারদা ঘুষ কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত দুই মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও ফিরহাদ হাকিম, তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র ও কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। তাঁদের নিজাম প্যালেসে নিয়ে এসে গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় সই করানো হয়। নিম্ন আদালতে চারজনই জামিন পেলেও রাতে নাটকীয় মোড় নেয় গোটা ঘটনা। নিম্ন আদালতের জামিনের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট চার নেতাকে দু'দিন জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। চার নেতাকেই বেশি রাতে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও তাঁদের গ্রেপ্তারির খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই পৌঁছে গিয়েছিলেন নিজাম প্যালেসে।

রাফায়েল নাদাল ও ইগা শিয়নটেক: ১৬ মে ইটালীয় ওপেন ফাইনালে সার্বিয়ান মহাতারকা নোভাক জোকোভিচকে ৭-৫, ১-৬, ৬-৩ সেটে কার্যত উড়িয়ে দিলেন রাফায়েল নাদাল। ক্লে কোর্টের সম্রাট হিসেবে খ্যাত রাফায়েল নাদাল বুঝিয়েও দিলেন ফরাসি ওপেনের আগে পুরোপুরি তৈরি তিনি। রোমে ফাইনালের আগে ৫৬ বার মুখোমুখি হয়েছেন দু'জনে। ২৯ বার জিতে দ্বৈরথে অবশ্য এগিয়ে ছিলেন নোভাকই। অন্যদিকে, ইটালীয় ওপেনের মেয়েদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন হলেন ইগা শিয়নটেক। ক্যারোলিনা প্লিসকোভাকে অবিশ্বাস্য ভাবে ৬-০, ৬-০ সেটে হারিয়ে। ফরাসি ওপেনে গতবারের চ্যাম্পিয়ন শিয়নটেক রোমে ট্রফি নিয়ে বললেন, 'এ ভাবে জিতব স্বপ্নেও ভাবিনি। আশা করি, এই ছন্দটা ধরে রাখতে পারব প্যারিসেও।

সুশীল কুমার: খুনের অভিযোগে প্রায় তিন সপ্তাহ গা ঢাকা দিয়ে থাকার পরে গ্রেপ্তার হলেন অলিম্পিক্সে পদক প্রাপ্ত কুস্তিগির সুশীল কুমার। দিল্লি পুলিশের একটি বিশেষ দল ২২ মে পঞ্জাব থেকে গ্রেপ্তার করে সুশীল ও তাঁর এক সঙ্গীকে। পুলিশ সূত্রে খবর, সাগর ধনখড় নামে এক তরুণ কুস্তিগিরকে মারধর করে খুনের অভিযোগ রয়েছে সুশীল ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। গা-ঢাকা দেওয়া অবস্থাতেই আইনজীবী মারফত আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন সুশীল। যদিও সেই আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত।

নিয়োগ / নির্বাচিত পদত্যাগ / বরখাস্ত

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ৫ মে শপথ নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোভিড পরিস্থিতির কারণে হাতে-গোনা কিছু অতিথির উপস্থিতিতে রাজভবনের থ্রোন রুমে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ছিল সংক্ষিপ্ত। শপথের পর নরেন্দ্র মোদী শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান বাংলার

মুখ্যমন্ত্রীকে। প্রধানমন্ত্রীর বার্তার জবাবে মমতা বলেন, 'বাংলার স্বার্থ মাথায় রেখে কেন্দ্রের ধারাবাহিক সহায়তার দিকে তাকিয়ে আমার পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে। কোভিড-সহ নানা চ্যালেঞ্জের একসঙ্গে মোকাবিলা এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টান্ত যৌথ ভাবে তৈরি করতে পারি বলেও আশা রাখি।'

বীরেন্দ্র, জাভেদ শামিম, বিবেক সহায় ও জ্ঞানবন্ত সিং: ৫ মে ভোট পার হতেই রাজ্য পুলিশের ডিজি পদ ফিরে পেলেন বীরেন্দ্র। একইভাবে এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) -র পদে ফিরে গেলেন জাভেদ শামিম। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ভোট পর্বে ওঁদের সরে যেতে হয়েছিল। এদিন মুখ্যমন্ত্রী পদে তৃতীয়বার শপথ নিয়েই ওই অফিসারদের পুরনো পদে ফেরালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও রাজ্যের নিরাপত্তা অধিকর্তার পদে ফিরেছেন বিবেক সহায়। অতিরিক্ত নিরাপত্তা অধিকর্তা জ্ঞানবন্ত সিং-ও ফিরেছেন পুরনো পদে।

এন রঙ্গস্বামী: পুদুচেরির নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন অল ইন্ডিয়া এন আর কংগ্রেস (এআইএনআরসি)-এর প্রধান এন রঙ্গস্বামী। ৭ মে রাজ নিবাসে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান উপরাজ্যপাল তামিলি সৌন্দরাজন।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা: ৯ মে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হলেন নেডা জোটের চেয়ারম্যান হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিন দিসপুরে বিধানসভায় বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল হিমন্তের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ঘোষণা করেন। হিমন্ত তাঁর পক্ষে দলের ৬০ বিধায়কের মধ্যে ৪২ জনের সমর্থন তুলে ধরেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী না হলে বিজেপির জোট সরকার যে দীর্ঘস্থায়ী হবে না— তা বুঝতে পেরেই শীর্ষ নেতৃত্ব আর ঝুঁকি নেয়নি। সেইসঙ্গে এই প্রথম কোনও অকংগ্রেসী সরকার অসমে পরপর দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এল।

সাদিক খান: ৯ মে দ্বিতীয়বারের জন্য লন্ডনের মেয়র নির্বাচিত হলেন সাদিক খান। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত লেবার পার্টির এই নেতা ৫৫.২ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভ পার্টির নেতা শন বেলি পেয়েছেন ৪৪.৮ শতাংশ ভোট। ২০২০ সালেই এই নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অতিমারির কারণে তা পিছিয়ে যায়। ২০১৬ সালে প্রথমবারের জন্য লন্ডনের মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন সাদিক। তাঁর আগে ইসলাম ধর্মাবলম্বী কোনও ব্যক্তি ইউরোপের কোনও রাজধানী শহরের মেয়রের দায়িত্ব সামলাননি।

নীরা টন্ডন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন প্রশাসন ১৫ মে ভারতীয় বংশোদ্ভূত নীরা টন্ডনকে হোয়াইট হাউসের শীর্ষ পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করল। প্রথমে হোয়াইট হাউসের 'অফিস অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট'-এর অধিকর্তা পদের জন্য তাঁকে মনোনীত করে বাইডেন প্রশাসন। কিন্তু রিপাবলিকান সেনেটরদের একাংশের তীব্র বিরোধিতার ফলে সরে দাঁড়ান তিনি। বর্তমানে একটি থিঙ্ক ট্যাঙ্কের প্রধানের পদ দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

রাহুল দ্রাবিড়: আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য ২০ মে ভারতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচ করা হল প্রাক্তন অধিনায়ক ও বর্তমানে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান রাহুল দ্রাবিড়কে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও টেস্ট সিরিজের দল নিয়ে সে সময়ে ইংল্যান্ডে থাকবেন ভারতের স্থায়ী হেড কোচ রবি শাস্ত্রী। শ্রীলঙ্কায় শুধুমাত্র সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেলতেই যাচ্ছে ভারতীয় দল। ভারতের সিনিয়র দলের সঙ্গে এটাই দ্বিতীয় সফর হবে দ্রাবিড়ের। এর আগে ২০১৪ সালের ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের ব্যাটিং পরামর্শদাতা হিসেবে গিয়েছিলেন তিনি।

নরেন্দ্র মোদী: ২৪ মে বিশ্বভারতীর আচার্য হিসেবে পুনরায় মনোনীত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই নিয়ে তৃতীয়বারের জন্য এই পদে বসতে চলেছেন তিনি। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়, রাষ্ট্রপতি তথা বিশ্বভারতীর পরিদর্শক রামনাথ কোবিন্দ বিশ্বভারতী অ্যাক্টের ১৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিশ্বভারতীর আচার্য পদে পুনরায় মনোনীত করেছেন। আগামী তিন বছরের জন্য ওই পদে থাকবেন তিনি।

আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়: ২৪ মে রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যকাল

তিনমাস বাড়ানোর ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র। রাজ্যই এই প্রস্তাব দিয়েছিল কেন্দ্রের কাছে। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, মুখ্যসচিবের কার্যকালের মেয়াদ দু'দফায় তিনমাস্ন করে মোট ছ'মাস পর্যন্ত বাড়ানো যায়।

সুবোধ কুমার জয়সওয়াল: ২৫ মে নতুন সিবিআই ডিরেক্টর হলেন সিআইএসএফ প্রধান ও মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন ডিজি সুবোধ কুমার জয়সওয়াল। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটির তিন সদস্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরি ও প্রধান বিচারপতি এন ভি রমণার মধ্যে বৈঠকের পর জয়সওয়ালের নাম স্থির হয়। প্রায় ন'বছর তিনি গুপ্তচর সংস্থা র' (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইং)-এ কাজ করেছেন। কাজ করেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতেও। মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনার হিসেবে কাজ ছাড়াও জয়সওয়াল স্ট্যাম্প পেপার সংক্রান্ত তেলগি কেলেঙ্কারির তদন্তের জন্যও বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন।
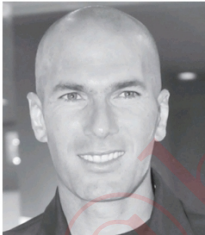
জিনেদিন জিদান: রিয়াল মাদ্রিদের কোচিং ছাড়লেন কিংবদন্তি জিনেদিন জিদান। ২০১৮ সালে রিয়ালের হয়ে টানা তিনটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার নজির রয়েছে তাঁর। এছাড়াও দু'বার করে লা লিগা ও সুপারকোপা, দু'বার উয়েফা সুপার কাপ জয়ের সাফল্যও রয়েছে তাঁর। রিয়াল মাদ্রিদ তাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, 'রিয়াল মাদ্রিদে জিদান একজন আইকন। আমাদের প্লেয়ার ও কোচ হিসেবে যা করেছেন, তা কিংবদন্তি।

পুরস্কার / সম্মান

অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান ২০২১

বেঙ্গালুরু নিবাসী জাপানী ভাষার শিক্ষিকা শ্যামলা গণেশ ১ মে জাপান সরকারের 'অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান' সম্মান পেলেন। জাপানী ভাষা শেখানো ছাড়াও তিনি ফুল দিয়ে তৈরি জাপানের বিশেষ ঐতিহ্য 'ইকেবানা' তৈরিরও একজন বিশেষজ্ঞ। বেঙ্গালুরুর ওহারা স্কুল অব ইকেবানায় দীর্ঘদিন ধরে ইকেবানা তৈরির কৌশল শিখিয়েছেন অসংখ্য শিক্ষার্থীকে। জাপানের বিশেষ এই সম্মান বিশ্বের নানা জায়গায় জাপানী সংস্কৃতির প্রসার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে অসামান্য অবদানের জন্য প্রদান করা হয়।

প্রয়াণ

রাজদীপ সরকার: ১ মে করোনা সংক্রমণে প্রয়াত হলেন টেবিল টেনিস কোচ তথা প্রাক্তন খেলোয়াড় রাজদীপ সরকার (৪০)। ১৯৯৫ সালে জাতীয় টেবিল টেনিসে সিঙ্গলসে জুনিয়র বিভাগে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন রাজদীপ। এছাড়া সিনিয়র দলগত বিভাগেও জাতীয় প্রতিযোগিতায় একাধিক পদক পেয়েছেন তিনি।

রাজকুমার সাচেতির: কোভিডে আক্রান্ত হয়ে ৪ মে প্রয়াত হলেন জাতীয় বক্সিং সংস্থার কার্যকরী ডিরেক্টর রাজকুমার সাচেতির (৪৫)। সংস্থার পক্ষ থেকেই এক বিবৃতিতে এ খবর জানানো হয়। সাচেতির-এর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থাও।
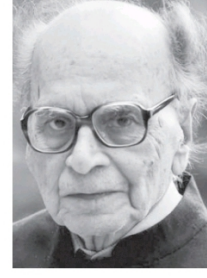
জগমোহন মলহোত্র: পূর্বতন জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল জগমোহন মলহোত্র (৯৩) ৪ মে প্রয়াত হলেন। অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দেন জগমোহন। কাজ করেছেন গোয়া-দমন-দিউ এবং দিল্লির উপরাজ্যপাল হিসেবে। সাংসদ হয়েছেন তিন বার। দু-দফায় রাজ্যপাল হয়েছেন সাবেক জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের। তাঁর মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নায়ডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অন্য বিজেপি নেতারা শোকবার্তায় জগমোহনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের দক্ষতা, অবদান ও পাণ্ডিত্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

অজিত সিং: ৬ মে করোনায় প্রয়াত হলেন রাষ্ট্রীয় লোকদল (আরএলডি)-এর প্রধান এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত সিং (৮২)। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চরণ সিংয়ের পুত্র অজিতের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রমুখ।

বনরাজ ভাটিয়া: ৭ মে হিন্দি ছবি ও বিজ্ঞাপন জগতের প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক বনরাজ ভাটিয়া (৯৩) প্রয়াত হলেন। ১৯৭২ সালে শ্যাম বেনেগালের 'অঙ্কুর'-এ সঙ্গীত পরিচালনা করেন বনরাজ। এরপর অপর্ণা সেন-এর 'থার্টিসিক্স চৌরঙ্গি লেন', কুন্দন শাহের 'জানে ভি দো ইয়ারো'-সহ বহু বিখ্যাত ছবিতে সুরারোপ করেন তিনি। সুর দিয়েছেন

গোবিন্দ নিহালনির টিভি ফিল্ম 'তামস', শ্যাম বেনেগালের টেলি সিরিজ 'ভারত এক খোঁজ'-এও। 'তামস'-এর জন্য পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার। এছাড়া সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি, পদ্মশ্রী সম্মানেও ভূষিত হয়েছেন।

ফরচুনাতো ফ্র্যাঙ্কো: ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণযুগের অন্যতম প্রতিনিধি ফরচুনাতো ফ্র্যাঙ্কো (৮৪) ১০ মে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন। ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিক্সে ভারতীয় দলে ছিলেন ফ্র্যাঙ্কো। তবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন ১৯৬২ সালে জাকার্তায় এশিয়ান গেমস ফুটবলে সোনাজয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম নায়ক হিসেবে। গোয়ার একমাত্র অলিম্পিয়ানও ছিলেন ফ্র্যাঙ্কো।

খেত থি: ১১ মে মায়ানমারে প্রতিবাদী কবি খেত থি-র মৃত্যু হল সরকারি হেফাজতে। ৪৫ বছরের এই কবি জুন্টা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন। কয়েকদিন আগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল সেনাবাহিনী। জানা গিয়েছিল অকথ্য অত্যাচার চালানো হচ্ছে তাঁর উপরে। জুন্টা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয় থি-র শরীর খারাপ হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। থি-র স্ত্রী চাও সু হাসপাতালে গিয়ে দেখেন থি-র নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। তাঁর হাত ভাঙা। সু জানিয়েছেন, অস্ত্রোপচার করে থি-র নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বার করে নেওয়া হয়েছে।

কে আর গৌরী: ১১ মে প্রবীণ কমিউনিস্ট নেত্রী কে আর গৌরী (১০২) বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় প্রয়াত হলেন। দীর্ঘ আট দশকের রাজনৈতিক জীবনে তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। কেরলের রাজনীতিতে তিনি 'গৌরী আম্মা' নামেই জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯৫৭ সালে কেরলে ইএমএস নামবুদিরিপাদ মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে রাজ্যের ভূমি সংস্কারের পুরোধা ছিলেন গৌরী আম্মা। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য গৌরী আম্মা ১৯৬৪ সালে সিপিএমে যোগ দেন। ১৯৯৪ সালে দলবিরোধী কাজের অভিযোগে সিপিএম তাঁকে বহিষ্কার করে। পরে জনাথিপতি সংরক্ষণ সমিতি নামে পৃথক দল গড়েন। ২০১৫ সালে তাঁর দল অবশ্য বামজোটে যোগ দিয়েছিল।

হোমেন বরগোঁহাই: অসমের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হোমেন বরগোঁহাই (৮৯) ১২ মে প্রয়াত হলেন। কয়েকদিন আগেই কোভিড থেকে সেরে উঠেছিলেন তিনি। পঞ্চাশের দশক থেকেই সাহিত্য জগতে তাঁর বিচরণ শুরু। সেই সঙ্গে ছিলেন প্রথিতযশা সাংবাদিক। পূর্ণ সরকারি মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা উপস্থিত ছিলেন তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে।

ব্রজ রায়: ১৩ মে রাজ্যে দেহদান আন্দোলনের প্রধান কারিগর ব্রজ রায় (৮৪) কোভিডে প্রয়াত হলেন। তাঁর ইচ্ছাকে সম্মান জানাতে কোভিড পজিটিভ হওয়া সত্ত্বেও মরদেহ গ্রহণ করে আরজিকর হাসপাতালে শব ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। তিনি ও তাঁর সংগঠন 'গণদর্পণ' ১৯৮৫ সাল থেকে মরণোত্তর দেহদান ও অঙ্গদান আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

দেবীপ্রসাদ পাল: কোভিডে আক্রান্ত হয়ে ১৪ মে প্রয়াত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা বিশিষ্ট আইনজীবী দেবীপ্রসাদ পাল (৯৩)। উত্তর কলকাতা থেকে তিনবার জাতীয় কংগ্রেসের সাংসদ হয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৫ সালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী হন। পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন।

সুবীর দত্ত: স্বনামধন্য প্যাথলজিস্ট সুবীর দত্ত (৮৫) ১৪ মে কোভিডে প্রয়াত হলেন। শিক্ষক-চিকিৎসক হিসেবে তিনি যোগ দেন এন আর এস মেডিক্যাল কলেজে। প্যাথলজি বিভাগের প্রধান চিকিৎসক হওয়ার পাশাপাশি ইউনিভার্সিটি কলেজ অব মেডিসিনের ডিনও হন তিনি। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব প্যাথলজিস্টস অ্যান্ড মাইক্রো-বায়োলজিস্টসের আজীবন সদস্য হওয়ার পাশাপাশি সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। মৌলালির কাছে তাঁর তৈরি বিখ্যাত সায়েন্টিফিক ক্লিনিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির অধিকর্তা ছিলেন শেষ দিন পর্যন্ত। ২০০৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বিশিষ্ট শিক্ষক সম্মান এবং ২০১৯-এর চিকিৎসা দিবসে রাজ্য সরকার তাঁকে 'বিশিষ্ট চিকিৎসা সম্মান' প্রদান করে।

সুনীল জৈন: কোভিড-পরবর্তী অসুস্থতার জেরে ১৫ মে প্রয়াত হলেন 'ফিনানশিয়াল এক্সপ্রেস' সংবাদপত্রের ম্যানেজিং এডিটর সুনীল জৈন (৫৫)। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দিল্লির এইমস হাসপাতালে প্রয়াত হন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সুনীল জৈনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন।

রাজীব সাতভ: ১৬ মে রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ রাজীব সাতভ (৪৬) প্রয়াত হলেন। সম্প্রতি করোনা থেকে সেরে উঠেছিলেন তিনি। তবে শরীরে করোনা পরবর্তী ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ প্রতিহত করতে পারেননি তিনি। সাতভের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গান্ধী ও সাংসদ রাহুল গান্ধী।

অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা সংবাদ-মাধ্যমের বিশিষ্ট সাংবাদিক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (৫৫) ১৬ মে প্রয়াত হলেন। কোভিডে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন তিনি বাইপাসের ধারে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক দুই ধরনের মাধ্যমেই তিনি দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছেন।

জ্যোতিকৃষণ দত্ত: ১৯ মে এনএসজি-র প্রাক্তন ডিজি জ্যোতিকৃষণ দত্ত (৭২) কোভিড সংক্রান্ত অসুস্থতার জেরে প্রয়াত হলেন। মুম্বইয়ে ২৬/১১ হামলার মোকাবিলা ও পণবন্দি উদ্ধারের 'অপারেশন টর্ন্যাডো'-র নেতৃত্বে ছিলেন ১৯৭১-র পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের এই আইপিএস অফিসার। ২০০৬-এর ১১ অগস্ট থেকে ২০০৯-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এনএসজি-র প্রধান ছিলেন তিনি। কাজ করেছেন সিবিআই এবং সিআইএসএফেও। সিবিআইয়ে থাকার সময় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলাতেও যুক্ত ছিলেন তিনি।

ওম প্রকাশ ভরদ্বাজ: ২১ মে বক্সিংয়ে ভারতের প্রথম দ্রোণাচার্য পুরস্কারে সম্মানিত কোচ ওম প্রকাশ ভরদ্বাজ (৮২) প্রয়াত হলেন। ১৯৮৫ সালে দ্রোণাচার্য পুরস্কার চালু হওয়ার পরে কোচিংয়ে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছিলেন ভরদ্বাজ। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত জাতীয় বক্সিং কোচ ছিলেন তিনি। একই সঙ্গে নির্বাচকের দায়িত্বও সামলেছেন। তাঁর কোচিংয়ে ভারতীয় বক্সাররা এশীয় গেমস, কমনওয়েলথ গেমস এবং দক্ষিণ এশীয় গেমসে দেশকে পদক এনে দিয়েছেন।

সুন্দরলাল বহুগুণা: ২১ মে প্রবীণ গান্ধীবাদী জননেতা ও দেশের পরিবেশ আন্দোলনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব সুন্দরলাল বহুগুণা (৯৪) কোভিডে প্রয়াত হলেন। 'চিপকো' আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবেশ আন্দোলনকে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিলেন তিনি। গাড়ওয়াল ও কুমায়ুনের পরিবেশ সংরক্ষণেও বার বার সরব হয়েছেন তিনি। হৃষীকেশে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। দীর্ঘ কর্মজীবনে পদ্মবিভূষণ সহ অজস্র সম্মানে ভূষিত হয়েছেন সুন্দরলাল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্তব্য করেছেন, 'তাঁর মৃত্যু দেশের কাছে বিরাট ক্ষতি।' উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তিরথ সিং রাওয়ত বহুগুণার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, 'চিপকো আন্দোলনকে গণ আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন তিনি।'

রাম লক্ষ্মণ: ২২ মে হিন্দি ছবির প্রখ্যাত সুরকার রাম লক্ষ্মণ (৭৮) প্রয়াত হলেন। ম্যায়নে প্যার কিয়া, হাম আপকে হ্যায় কওন-সহ বলিউডে প্রচুর হিট ছবির জনপ্রিয় সব গানের সুরকার তিনি। রাম লক্ষ্মণ নামে জনপ্রিয় হলেও তার আসল নাম বিজয় পাটিল। লতা মঙ্গেশকর থেকে শুরু করে সলমন খান, মাধুরী দীক্ষিত-সহ অনেক তারকারা শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর প্রয়াণে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: কোভিড পরবর্তী জটিলতা থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৪ মে প্রয়াত হলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৭৫)। খড়্গপুর আইআইটি-র স্নাতক এই মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ভারতের আণবিক শক্তি মন্ত্রকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান। ছিলেন ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টরও। মুম্বইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (টিআইএফআর)-এর কাউন্সিল মেম্বার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার, পদ্মশ্রী-সহ অসংখ্য পুরস্কারে সম্মানিত এই বিজ্ঞানীর প্রয়াণে শোকের ছায়া নামে দেশের বৈজ্ঞানিক মহলে।

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার: দুনিয়ায় প্রথম করোনার টিকা নেওয়া পুরুষ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার (৮১) ২৬ মে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন। গতবছর ৮ ডিসেম্বরের পরে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন ব্রিটেনের এই বৃদ্ধ। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে প্রতিষেধকের কোনও সম্পর্ক নেই বলে জানা গিয়েছে। টিকা নেওয়ার পরেই তিনি প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন— সবাই টিকা নিন। এই অতিমারিকে একজোট হয়ে হারাতেই হবে।

গুরুত্বপূর্ণ স্থান

চিন: বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস জৈব অস্ত্র কি না ফের সেই অভিযোগ উঠল চিনের বিরুদ্ধে। ৮ মে খবরে প্রকাশ চিনের উচ্চপদস্থ বিজ্ঞানী লি মেং-ইয়ান*-এর সামাজিক মাধ্যমে চিনা ভাষায় লেখা কিছু বৈজ্ঞানিক নথি প্রকাশ্যে এসেছে। সেখান থেকে অনুমান করা হচ্ছে 'সার্স-কোভ-২' ভাইরাসটি ২০১৫ সালে চিনের সরকারি গবেষণাগারে জৈব অস্ত্র হিসেবে তৈরি করা হয়। চিনা সামরিক বিজ্ঞানীরা এটিকে জৈব অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন বলে নথিতে দাবি করা হয়েছে।

মালদ্বীপ: ৯ মে মালদ্বীপের অদূরে ভারত মহাসাগরে আছড়ে পড়ল চিনের রকেট 'লং মার্চ ৫ বি' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ১৮ টন ওজনের একটি অংশ। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর ঠিক কোথায় রকেটের টুকরোটি পড়বে, তা নিয়ে বহু দেশই চিন্তায় ছিল। কারণ সেটির নেমে আসার উপরে চিনের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। চিন জানিয়েছিল বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পরই এই অংশটির বেশিরভাগই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। নাসা অবশ্য সেই দাবি সমর্থন করেনি।

জাপান: ১৭ মে আসন্ন টোকিয়ো অলিম্পিক্স চাইছেন না জাপানের আশি শতাংশেরও বেশি নাগরিক। সে দেশে নতুন করে করোনা-সংক্রমণের কারণে এ বছরেও অলিম্পিক্স বন্ধ করার জন্য জনমত ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। টোকিয়ো অলিম্পিক্স শুরু হতে ১০ সপ্তাহেরও কম সময় রয়েছে। এই অবস্থায় প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত একটি জনসমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানেই নাগরিকেরা অলিম্পিক্স আয়োজন না করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এখন করোনা সংক্রমণের চতুর্থ ঢেউ আছড়ে পড়েছে জাপানে। ফলে সে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এখন প্রবল চাপের সম্মুখীন। তার ফলেই অলিম্পিক্স আয়োজন নিয়ে এই জনসমীক্ষা করা হয়।

গুজরাট: ১৭ মে গুজরাটের ভাবনগরের কাছে স্থলভূমিতে আছড়ে পড়ল অতিপ্রবল সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় তাউটে। ১৬৫ কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়া ঝড়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জনজীবন। গুজরাট ছাড়াও কেরল, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, গোয়া এবং দমন ও দিউ সমানভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে ঘূর্ণিঝড় স্থলভূমিতে ঢোকার আগেই বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনায় কর্নাটকের সমুদ্র তীরের জেলাগুলিতে ৮ জন, মহারাষ্ট্রের কোঙ্কনে ৬ জন এবং দিউয়ে ৪ জনের মৃত্যু হয় তাউটে-র দাপটে। মুম্বইয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। কেরল, কর্নাটক, গুজরাট ও দিউয়ে বিভিন্ন জায়গায় আটকে পড়া কয়েক হাজার মানুষকে উদ্ধার করেন জওয়ানরা।

পশ্চিমবঙ্গ: ২ মে বিধানসভা ভোটে জিতে তৃতীয়বারের জন্য রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরল তৃণমূল। ২১৩ আসনে জয়ী হয়েছে তারা। বিজেপি ৭৭ আসনে জয়লাভ করে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পেয়েছে। বাম দলগুলি, কংগ্রেস ও আইএসএফ-এর সংযুক্ত মোর্চা একটি আসন পেয়েছে। আইএসএফ সেই আসনটি জিতলেও বাম ও কংগ্রেস একটিও আসন পায়নি। দুই দলের এমন বিপর্যয় আগে কখনও হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস ভোটে নজরকাড়া সাফল্য পেলেও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে বিজেপি-র শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাজিত হয়েছেন।

গাজা (প্যালেস্তাইন): ১৬ মে গাজা ভূখণ্ডে আকাশপথে ফের আক্রমণ শুরু করল ইজরায়েল। ক্ষেপণাস্ত্রের আক্রমণে নিহত হয়েছেন অন্তত ৪২ জন। নিখোঁজ ও আহতদের সংখ্যা ৫০-এরও বেশি। ইজরায়েল সেনার দাবি, হামাস জঙ্গি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ইয়াহিয়েহ সিনওয়ারের গাজার বাসস্থান তারা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। টেলিফোনে দুই দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। ইজরায়েলকে সমর্থন জানালেও প্যালেস্তাইনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের উদ্দেশে তাঁর বার্তা ছিল হামাসকে নিয়ন্ত্রণ করার। তবে, ইজরায়েল-প্যালেস্তাইনের চিরকালীন সংঘর্ষের মীমাংসার জন্য আলোচনার প্রস্তাবও দিয়েছেন তিনি। ২০ মে মার্কিন মধ্যস্থতায় গাজা ভূখণ্ডে চলা অশান্তির আপাতত অবসান হল।

ওড়িশা ও দক্ষিণবঙ্গ উপকূল: ২৬ মে অতি তীব্র সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ইয়াস আছড়ে পড়ল ওড়িশা ও দক্ষিণবঙ্গের উপকূলে। ঝড়ের কেন্দ্রস্থল পূর্ণিমার ভরা কোটালের মধ্যেই ওড়িশার ধামড়ায় ঘণ্টায় প্রায় ১৪০ কিলোমিটার গতিতে আছড়ে পড়ে। প্রবল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় দক্ষিণবঙ্গের দুই জেলার উপকূল। দীঘার প্রায় সর্বত্রই জল ঢুকে যায়। জলে ডুবেছে কপিলমুনির আশ্রমও। প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অন্তত ১ কোটি মানুষ। মন্দারমণি ও ঘোড়ামারা দ্বীপে জলোচ্ছ্বাসে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। তবে ক্ষতির আশঙ্কা থাকলেও ঝড়ের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে কলকাতা।

সংখ্যাতত্ত্ব

৪৩৫.৫

—কিলোমিটার। তিব্বতের হিমালয় অঞ্চল ধরে চিনের নবনির্মিত সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক বুলেট ট্রেন যতটা দূরত্ব অতিক্রম করবে। ৪৮ ঘণ্টার রাস্তা পার হবে ১৩ ঘণ্টায়। ট্রেনের যাত্রাপথ লাসা থেকে নিইংচি। নিইংচি অরুণাচল প্রদেশে ভারত-চিন সীমান্তবর্তী চিনা শহর মেডগ-এর অংশ। ২৫ জুন রেলযাত্রার সূচনা হল।

৬৫০

—টি। আফগানিস্তানে স্থায়ী ভাবে মার্কিন সেনার যতগুলি বাহিনীকে রেখে দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে জো বাইডেন প্রশাসন। এই বাহিনী আফগানিস্তানে মার্কিন দূতাবাসের নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন থাকবে। ইতিমধ্যেই আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করা শুরু করেছে মার্কিন সরকার। ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৪,০০০-এরও বেশি মার্কিন ট্রুপকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে।

২০,৭০০ কোটি

—টাকা। ভারতীয় ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলির সুইস ব্যাঙ্কে বিনিয়োগ করা অর্থের পরিমাণ বেড়ে ২০২০ সালে যা দাঁড়িয়েছে। ২০১৯-এ ভারতীয়দের সুইসে সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৬,৬২৫ কোটি টাকা।

সংক্ষিপ্ত শব্দ

NBTC: National Blood Transfusion Council.
WWLLN: World Wide Lightning Location Network.
EMA: European Medicines Agency.
BIS: Bank for International Settlements.
NFHS: National Family Health Survey.
SECC: Socio-Economic Caste Census.
CPHS: Committee for the Protection of Human Subjects.
UN WFP: United Nations World Food Programme.
ISSF: International Shooting Sport Federation.
ITAT: Income Tax Appellate Tribunal.

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

Stargazing: The Players in My Life *by* Ravi Shastri.
Dear Mr. M *by* Herman Koch.
Annapurna Devi *by* Atul Merchant.
Policymaker's Journal: Form New Delhi to washington, D.C. *by* Kaushik Basu.
Sikkim: A History of Intrigue and Alliance *by* Preet Mohan Singh Malik.
Invictus *by* Nidhie Sharma.
Mans' Search For Meaning *by* Viktor E Frankl.
Endlessly Green: Solid Waste Management For Everyone *by* Savita Hiremath.
Green Humour for a Greying Planet *by* Rohan Chakravarty.
Order Of Protection *by* Theriault Sherrie.

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

১ জুলাই: চিকিৎসক দিবস।
১১ জুলাই: বিশ্বজনসংখ্যা দিবস।
১২ জুলাই: প্যাস্থার দিবস।
১৫ জুলাই: বেতন সঞ্চয় দিবস।

বিবিধ

নিলামে প্রথম টুইট
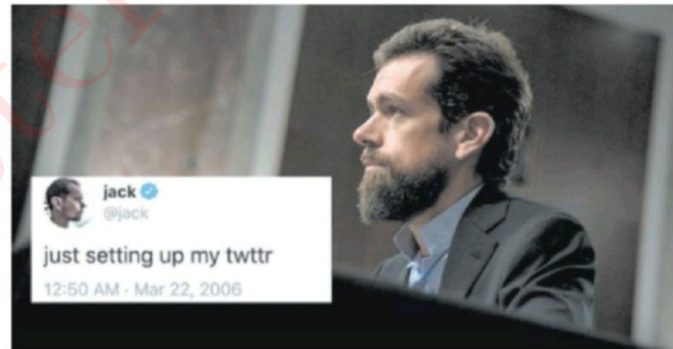
'জাস্ট সেটিং আপ মাই টুইটার', মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে প্রথম এই পোস্টটিই করেছিলেন এর শীর্ষ কর্তা জ্যাক ডরসি। সেই বিখ্যাত টুইটটিই এবার বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ডরসি।

এটি কার্যত একটি ডিজিটাল সম্পত্তি। টুইটটি একটি ওয়েবসাইটে অনন্য ডিজিটাল স্বাক্ষর হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। প্রায় ১৫ বছর আগে ২০০৬-এর মার্চে টুইটটি করা হয়। ৬ মার্চ সেটি নিলামে তোলা হল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দাম ওঠে প্রায় ৬৪.০৪ লক্ষ টাকা। এখনও পর্যন্ত দাম উঠেছে প্রায় ৭৩ লক্ষ টাকা। গত ডিসেম্বরেও টুইটটি বিক্রির চেষ্টা হয়। কিন্তু এদিন ডরসি নিজেই এটি বিক্রি করতে উদ্যোগী হওয়ায় তা সকলের নজরে এসেছে। টুইটের ক্রেতা পাবেন একটি ক্রিপ্টোগ্রাফি স্বাক্ষরিত ডিজিটাল শংসাপত্র। তবে মূল টুইটটি বিক্রির পরেও ওয়েবসাইটে থাকবে।